মরহুম মোঃ ফজলুলহক (হক সাহেব)
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ঃ সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, চরবাটা, নোয়াখালী।
জন্ম তারিখ ঃ- ০২/০১/১৯৩২ইং
মৃত্যু তারিখ ঃ- ০৮/১১/১৯৯৫ইং

সার্বিক দিকনির্দেশনায় জনাব মো: রুহুল মতিন, নির্বাহী পরিচালক

জনাব সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক

| | |
|---|---|
| সম্পাদনায় : | জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার |
| | |
| | |
| | |

সার্বিক সহযোগিতায় : মো: শামছুল হক, ঋণ সমন্বয়কারী
মহিব উল্যাহ,ঋণ ব্যবস্থাপক (অগ্রসর)
এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম, প্রধান হিসাবরক্ষক
মোঃ হান্নান মোল্যা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা

## তথ্য ও উপাত্ত সংকলনে সহযোগিতায়:

| | |
|---|---|
| | সকল কর্মসূচি/প্রকল্প অফিসার/সমন্বয়কারীবৃন্দ, (ব্র্যাক-ইএসপি, ইউপিপি উজ্জীবীত,সমৃদ্ধি, প্রবীণ, ভেড়া পালন, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া) |
| | কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট |
| | প্রশাসনিক বিভাগ |
| | হিসাব বিভাগ (প্রধান কার্যালয়) |
| | মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি (সকল এলাকা ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক) |
| | অডিট এন্ড মনিটরিং সেকশন |
| | আইটি সেকশন |

# মুখবন্ধ

নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগে বিপদাপন্ন পরিবারের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা ও যথাসম্ভব ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জন ও সমাজ ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি, দাতা সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বছর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম বুলেট পয়েন্টে ও বাজেটে একনজরে তুলে ধরা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে সকল ক্ষেত্রে সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com নম্বরে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

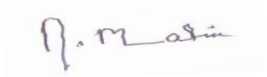

মো: রুহুল মতিন
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

# সংস্থা'র সভাপতির কথা

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। সংস্থার কর্মএলাকার পিছিয়ে থাকা দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের বহুমাত্রিক দরিদ্র্যতা দূর করে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মুখে হাসি ফোটানোই হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের নীবিড় সহযোগিতায় সংস্থা সফল ভাবে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচিসহ উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ঋণ কর্মসুচি সহায়তার ফলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলো তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁদের আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে তাঁদের উন্নতির লক্ষন গুলো দৃশ্যমান হচ্ছে।

প্রতি বছরের মত সংস্থার প্রকল্প ও মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট ও কার্যকম পরিকল্পনাসহ সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ, সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সবার প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন রহিল।

বর্তমানে অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান দাতা সংস্থা, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি মহান আল্লাহপাকের নিকট সংস্থার উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোহাম্মদ মোনায়েম খান ফিরোজ
সভাপতি
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
ও
অধ্যক্ষ
সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

# সংস্থা'র সাধারণ সম্পাদকের কথা

সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব প্রথমে মহান আল্লাহর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করছি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজ সেবী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের বহুমাত্রিক দরিদ্র্যতা দূর করে মুখে হাসি ফোটানো হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংস্থার সুনির্দ্দিষ্ট নির্দেশনায় কর্মীগণ কঠোর পরিশ্রম ও নিরলসভাবে সফলতার সাথে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ঋণের সঠিক ব্যবহার ও প্রকল্প লাভজনক ও স্থায়ীত্বশীল করার জন্য ঋণ কর্মসুচির পাশাপাশি উন্নতি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তাবায়নে সর্বোতভাবে সহায়তা করার জন্য পিকেএসএফ কতৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি এ সহায়তা আব্যাহত থাকবে। ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ফলে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবার গুলো তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছে এবং এর ফলে তাদের আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে তাঁদের অভাব অনটনও কমে আসছে। স

সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প কার্যক্রম ও মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য ও উল্লেখযোগ্য ছবি সন্নিবেশিত করে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট ও সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাসহ প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত ও প্রসংশিত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত থেকে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মীজানুর রহমান
সাধারন সম্পাদক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
ও
সহকারী অধ্যাপক
সৈকত ডিগ্রি কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

# সংস্থার সহকারী পরিচালক'র কথা

মানুষ ও সমাজের কল্যাণকে ব্রত করে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব)। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার অতিদরিদ্র, দরিদ্র , নদী ভাঙ্গা এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া, দূযোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্টির বহুমাত্রিক দরিদ্র্যতা দূর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে ও দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এমনকি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প অত্যন্ত সুনামের সহিত বাস্তবায়ন করেছে। অক্সফাম ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সার্বিক সহযোগিতা ও ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বয়স্ক শিক্ষা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে ।

বর্তমানে সংস্থা ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে মাইক্রো ফাইন্যান্সকে আরো গতিশীল, দরিদ্র মানুষের মানবিক চাহিদা ও মর্যাদা এবং সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য সংস্থা ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য ইনসুরেন্স, পশু ইনসুরেন্স, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্ট্যাফদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র থেকে উত্তরণ এর জন্য উজ্জীবিত কর্মসুচি,ক্ষুদ্রবীমা কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করে স্বাবলম্বী করা এবং সংস্থা মূল কার্যক্রম এর সাথে প্রাণিসম্পদ ইউনিট, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট অত্র অঞ্চলের কৃষকদের টেকনিক্যাল নলেজ এবং ডেমো সাপোর্ট এর মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ এর ব্যাপক উন্নয়ন করে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের বাস্তবতা ও গতিধারা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে এ রকম বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মানব-মর্যদায় প্রতিষ্টিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সমন্বিত মানব উন্নয়ন ধারনার অনুসরণে পরিবার ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষে পিকেএসএফ "সমৃদ্ধি" নামক একটি কর্মসূচি সংস্থার কর্মএলাকা চর এলাহি ইফনিয়নস চর আমান উল্লা ইউনিয়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে। জুলাই/১৪ থেকে এ পর্যন্ত ৪ বছর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে চর এলাহী ইউনিয়নের ভিক্ষক পূণর্বাসন, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা ও এলাকার পরিবেশগত আশাব্যাঞ্জক উন্নতি হচ্ছে। চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নে জুলাই ১০১৮ থেকে সমৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই ২টি ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। এতে প্রবীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন শান্তিময় হবে ও জীবনমানের উন্নতি হবে। পরিবারে তাদের গ্রহণযোগ্যাতা বৃদ্ধি পাবে ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহমর্মিতার মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা সুবর্ণচর ও নোয়াখালী সদর উপজেলায় প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যায়ে সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী সমাবেশ সফলভাবে ঢাকায় অনষ্ঠিত হয়েছে। এসব সৃজনশীল কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রতি বছরের মত সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সকল কার্যক্রম উপস্থাপিত করতে পেরে আমরা খুই আনন্দিত। দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ উত্তোরণের নতুন নতুন পন্থাও আবিস্কৃত হচ্ছে । এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সাগরিকার ভবিষ্যত কর্ম পন্থা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

মো: সাইফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক

# মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব)
# ০২ জানুয়ারি ১৯৩২ইং-০৮ নভেম্বর ১৯৯৫ইং

সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) দরিদ্র পীড়িত ও প্রকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য মৃতের দাফন ও সৎকার করেছেন এবং এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে নি:স্বার্থভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টিম লীডার হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সিপিপি'র গ্রাম ও ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠন ও সফলভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সদস্যদের খুবই আপনজন, প্রিয়ভাজন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সমাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও মুক্তিকামী জনগণকে সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। হক সাহেব তাঁর সমমনা কিছু সঙ্গী সাথী ও কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দদের নিয়ে সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন। দিনভর রাত পর্যন্ত সংস্থার কাজে নিয়োজিত ১৯৮৫ সনের ৮ নভেম্বর রাতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন।

## সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বছরের সেরা সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ক্যাটাগরীতে
# সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার' ২০১৭ এ ভূষিত

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রুহুল মতিনের হাতে পুরস্কারের ট্রপী তুলে দিচ্ছেন মাননীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

সিটি ফাউন্ডেশন এর ১৩তম সিটি এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রতিযোগিতায় বছরের সেরা সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ক্যাটাগরীতে নোয়াখালী জেলার সনামধন্য এনজিও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বিজয়ী হয়েছে। গত ১২ মে ২০১৮ খ্রি: রোজ শনিবার সকাল ১০.৩০ থেকে মধ্যাহ্ন ব্যাপী রাজধানীর সনামধন্য ওয়েস্টিন হোটেল এর গ্র্যান্ড বলরুমে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্ত সংস্থা

ও উদ্যোগী সদস্যবৃন্দের সাফল্য গাঁথা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত আকর্ষনীয় ভিডিও চিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রুহুল মতিনের হাতে পুরস্কারের ট্রপী ও সনদ প্রদান করা হয়। পুরস্কার তুলে দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কারের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারপারসন রোকেয়া আফজাল রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকএনএ বাংলাদেশের কান্ট্রি অফিসার এন. রাজা শেকারান (শেখর), সাজেদা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাহিদা ফিজ্জা কবির, ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ফোরামের নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুল আউয়াল ও সাবেক তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীসহ বিশিষ্ট জনেরা। সংস্থাকে উক্ত প্রতিযোগিতায় সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত ও পুরস্কারে ভূষিত করায় এ্যাওয়ার্ড উপদেষ্টা কমিটির সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ, স্ক্রীনিং কমিটির সকল সম্মানীয় বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী, সিটি ফাউন্ডেশন, সাজেদা ফাউন্ডেশন ও ক্রেডিটঅ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) এর প্রতি সংস্থার পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td> </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>অনুষ্ঠানে ট্রপী ও সনদ গ্রহণ করার পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন</td>
<td>প্রধান অতিথির সাথে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ</td>
<td>ট্রপী ও সনদ পত্র সামনে রেখে অনন্দ উপভোগ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মো: শামসল হক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ</td>
</tr>
</table>

## সূচীপত্র


| ক্রমিক | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ | সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ | |
| ২ | ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | |
| ৩ | সংস্থার নিবন্ধীকরণ তথ্য | |
| ৪ | সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও দাতা সংস্থার তথ্য | |
| ৫ | সংস্থার কর্মএলাকার তথ্য | |
| ৬ | ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (ইএসপি শিক্ষা) | |
| ৭ | চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - IV | |
| ৮ | কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইফনিট | |
| ৯ | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি) | |
| ১০ | সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন) | |
| ১১ | সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর আমান উল্লা ইউনিয়ন) | |
| ১২ | কেজিএফ কর্মসূচি | |
| ১৩ | ভেড়ার জাত উন্নয়ন ও সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প | |
| ১৪ | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন) | |
| ১৫ | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন) | |
| ১৬ | সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি | |
| ১৭ | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার | |
| ১৮ | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা) | |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯ | শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব ও পিকেএসএফ ) | |
| ২০ | মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি | |
| ২১ | গৃহায়ন ঋণ ও সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প | |
| ২২ | সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম | |
| ২৩ | প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি | |
| ২৪ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম | |
| ২৫ | সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র | |
| ২৬ | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন | |
| ২৭ | সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি | |
| ২৮ | নারী ফোরাম | |
| ২৯ | মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম | |
| ৩০ | প্রতিষ্ঠাতা পরিচালিকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন | |
| ৩১ | সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য | |
| ৩২ | বাজেট ব্যয় ও পরবর্তী বছরের বাজেট পরিকল্পনা তথ্য | |
| ৩৩ | সংস্থার সাধারন ও কার্যকরী কমিটি | |
| ৩৪ | সাধারন পরিষদের সম্মানীয় সদস্যবৃন্দের তালিকা | |
| ৩৫ | সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স ব্যালেন্সশীট, কনসোলিডেটেড ব্যালেন্সশীট ও কনসোলিডেটেড ফিক্সড্ এসেটস্ তথ্যশীট ( অডিট ফার্ম রিপোর্ট থেকে) | |
| ৩৬ | সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহ | |
| ৩৭ | নেটওয়ার্কিং | |
| ৩৮ | সংস্থার কন্ট্রাক্ট পারসন | |
| ৩৯ | উপসংহার | |

## দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দৃঢ়করণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS)

### সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত একটি বেসরকারী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকামী প্রতিষ্ঠান। চরাঞ্চলের মানুষের খুবই দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিশিষ্ট সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মোঃ ফজলুল হক (হক সাহেব) দরিদ্রপীড়িত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত অগণিত মানুষের দাফন ও সৎকার করেছেন। রেডক্রিসেন্টের সহায়তার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টীম লীডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক কমিটির সদস্যদের দক্ষতা ও সেবার মান উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। ঘূর্ণীঝড় মহড়া ও বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দুযোর্গ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক নেতা হিসাবে তিনি সকল স্বেচ্ছাসেবকের নিকট গ্রহণী, বন্ধুভাবাপন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ঘূর্ণীঝড় ব্যবস্থাপনায় সিপিপি কর্মসুচির সকল স্তরে একজন দক্ষ স্বেচ্ছাসেবী নেতা হিসাবে তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে

মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও জনগণকে সংগঠিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন।

তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুতে গণশিক্ষা, টিউবওয়েল স্থাপন, স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরন ও স্যানিটারী লেট্রিন স্থাপন, বসতবাড়ি ও রাস্তায় সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় ভূমিহীনদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। ১৯৮৮-৮৯ সনে অক্সফামের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মো: সাইদুর রহমান (রেডক্রিসেন্টে থাকাকালীন পরিচিত)সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি ক্ষুদ্র অনুদান প্রদান করে অক্সফামের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান শুরু করেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে হক সাহেব তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দদের নিয়ে সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৫ সনের ৮ নভেম্বর রাত্রে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে জনাব মো: রুহুল মতিন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

হক সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় বুঝতে পেরেছিলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যতা বিমোচন ও সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর নেতৃত্বে সংস্থা ১৯৯৩ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেব অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঋণ কর্মসুচি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে সংস্থার ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকা সমূহে ঋণ কম্পোন্যান্ট যেমন- জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, লিফ্ট, সুফলন ও কেজিএফ সুফলন এর মাধ্যমে এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধি-আইজিএ, সম্পদসৃষ্টি ও জীবনযাত্রা ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে স্থানীয় বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঋণের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে পিকেএসএফ এর পাশাপাশি সংস্থা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক থেকে ঋণ তহবিল সংগ্রহ করে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে সংস্থা নোয়াখালী জেলার সদর, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, কবিরহাট, বেগমগঞ্জ উপজেলার ৫৪ টি ইউনিয়নে ও ৩টি পৌরসভায় ২৩টি শাখা, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমল নগর ও লক্ষীপুর সদর উপজেলার ৩১টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভায় ৭টি শাখা ও ফেনী জেলার দাগনভূঞা, সোনাগাজী ও ফেনী সদর উপজেলার বর্তমানে ১৪টি ইউনিয়নে ও ৩টি পৌরসভায় ৩টি শাখা সহ মোট ৯৯টি ইউনিয়ন ও ৯টি পৌর সভায় ৩৩টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র-অতিদরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরও ৭টি শাখা বৃদ্ধির মাধ্যমে লক্ষীপুর ও ফেনী জেলায় ঋণ কর্মসূচি আরও বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট ও কার্যক্রম পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হল।

## সংস্থার নিবন্ধন তথ্য :

সংস্থার আইনগত ভিত্তি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধিকরণ নম্বর, নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ ও নিবন্ধিকরণের তারিখ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল:

| নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ | নিবন্ধিকরণ নম্বর | নিবন্ধিকরণের তারিখ |
|---|---|---|
| জেলা সমাজ সেবা , নোয়াখালী | নং- ৪৫৮ নোয়া-৩৪ | তারিখ- ০৮-০১-৮৬ |
| এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা | এফডিও/আর-৩৪৩ | তারিখ -২৮-০১-৯০ |
| যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নোয়াখালী | যুউঅ/নোয়া/সদর-০৪ | তারিখ-১১-০১-৯৪ |
| এফএনবি | ৫৯ | তারিখ-৩১ মার্চ/২০০৮ |
| মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি | ০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭ | তারিখ -১৫-০১-০৮ |
| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাইরেক্টরেট্ জেনারেল অব হেল্থ সার্ভিসেস (ডি,জি,এইচ,এস) | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাইসেন্স নং-১০৬৫৯ | তারিখ -০১.১১.২০১৭ |
| ইউরোপীয়ান এইড আইডি নম্বর | বিডি-২০১০-জিপিপি ০৫০১৬৩৮১১৪ | তারিখ -১১-০১-২০১০ |
| ভ্যাট রেজি: নম্বর | ২০৯১০৯৪৬৭৪ | তারিখ -১৩-০৫-২০০৮ |
| টিন | ৩৯৫৩০০১৩৩৯ | ২০০৮-২০০৯ |

**সংস্থার কর্মএলাকার তথ্যঃ**

| জেলা | উপজেলা | শাখার সংখ্যা | ইউনিয়ন সংখ্যা | পৌরসভা সংখ্যা | উ: ভোগী পরিবার সংখ্যা | সমিতি সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নোয়াখালী | সুবর্ণচর | ৯ | ৮ | ০ | ১৮৪৭৪ | ৭২৩ |
| | হাতিয়া | ৪ | ২ | ০ | **১১৫১৩** | **৪৫৯** |
| | নোয়াখালী সদর | ৩ | ১৩ | ১ | **৫০৬১** | **২২৯** |
| | কোম্পানীগঞ্জ | ৩ | ১১ | ১ | ৪৭৩৮ | ২৩৮ |
| | কবির হাট | ১ | ৪ | ০ | ১৬৯৯ | ৬৫ |
| | বেগমগঞ্জ | ২ | ১১ | ০ | ২৩৩৩ | ১৩৩ |
| | সেনবাগ | ১ | ৫ | ১ | ৩৯৯ | ৩০ |
| মোট | ৭ | ২৩ | ৫৪ | ৩ | ৪৪২১৭ | ১৮৭৭ |
| লক্ষীপুর | রামগতি | ২ | ৭ | ১ | ৩৬৬৬ | ১৫৫ |
| | কমলনগর | ১ | ৬ | ০ | ১৯৮৩ | ৭৫ |
| | লক্ষীপুর | ২ | ১৩ | ১ | ১৫৭৬ | ১০৬ |
| | রায়পুর | ২ | ৫ | ১ | ৩৪০ | ৩৩ |
| মোট | ৪ | ৭ | ৩১ | ৩ | ৭৫৬৫ | ৩৬৯ |
| ফেনী | দাগনভূঞা | ১ | ৮ | ১ | ১৬১১ | ৮২ |
| | সোনাগাজী | ১ | ৪ | ১ | ৪৫০ | ৩১ |
| | ফেনী | ১ | ২ | ১ | ১০২ | ১৪ |
| | ৩ | ৩ | ১৪ | ৩ | ২১৬৩ | ১২৭ |
| | ১৪ | ৩৩ | ৯৯ | ৯ | ৫৩৯৪৫ | ২৩৭৩ |

**সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও দাতা সংস্থার তথ্যঃ**

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল (শুরু এবং শেষ তাং) | উপকারভোগী সংখ্যা, ধরন ও কর্মএলাকা | দাতা সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|---|
| ১. | শিক্ষা সহায়তা কর্মসুচি (ESP) | ১৯৯৮ সন- চলমান | ১৮১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী, সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাকায় | ব্র্যাক ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ২. | সিডিএসপি-৪ সামাজিক ও জীবিকায়ন সহায়তা কম্পোন্যান্ট প্রকল্প | ১ ডিসেম্বর'২০১১ সন- ২৮ ফেব্রুয়ারী '২০১৭ | হাতিয়া উপজেলার চরনাঙ্গলিয়া, নলের চর, কেরিংচর | নেদারল্যান্ডস সরকার, ইফাদ (IFAD) ও বাংলাদেশ সরকার |
| ৩. | কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট | ১ নভেম্বর, ২০১৩খ্রি: - চলমান কর্মসুচি | ৪৯১৯ পরিবার, ৫টি ইউনিয়ন (চরবাটা, চরক্লার্ক, চর আমানউল্যা, পূর্ব চরবাটা ও চরজুবলী) | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৪. | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসুচি (ইউপিপি) | ২ নভেম্বর ২০১৩- ৩০ এপ্রিল'২০১৯ | ৫১০০ পরিবার, নোয়াখালী জেলার ৬ টি উপজেলা (নোয়াখালী জেলার সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, | ইউরোপীয় ইউনিয়ন(ই,ইউ) এর অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | সুবর্ণচর, হাতিয়া এবং লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলা ) | |
| ৫. | সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন) | আগষ্ট ২০১৪ খ্রিঃ- চলমান | ৬৯৫২ পরিবার | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৬. | সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর আমান উল্লা ইউনিয়ন) | ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ- চলমান | ৫৫৯১ পরিবার | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৭. | কেজিএফ প্রোগ্রাম | জুলাই২০১৫- চলমান | ৯৭৩৯ পরিবার, ৬ ইউনিয়ন (চরবাটা, চর জুবিলী, চর আমানউল্যা, পূর্ব চরবাটা, চর ওয়াপদা, চরক্লার্ক) | Kuwait Goodwill Fund ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৮. | ভেড়ার জাত উন্নয়ন ও সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প | জুলাই-২০১৭- জুন'২০২০ | ২২৯৮ পরিবার, চরবাটা, চর আমানউল্যা, পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের ১৬টি গ্রাম | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ৯. | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন) | জুলাই-২০১৭- চলমান | ১৬২০ জন প্রবীণ, | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১০. | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন) | জুলাই,২০১৮ইং চলমান | ১৪২১ জন প্রবীণ, | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১১. | সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি | জুলাই-২০১৭- চলমান | সুবর্ণচর ও নোয়াখালী সদর উপজেলার প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১২. | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ১ জুন'২০১১খ্রিঃ- চলমান | সুবর্ণচর , বয়ারচর ও নাঙ্গলিয়ারচর | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ১৩. | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা) | ১ জানুয়ারি '২০১৪খ্রিঃ- চলমান | চরবাটা, পূর্বচরবাটা, ধানসিঁড়ি, চরআফজল ইউনিয়ন | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ১৪. | শিক্ষা বৃত্তি কর্মসুচি | ২০১৩- চলমান | নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার সমগ্র কর্মএলাকা | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১৫. | মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসুচি | ১৯৯৩ সন- চলমান | নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার সমগ্র কর্মএলাকা | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) |
| ১৬. | গৃহায়ন ও সবার জন্য বাসস্থান কর্মসূচি | ২০১৬ সন- চলমান | সুবর্ণচর ও রামগতি উপজেলায় ১৪১ পরিবার | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ১৭. | সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম | নভেম্ববর ২০০৮ সালু চলমান | মাইক্রো ফাইন্যান্স ও সকল প্রকল্প/কর্মসুচি | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে |
| ১৮ | প্রশিক্ষণ ভেন্যু সুবিধাদি | জুন ২০১২খ্রিঃ- চলমান | আবাসিক ১ ব্যাচ (২৫-৩৫ জন) ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ১৯. | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম | ১৯৮৫ সন - চলমান | নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল সমূহ | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ২০. | সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র | ১৯৯৪- চলমান | সুবর্ণচর উপজেলা | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ২১. | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস | প্রতিষ্ঠাকাল থেকে- | সমগ্র কর্মএলাকা | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | পালন | চলমান | | |
| ২২. | সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি | জানুয়ারী ২০১৩-চলমান | সুবর্ণচর উপজেলা | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |
| ২৩ | নারী ফোরাম | ২০০০ সনু চলমান | সংস্থার স্টাফ | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে |

## ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী (ইএসপি শিক্ষা) :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা গ্রামীণ ও উপকূলীয় চর এলাকায় ১৯৯৭খ্রিঃ সন থেকে ব্র্যাকের ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু বিশেষ করে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ কল্পে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সংস্থা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ১৬টি স্কুল, ৩য় শ্রেণির ১৫টি স্কুল সম্পূর্ণ ফ্রি (ফিলানথ্রোপী স্কুল) ও ১৫টি স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক টিউশন-ফি, ৫ম শ্রেণির ১৫টি স্কুলসহ ৬১ টি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৬১ জন শিক্ষিকা, ৩ জন কর্মসূচি সংগঠক (পিও), ১জন সুপারভাইজার ও ১ জন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে প্রোগ্রাম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ব্র্যাক পর্যায় থেকে ব্র্যাক এ্যারিয়া ম্যানেজার নিয়মিত প্রোগ্রাম তত্ত্বাবধান করছেন। ব্র্যাক রিজিওনাল ম্যানেজার প্রোগ্রাম ভিজিট করেছেন। কর্মসূচীর আর্থিক কার্যক্রম সংস্থার ১জন হিসাবরক্ষক তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছে। কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যয়ের মাসিক ও স্মানমাসিক প্রতিবেদন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও ব্র্যাক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়।

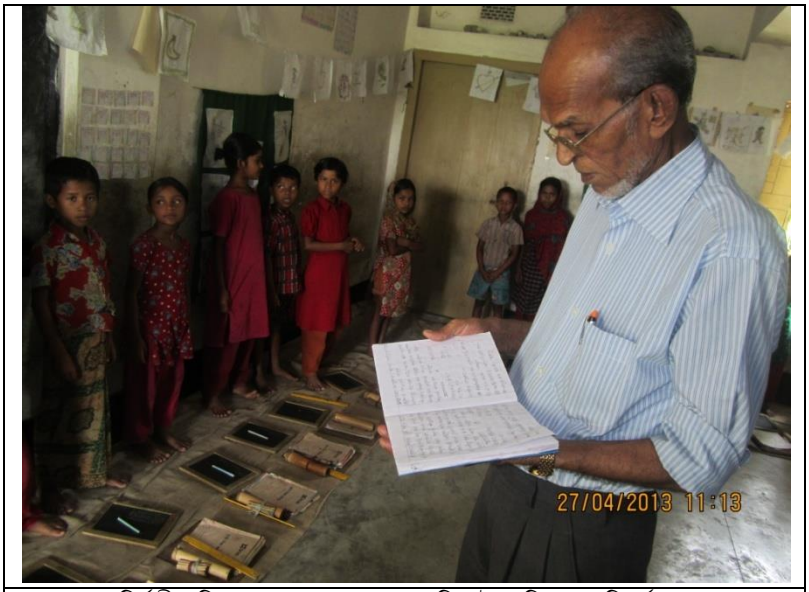

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন ইএসপি স্কুল পরিদর্শন করছেন।

কর্মসূচীর শুরু থেকে ২০১২ খ্রিঃ সন পর্যন্ত সংস্থা সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত দুর্গম চর এলাকায় এই শিক্ষা কর্মসূচিতে মোট ৯১টি শিক্ষা কোর্স সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। তখনকার কোর্স সমাপ্তিকাল অনুযায়ী ৭২৬ জন ছেলে ও ২০০৪ জন মেয়েসহ সর্বমোট ২৭৩০ জন ছেলে-মেয়ে তৃতীয় শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা সরকারি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে যাদের মধ্যে অনেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত রয়েছে। অনেকে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের জীবনকে বর্তমানে সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে। বর্তমানে ৫ম শ্রেণি সমাপণী পরীক্ষার মাধ্যমে কোর্স সমাপ্ত হচ্ছে। ১ ব্যাচ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সও সমাপ্ত হয়েছে। যার তথ্য নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

৩য় শ্রেণীর একটি স্কুল

৩য় শ্রেণির একজন ছাত্রের বোর্ড লিখন

## চলমান স্কুল, শ্রেণি ও ছাত্র-ছাত্রী তথ্য :

প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছেলে-৮/১০ জন ও মেয়ে- ২০ জন সহ মোট ৩০ জন রয়েছে। বর্তমানে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের ১৮১৩ জন ছেলে-মেয়ে চলমান বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করছে। নিম্নে সারণীতে সংস্থার শ্রেণি অনুযায়ী চলমান স্কুলের তথ্য প্রদান করা হল। সুবর্ণচর উপজেলার পূর্বচরবাটা, চর আমানুল্যা, চরবাটা, চরজুবলী, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন, হাতিয়া উপজেলার হরণী ও চানন্দী ইউনিয়ন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাহী ইউনিয়নে পরিচালিত স্কুলের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল।

| ক্রমিক | উপজেলা | ইউনিয়ন সংখ্যা | স্কুল সংখ্যা | | | | | | | | প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৫ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | প্রাক-প্রা: শ্রেণি | মোট | ৫ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির | মোট | |
| ১ | সুবর্ণচর | ৬ | ১৩ | ১৬ | ১২ | ৪১ | ৪১৪ | ৪৭৫ | ৩৩৬ | ১২২৫ | ৩০ (১:২) |
| ২ | হাতিয়া | ২ | ২ | ১২ | ৪ | ১৮ | ৬৬ | ৩৫০ | ১১২ | ৫২৮ | |
| ৩ | কোম্পানী-গঞ্জ | ১ | - | ২ | - | ২ | - | ৬০ | - | ৬০ | |
| সর্ব-মোট | ৩ | ৯ | ১৫ | ৩০ | ১৬ | ৬১ | ৪৮০ | ৮৮৫ | ৪৪৮ | ১৮১৩ | |

## কোর্স সমাপ্ত ও সমাপণী পরীক্ষার ফলাফল তথ্য :

সংস্থার উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ২০১৪ সন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষার গুণগতদিক থেকে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জিত হয়েছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার পরিচালিত স্কুলের ফলাফলের সন ভিত্তিক সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হল।

| পরীক্ষার সন | কোর্সের নাম | উপজেলা | স্কুল সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশ: ছাত্র-ছাত্রী | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা | | | জিপিএ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি |
| ২০১৪ | ৫ম শ্রেণি | সুবর্ণচর | ১০ | ২৫১ | ২৫১ | ৭২ | ১৭৯ | ১ | ১০৭ | ৯৮ | ৪৪ | ১ | ০ |
| ২০১৫ | ৫ম শ্রেণি | সুবর্ণচর | ৫ | ১২৪ | ১২৪ | ৩৫ | ৮৯ | ০ | ০ | ২ | ২৬ | ৭৬ | ২০ |
| | | হাতিয়া | ৫ | ১১৫ | ১১৫ | ২৯ | ৮৬ | ০ | ২৬ | ৩৬ | ২৭ | ২৬ | ০ |
| | | মোট | ১০ | ২৩৯ | ২৩৯ | ৬৪ | ১৭৫ | ০ | ২৬ | ৩৮ | ৫৩ | ১০২ | ২০ |
| ২০১৬ | ৫ম শ্রেণি | সুবর্ণচর | ৯ | ২২৮ | ২২৫ | ৬৭ | ১৫৮ | ০ | ৬ | ২৫ | ৫৯ | ১১৩ | ২৩ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | হাতিয়া | ৩ | ৭১ | ৭১ | ৩১ | ৪০ | ০ | ৩ | ১০ | ২২ | ৩১ | ৫ |
| | | কোম্পানীগঞ্জ | ২ | ৫৭ | ৫৭ | ১৭ | ৪০ | ০ | ৩ | ৩ | ৬ | ৩৬ | ৮ |
| | | মোট | ১৪ | ৩৫৬ | ৩৫৩ | ১১৫ | ২৩৮ | ০ | ১২ | ৩৮ | ৮৭ | ১৮০ | ৩৬ |
| ৫ম শ্রেণি সর্বমোট | | | ৩৪ | ৮৪৬ | ৮৪৩ | ২৫১ | ৫৯২ | ১ | ১৪৫ | ১৭৪ | ১৮৪ | ২৮৩ | ৫৬ |
| ২০১৬ | প্রাক-প্রাথমিক | সুবর্ণচর | ২১ | ৬৩০ | ৬৩০ | ২২৫ | ৪০৫ | - | - | - | - | - | - |
| | | হাতিয়া | ৯ | ২৭০ | ২৭০ | ৮৬ | ১৮৪ | - | - | - | - | - | - |
| | | কোম্পানীগঞ্জ | ৩ | ৯০ | ৯০ | ৩১ | ৫৯ | - | - | - | - | - | - |
| | | মোট | ৩৩ | ৯৯০ | ৯৯০ | ৩৪২ | ৬৪৮ | - | - | - | - | - | - |

প্রাক-প্রাথমিক একটি শ্রেণি

৫ম শ্রেণির মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে

## প্রকল্প : চর উন্নয়ন ও বসতিস্থাপন প্রকল্প - ৪

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প নোয়াখালী জেলার চর উন্নয়নে ১৯৯২সাল থেকে অদ্যবদি কাজ করে আসছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯২ সাল থেকেই পার্টনার হিসাবে কাজ করে আসছে। সংস্থা সিডিএসপি-১,২,৩ প্রকল্প অত্যন্ত সফলতা ও সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করেছে। চর উন্নয়ন ও বসতিস্থাপন স্থাপন প্রকল্প - ৪ এর কার্যক্রম ১ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিঃ থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্প এলাকার জনসাধারনের জীবনমান উন্নয়নে সংস্থার জনতাবাজার , আল-আমিন বাজার ও হাসিনা বাজার শাখার আওতাধীন কর্মএলাকায় প্রকল্পের পরিকল্পনানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১ জুলাই'২০১৭ থেকে প্রকল্পের মেয়াদ পর্যন্ত (৩১ ডিসেম্বর'২০১৭) ৬ মাসের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ক্রমপুঞ্জিভুত কার্যক্রম এর তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে।

### প্রকল্প কর্মএলাকা ও উপকারভোগী তথ্য:

সিডিএসপি-৪ প্রকল্পে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া উপজেলার ২ নং চানন্দী ইউনিয়নে হাসিনা বাজার শাখায় ৫ টি, আল-আমীন বাজার শাখায় ১২ টি এবং জনতা বাজার শাখায় ১০ টি গ্রামসহ মোট ২৭ টি গ্রামের ৭১৩৮ টি পরিবার সংস্থার উপকারভোগী পরিবার হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়। সংস্থার উপকারভোগী পরিবারের বর্তমান জনসংখ্যা পুরুষ ১৮৪৪১ জন ও নারী ১৭৮৫১ জনসহ মোট ৩৬৬৯২ জন। উপকারভোগীদের মধ্যে অধিকাংশই নদীভাঙ্গা হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার । অধিকাংশ পরিবার কৃষি, মৎস্য জীবি ও দিনমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে।

| ক্রমিক | জেলার নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়ন নাম | গ্রামের সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ০১ | নোয়াখালী | হাতিয়া | ২ নং চানোন্দি | ২৭ | ৭১৩৮ | ১৮৪৪১ | ১৭৮৫১ | ৩৬৬৯২ |

### প্রকল্পের সুনির্দ্দিষ্ট কার্যক্রম সমূহ :

- দলগঠন, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা এবং সক্ষমতাবৃদ্ধি
- কৃষি ও ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট

- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
- ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন
- আইন ও মানবাধিকার
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন
- প্রাণি সম্পদ কর্মসূচি
- মৎস্য কর্মসূচি

## প্রকল্প কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন চিত্র :

## প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের শুরু থেকেই সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উপকারভোগীদের বসত বাড়ির আঙ্গিনায় শাকসবজীর চাষ, হাঁসমুরগী পালন, গরুমোটাতাজাকরণ, গাভী পালন ও ছাগল পালন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সদস্যগণ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি চাষ, ৭টি মৌলিক আইন বিষয়ে ২২ দিনের ও ০৫ দিনের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ, গ্রাম্য ডাক্তারদের রোগ প্রতিরোধক সেবার মৌলিক কোর্স, টিউবওয়েল কেয়ারটেকার ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন বিষয়ক, উন্নত চুলা তৈরির, দূর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষণের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারনা অর্জিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে ও কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| এক মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণের সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রকল্পের ডেপুটি টিম লিডার জনাব মোঃ বজলুল করিম ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল মতিন । | এক মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষনের পর সদস্যদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হচ্ছে। | প্রশিক্ষণ শেষে এক সদস্য বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করছে। তার মেয়ে সেলাই কাজে সহযোগিতা করছে। |

## সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম :

সি ডি এস পি-৪ প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পে এ বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়েছে । প্রকল্প এলাকার নলের চর ও চর নাঙ্গলীয়াতে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন, দূর্যোগ প্রশমন দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, শিশু অধিকার দিবস, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি দিবস সমূহ উদ্‌যাপনে এ পর্যন্ত স্থানীয় প্রায় ২২,৯৫০ জন উপকারভোগী নারী-পুরুষ ও স্কুলের ছেলে মেয়ে র‍্যালীতে এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে চর অঞ্চলের নারী-শিশুদের মাঝে এর উৎসাহ উদ্দীপনা ব্যাপক। এর ফলে নারীদের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ, সরকারী সুবিধা, সভা-সমিতি ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কমিটিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বর্হিগমনের ক্ষেত্র/হার বাড়ছে, তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়েছে , ক্ষমতায়ন হয়েছে । সর্বোপরি তাদের সামাজিক মান-মর্যাদা, আত্মসচেতনতা ও আর্থিকভাবে সক্ষমতা বেড়েছে ।

## দল গঠন, মাইক্রো ফাইন্যান্স ও সাংগঠনিক উন্নয়ন কার্যক্রম :

প্রকল্পের শুরুতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের ২৩১টি দলে ৬৮৩৬ জন সদস্য ভর্তি হয়েছে । এই দল গুলিতে ক্রেডিট কর্মী ও সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মী সাপ্তাহিক সভাতে সমন্বিতভাবে যাবতীয় কাজ করে। সঞ্চয় আদায়, ঋণ বিতরণের রেজুলেশন গ্রহণ, সদস্যকর্তৃক ঋণের কিস্তি পরিশোধ, প্রকল্পের বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের উপর আলোচনা সহ প্রকল্পের ৮টি কম্পোন্যান্টের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ঋণ গ্রহণের ফলে সদস্যরা বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আয় বৃদ্ধি করছে। ঋণ কর্মসূচির ফলে এলাকার জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছর ছয় মাসে দুটি শাখার মাধ্যমে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৭৩৪ জন সদস্যর মধ্যে ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

## স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম :

প্রকল্পের শুরুর দিকে চরাঞ্চলের মানুষের কিনে খাওয়ার সামর্থ ও সুযোগ না থাকায় সংস্থার প্রকল্প এলাকার ৭১৩৮টি পরিবারের মধ্যে খাবার স্যালাইন (ওআর এস) , কৃমির ট্যাবলেট এবং পুষ্টিকণা (৬ মাস থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুর জন্য) বিতরণ করা হয়ছে। প্যাকেট স্যালাইন, ঘরে বসে তৈরী ওর স্যালাইন ও হাইজিন বিষয়ক মোটিভেশনে অভ্যাস হওয়ার ফলে উপকারভোগী পরিবারে ডায়রিয়ার প্রকোপ অনেক কমে এসেছে।

ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকে একজন উপকারভোগী স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছে।

স্থায়ী স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকে একজন উপকারভোগী স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছে।

স্বাস্থ্য কর্মী সদস্যকে জন্মবিরতিকরণ পিল দিয়ে খাওয়ার নিয়ম বলে দিচ্ছেন।

সংস্থার কর্মএলাকার গর্ভবতী, প্রসূতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থের উন্নয়নে ৪৫ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রী প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান করছে । এছাড়াও শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা, টিকাদান, জন্ম-নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি, সাধারন রোগসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা দেওয়ার জন্যে গত ছয় মাসে ছিল ২ টি স্টাটিক ক্লিনিক, ০২ জন সহকারি মেডিকেল অফিসার ও ০৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী। স্টাটিক ক্লিনিক সমূহে সার্বক্ষণিক সহকারি মেডিকেল অফিসার চর এলাকার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে । স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ফলে মাতৃ-মৃতু ও নবজাতকের মৃতু হার অনেক কমেছে পাশাপাশি সাধারণ জনগনের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমেছে ফলে তারা আর্থিকভাবে সাবলম্বি হচ্ছে। চলতি বছর স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক থেকে ২৩৪০ জন রোগি সেবা নিয়েছে। এছাড়াও চলতি বছরে পুষ্টিমান ঠিক রাখার জন্য রান্নার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৩২০ জনকে। চলতি অর্থবছরে ৫৪৪৭ প্যাকেট জন্মবিরতিকরণ পিল ও ৬৩২ টি জন্ম বিরতিকরণ ইনজেকশন প্রদান করা হয়েছে এ পর্যন্ত ১২৬৮৩৮ প্যাকেট জন্মবিরতিকরণ পিল ও ৩৬০০টি জন্মবিরতিকরণ ইনজেকশন প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগিরা অভ্যস্ত হওয়ায় তারা এখন নিজেরা কিনে জন্ম বিরতিকরণ পিল ও ইনজেকশন ব্যবহার করছেন।

খাদ্যের পুষ্টিমান ঠিক রেখে রান্নার প্রক্রিয়াকরণ ও রান্না বিষায়ক প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন প্রকল্পের এনজিও সমন্বয়কারী জনাব মোঃ হান্নান মোল্যা।

খাদ্যের পুষ্টিমান ঠিক রেখে রান্নার প্রক্রিয়াকরণ ও রান্না বিষায়ক প্রশিক্ষণের প্রাকটিক্যাল সেশন পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল সহকারী ও স্বাস্থ্য সহায়তাকারী।

## নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে গভীর নলকূপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন :

প্রকল্পের শুরু থেকে নিরাপদ পানির সুলভ্যতা নিশ্চিতকরণে গভীর নলকূপ ও অন্যান্য নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী ডিপিএইচই এর মাধ্যমে বর্তমানে ১০০% পরিবার নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছে। বর্তমানে টিউবওয়েল গুলো সচল আছে ও উপকারভোগীগণ পরিবারের সকল কাজে

বর্তমানে টিউবওয়েলের নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে। প্রকল্পে চলতি বছর ছয় মাসে ৪৫ টি এবং এ পর্যন্ত ৩৪৯ টি পারিবারিক গভির নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে।

সমিতির সভায় লেট্রিন স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার সম্পর্কে লেট্রিন প্রাপ্ত উপকারভোগী সদস্যদের সচেতন করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্য সচেতনভাবে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহার করছে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকার ১০০% উপকারভোগী পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় আসছে । এই কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জনগণের হাইজিন পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| প্রকল্পের স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে সদস্যরা পানি নিচ্ছেন। | প্রকল্পের স্বাস্থ্য সম্মত জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহার ও হাইজেনিং বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা। | প্রকল্পের থেকে প্রদত্ত স্বাস্থ্য সম্মত জলাবদ্ধ পায়খানা । |

## কৃষি ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

কৃষি হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি তাই কৃষির উন্নয়নে প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতির মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, উন্নতমানের বীজ চিহ্নিতকরণ, নার্সারী ও বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জী চাষসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে। ভার্মী কম্পোষ্ট এর মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে ২৮৮জন কেঁচো সার উৎপাদন করে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করছে। উপকারভোগী পরিবারে আধুনিক প্রক্রিয়ায় বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষাবাদ করছে, যা ঐ পরিবার গুলির পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করছে। উন্নত বীজ ও আধুনিক চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কৃষকের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভ্যালুচেইন কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৬ টি দল গঠন করা হয়েছে প্রতি দলে ২৫ জন করে মোট ১৫০ জন সদস্য রয়েছে যার মধ্যে ৩০ জন মার্কেট এ্যাকটর এবং ১২০ জন উৎপাদনকারী, দলের মার্কেট এ্যকটররা সকলের থেকে তাদের উৎপাদিত সবজি সংগ্রহ করে বাহিরের মার্কেট গুলিতে প্রেরণ করে ফলে উৎপাদনকারী সদস্যরা তাদের উৎপাদিত ফসলে ন্যায্য মূল্য পায়। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্প এলাকা থেকে মার্কেট এ্যকটরদের মাধ্যমে ভূমিহীন বাজার, কালাদুর বাজার ও থানারহাট বাজার হতে ২৮৫৯ টন সবজি ( বাংলা সীম, বরবটি, শশা, করলা, ঝিংগা, সিসিংগা, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, লাউ) বাহিরের সোনাপুর, মাইজদী, চৌমুহনী, ফেনী, রাজধানী ঢাকা ও চট্রগ্রামের মার্কেট গুলিতে বাজারজাত করা হয়েছে।

## আইন ও মানবাধিকার সহায়তামূলক কার্যক্রম :

চরাঞ্চলের জনগণের মাঝে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নারীদের মাঝে ৭ টি জাতীয় মৌলিক আইন শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের ২২ দিন মেয়াদী ক্লাস করানো হয়েছে। এই কার্যক্রমে নারীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আইন ক্লাস পরিচালনার ফলে ভূমি, ফৌজদারী, মুসলিম পারিবারিক. মুসলিম উত্তরাধিকার, হিন্দু পারিবারিক, হিন্দু উত্তরাধিকার ও সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে সমিতির সদস্যগণ সচেতন হয়েছে। এছাড়াও বাল্য বিবাহ , শিশু ও নারী নির্যতন , যৌতুক, বহুবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে উক্ত এলাকায় উক্ত সমস্যাগুলো অনেকাংশে কমে গিয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| প্রকল্পের প্রদত্ত ভার্মিকম্পোষ্ট প্রদর্শণী হতে সদস্য ভার্মি কম্পোষ্ট সংগ্রহ করছেন | প্রকল্পের প্রদত্ত ফুলকফির প্রদর্শণী প্লোট থেকে সদস্য ফুলকফি তুলছেন | ইউপি সদস্য, ইমাম, স্কুলের শিক্ষক ও স্থানিয় গন্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন |

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমঃ

নোয়াখালী বাংলাদেশের মধ্যে একটি প্রকৃতিক দূর্যোগ পূর্ণ জেলা তাই এই অঞ্চলের জনগণের মাঝে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতার বৃদ্ধি ও পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনটি চরে ৪৫০ জন সামর্থবান নারীদের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । তারা প্রতিটি সাপ্তাহিক দলীয় সভায় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল বিষয়ে আলোচনা করে সদস্যদের সচেতনতা সৃষ্টি করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১১৭ পরিবারকে ঘর শক্তকরণ উপকরণ ও ১১৭ পরিবারকে ভিটি উচুকরণ এর সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬০ জন নির্বাচিত উপকারভোগীকে উন্নত চুলা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চর এলাকায় উন্নত চুলার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যাহা পরিবেশ দুষোন কমাতে ভূমিকা রাখছে।

## প্রাণি সম্পদ কর্মসূচি :

চর এলাকায় হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ পালন কারর প্রবনতা অনেক বেশি কিন্তু এখানে কোন সরকারী বা বেসরকারী পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নেই ফলে প্রতি বছর অনেক হঁস মুরগী ও গরু ছাগল মারা যায়। সদস্যদের সমস্যা কথা বিবেচনা করে অক্টোবর, ২০১৪ সাল থেকে প্রাণি সম্পদ কর্মসূচির কাজ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় পোলট্রি ওয়ারকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাঁস মুরগীর ভেকসিনেশান শুরু করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে দুই জনকে প্যারাভেটের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ২৫৯৩২ টি হাঁস মুরগীকে এবং ১৮৩৪ টি গরুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে এপর্যন্ত ৯৫৩৫৫ টি হাঁস মুরগীকে এবং ১২২৬৩ টি গরুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প থেকে পোল্ট্রি ভ্যাকসিনেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং প্যারাভেটদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তারা প্রকল্প শেষেও উক্ত এলাকায় তাদের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২ জন প্যারাভেট আছে যারা এখন মাসে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় করে।

## মৎস্য সম্পদ কর্মসুচিঃ

প্রকল্প এলাকায় প্রায় প্রতি বাড়িতেই পুকুর রয়েছে যেখানে বর্ষাকালে এবং কিছু কিছু পুকুরে সারা বছর মাছ চাষ করে কিন্তু সদস্যদের মাছ চাষ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় তারা ভাল সুফল পাচ্ছে না । সদস্যদের সমস্যা কথা বিবেচনা করে অক্টোবর, ২০১৪ সালে মৎস্য সম্পদ কর্মসূচির কাজ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ১২০ জন চাষিকে প্রত্যেককে ৫০০০ করে মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ জন সদস্যকে মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২০৬ জন সদস্যকে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ এবং ৩২ জন সদস্যকে পোনা উৎপাদনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার ফলে তাদের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সদ্যদের ঘরের ভিটা উচু করে দেওয়া হয়েছে। | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্যারাভেট গরুর ভ্যাকসিন দিচ্ছে। | মৎস্য কর্মকর্তা মাছ চাষের উপর আইজিএ প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। |

## দাতা সংস্থার মিশন টিম ভিজিট:

এই বছর ইফাদের মিশন ভিজিট টিম আল আমিন বাজার শাখা ও জনতা বাজার শাখার কার্যক্রম ভিজিট করেন। প্রথম দিন আল আমিন বাজার শাখায় ক্রেডিট গ্রুপ ভিজিট করেন সেখানে সদস্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন বিশেষ করে আইজিএ তথ্য। এর পর ফুড প্রোসেসিং এন্ড কুকিং, স্বাস্থ্য সভা ও স্টাটিক ক্লিনিক, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কেইচ স্টাডি পরিদর্শন করেন। মিশন টিম জনতা বাজার এলাকায় ভার্টিক্যাল গারডেন, রেইন ওটার হারভেসটিং ট্যাংক, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শণী, মাছের প্রদর্শণী, আদর্শ মুরগীর খামার প্রদর্শণী, এবং সফল মহিলা উদ্যোগতা পরিদর্শণ করেন। পরিদর্শন কালে সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। তারা সদস্যদের কাছে জানতে চান তারা প্রকল্পো থেকে কি ধরনের সেবা পেয়ে থাকেন ও কোন সমস্যা আছে কিনা এবং আর কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দরকার। সদস্যদের সাথে আলোচনা করে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও আগামী জানুয়ারী-২০১৮ সাল থেকে ৩ বছরের জন্য ব্রিজিং পিরিওড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| সংস্থার প্রকল্প কর্মএলাকায় ইফাদ মিশন টিমের সদস্যরা পরিদর্শন করছেন। | ডেপুটি টিম লিডার সিটিএফ ট্রেনিং পরিদর্শন করছেন। |

## প্রকল্প: কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

## ভূমিকা ও সার সংক্ষেপ:

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় 'কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট'এর কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ ইং হতে শুরু হয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এর নাম পরিবর্তন করে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট করা হয়। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো পৌঁছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ইউনিট সমূহ গঠন করা হয়। বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ( পিকেএসএফ ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় কৃষি বিষয়ক

বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচির শুরু থেকে এ ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার সংস্থার ২টি শাখার কর্মএলাকায় সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে সদস্যদের বাৎসরিক বাড়তি আয়েরও সুযোগ হচ্ছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ( পিকেএসএফ ) এর দিকনির্দেশনা ও আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্প কার্যক্রম চরবাটা ও চরমহিউদ্দিন এই ২টি শাখা মাধ্যমে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। যার মধ্যে কৃষি ইউনিটের আওতায়, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার , বিষমুক্ত উপায়ে সবজি উৎপাদনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন, মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন, বসতবাড়িতে শাকসবজী ও ফলমূল উৎপাদন, ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন, গ্রীষ্মকালীন তরমুজ/টমেটো চাষ, জমির আ্ইলে সবজি উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন, ক্রপিং প্যাটার্ন প্রদর্শনী, কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে সবজি/ফলের চারা উৎপাদন, বিষমুক্ত ফসল উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব ব্যাগিং প্রযুক্তি, কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র, মাঠ দিবস, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায়, কার্প-মলা মিশ্র চাষ, কার্প-গলদা চিংড়ী মিশ্র চাষ, দেশী শিং/মাগুর-পাবদা-কার্প মিশ্র চাষ, দেশী কৈ/ভিয়েতনাম কৈ-কার্প মিশ্র চাষ, কুচিয়া চাষ/মোটাতাজাকরণ, কার্প ফ্যাটেনিং/ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, রাক্ষুসে মাছের মিশ্র চাষ, ভিয়েতনাম পাঙ্গাস ও কার্প মিশ্র চাষ, ভেটকি-পারশে-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ, নার্সারী পুকুর/মাছের পোনার ব্যবসা, পন্ড ডাইক গ্রীনিং, উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমন, পোনা অবমুক্তকরন, কেঁচো সার খামার স্থাপন প্রদর্শনী, উন্নত বা সংকর জাতের গাভী পালন প্রদর্শনী, মাচা পদ্ধতিতে দেশী জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন (দরিদ্র), গরু মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী, টার্কি, ব্রয়লার, লেয়ার, হাঁস, পাঠা পালন প্রদর্শনী, হাইড্রোফনিক ফডার, খামার দিবস, প্রশিক্ষন ও বিভিন্ন ধরনের টিকা এবং বিভিন্ন উপকরন প্রদান করা হয়।

**কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর বিবরণ :**

| জেলা | উপজেলা | শাখারনাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| নোয়াখালী | সুবর্ণচর | চরবাটা শাখা | ২ নং চরবাটা, ৩নং চরক্লার্ক , ৬ নং চর আমানউল্যা ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা। | চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, শিবচরণ, চর মজিদ , চরক্লার্ক, নোয়াপাড়া, হাজীপুর, পূর্ব চরবাটা | ২২৮৬ জন |
| | | চর মহিউদ্দিন শাখা | চরজুবলী | চরবাগ্গা, চরমজিদ, গ্লোব বাজার | ২৬৩৩ জন |
| ০১ | ০১ | ০২ | ০৫ | ১১ | ৪৯১৯ |

**প্রতিবেদন বছরে পরিচালিত প্রধানতম কার্যক্রম সমূহ:**

| | |
|---|---|
| **কৃষি প্রযুক্তি কার্যক্রম** | **ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ, উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষ।** |
| | **বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ, ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল।** |
| | **ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার, মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন, নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও GAP ।** |
| **মৎস্য প্রযুক্তি কার্যক্রম** | কার্প-মলা, কাপ-গলদা, কার্প ফ্যাটেনিং মাছের মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ |
| | রাক্ষুসে মাছ, দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-কার্প , দেশি কৈ/ভিয়েতনাম কৈ-কার্প ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ |
| | কুচিয়া চাষ/ মোটাতাজাকরণ, ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড় সবুজায়ন প্রদর্শনী |
| | মৎস্য প্রযুক্তি প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ ও পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী |
| **প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি কার্যক্রম** | গাভি পালন প্রদর্শনী, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও পাঁঠা পালন প্রদর্শনী |
| | ব্রয়লার পালন, লেয়ার পালন, হাঁস পালন এবং টার্কি পালন প্রদর্শনী |
| | কেঁচো সার খামার, উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ প্রদর্শনী |

**কৃষি প্রযুক্তি কার্যক্রমঃ**

**ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ, উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষ :**

চর জুবলী ইউনিয়নের কৃষানী রোকেয়া বেগম এর উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে চেরী টমেটো চাষ অত্র অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে আলোড়ন তুলেছে

বাজারে প্রাপ্ত সাধারণ ইউরিয়া সার দিয়ে ব্রিকেট মেশিনের সাহায্যে তৈরি বড় আকারের ইউরিয়া সারের গুটিকে গুটি ইউরিয়া বলে। এগুলো হলো ০.৯০ গ্রাম ওজনের সাধারণ গুটি ,১.৮ গ্রাম ওজনের মধ্যম সাইজ ও ২.৭ গ্রাম ওজনের মেগা গুটি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চরবাটা, পূর্ব চরবাটা, চরজুবলী ইউনিয়নের চরবাটা, হাজীপুর, চর মহিউদ্দিন, চর বাগ্‌গা গ্রামের ৩৩ জন সদস্যের মাঝে ২১০০ কেজি গুটি ইউরিয়া বিতরণ করা হয়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে সাধারণ ইউরিয়া ব্যবহারকারীর চেয়ে বিঘা প্রতি ফলন ৩-৫ মণ বৃদ্ধি পায়। এবছর এক জন চাষীকে দিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন প্রদর্শনী করা হয় । অর্থাৎ একজন চাষী এই জমি থেকে ৪০০-৫০০ কেজি ফলন পেতে পারে যা থেকে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে ১০-২০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের কৃষক নিজাম উদ্দিন এর গুটি ইউরিয়া প্রয়োগকৃত ধানের জমিতে বাম্পার ফলন হয়েছে।

চরবাটা ইউনিয়নের কৃষক আতিকুল্লাহ গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন করেন

চরজুবলী ইউনিয়নের কৃষক মিন্টু শীল উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে সূর্যমূখী সুবর্ণ চাষ করে এলাকায় নবজাগরন সৃষ্টি করেছেন

চরবাটা, পূর্ব চরবাটা, চর জুবলী ইউনিয়নের চর মজিদ, চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, হাজীপুর, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিন কচ্ছপিয়া গ্রামে উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বিটি বেগুন-৪, চেরী টমেটো, আমেরিকান জার্সি বয় টমেটো, রুমা বিএফ টমেটো, সূর্যমূখী সুবর্ন এর প্রদর্শনী করা হয়। বিটি বেগুন-৪ চাষ করে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমনমুক্ত বেগুন বিক্রয় করে কৃষক বিঘায় ১০০০০ টাকা আয় করে। চেরী টমেটোর চাষ এক নুতন দিগন্তের উন্মোচন করে, আমেরিকান জার্সি বয় টমেটো, রুমা বিএফ টমেটো একেবারেই নতুন অর্থনৈতিক যাত্রা, এবার প্রথমবারের মতো এই অঞ্চলের কৃষক কর্তৃক সূর্যমূখী সুবর্ন জাত ব্যাপকভাবে চাষ হয়, যদিও অনাবৃষ্টি কৃষককে কাঙ্খিত ফল এনে দিতে পারেনি তবুও এর চাষ নিকট ভবিষ্যতে ব্যাপক আকার ধারন করবে বলে মনে হচ্ছে।

**বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ, ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশলঃ**

সংস্থা ও কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের সহযোগীতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় একইসাথে ধান কাটা, মাড়াই ও বস্তাবন্দী করার যুগোপযুগী যন্ত্র কম্বাইন্ড হার্ভেষ্টার দ্বারা প্রতিদিন ২ একর জমির ধান সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

চরবাটা, পূর্ব চরবাটা, চর জুবলী ইউনিয়নের চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, হাজীপুর, চর মহিউদ্দিন, চর বাগ্‌গা গ্রামে বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ এর আওতায় ২০ জন চাষীকে ১৮০ কেজি ইউরিয়া, ১২০ কেজি টিএসপি, ১২০ কেজি এমপি, ১২০ কেজি জিপসাম, ১৪০০ কেজি কেঁচো সার, ৩.৬ কেজি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির বীজ, বিভিন্ন ধরনের ফল গাছের চারা, বেড়া ও মাচার জাল বিতরণ করা হয় ।এর ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অবসর সময়ে সবজি চাষে কাজে লাগিয়ে পারিবারিক শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি বছরব্যাপী উপযুক্ত পরিমান সবজি খেয়ে পুষ্টিহীনতা দূর করা এবং রোগমুক্ত থাকা সম্ভব হয়েছে।

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের কৃষক নারায়ন চন্দ্র বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েছেন

চর জুবলী ইউনিয়নের চর জিয়া গ্রামের মোহছেনা বেগম ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন করে সবজি চাষে কার্যকরী ফলাফল পেয়েছেন

চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের কৃষক গনি সর্জান পদ্ধতিতে সীম চাষ করে একইসাথে কান্দিতে সীম ও নালাতে মাছ চাষ করে সাবলম্বী

নানা প্রকার আবর্জনা যেমন-শস্যের অবশিষ্টাংশ, লতাপাতা, কচুরিপানা, গোবর-গোচনা, তরিতরকারি ও ফলমূলের খোসা, ঘরবাড়ির আবর্জনা, জবাইকৃত পশুর নাড়ি-ভূড়ি, মাছের আঁইশ, কাটা, হাড়ের গুঁড়া ও বিভিন্ন উদ্ভিদ ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাণিজ পচনশীল উচ্ছিষ্টাংশ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পঁচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে কম্পোস্ট সার বলে। আর এ সমস্ত উপাদানের সহিত ট্রাইকোডার্মা নামক এক প্রকার ছত্রাকের মিশ্রনে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে ট্রাইকো-কম্পোষ্ট বলে। এ প্রদর্শনীর আওতায় চর জুবলী ইউনিয়নের চর জিয়া ও চর বাগ্‌গা গ্রামের ২০ জন কৃষকের মাঝে ২০টি ট্রাইকো চেম্বার ও টিন বিতরণ করা হয়েছে। চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ ও চরবাটা গ্রামে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল হিসেবে সর্জন পদ্ধতিতে বিষমুক্ত উপায়ে দেশী সীম, শশা, বেবী তরমুজ, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা চাষ করা হয়, তাছাড়া লবনাক্ত সহনশীল জাত হিসেবে ব্রি ধান-৬৭ চাষ করা হয়।

**ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার, মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন, নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও GAP :**

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে বিষমুক্ত তরমুজ উৎপাদনের কলাকৌশল চ্যানেল আই কর্তৃক ধারন করা হয় এবং বিটিভি'র কৃষি দিবানিশি অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়

চরবাটা, পূর্ব চরবাটা, চর আমানউল্লাহ, চর জুবলী ইউনিয়নের উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিন কচ্ছপিয়া গ্রামে ২৯ জন কৃষক করলা চাষে মাছি পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে কার্যকরী ফলাফল পেয়েছেন তাছাড়া চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, হাজীপুর গ্রামের ১৬ জন কৃষক তরমুজ বিষমুক্ত রাখতে ফেরোমন ফাঁদ এর পাশাপাশি সাদা, হলুদ, নীল ফাঁদ এবং ভুট্রা, সূর্যমূখী ও রসুন গাছের সমন্বিত ব্যবহার করে কার্যকরী ফলাফল পেয়েছেন, এতে মাছি পোকা এর সহিত জাব পোকা, সাদা মাছি পোকা, থ্রিপস, লিফ মাইনর বহনকারী ভাইরাস দমন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে তরমুজের ফলন পূর্বের তুলনায় প্রতি গাছে ১৫-২০ কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চর জুবলী ইউনিয়নের উত্তর কচ্ছপিয়া গ্রামে করলা বিষমুক্ত রাখতে ফেরোমন ফাঁদ ও হলুদফাঁদের সমন্বিত ব্যবহার করে কৃষকের মাঝে আশা জাগানিয়া সাড়া পাওয়া গিয়েছে

চর জুবলী, চরবাটা, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন সমিতির সদস্যের মাঝে মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষনের লক্ষ্যে ড্রাম ও সাইনবোর্ড বিতরণ করা হয়

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের কৃষক বিপুল চন্দ্র কর্তৃক নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও GAP এর ব্যবহারে কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলাদের প্রশংসনীয় অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলের বীজ নির্বাচন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ সংরক্ষণ, এমনকি বাড়িতে বাড়িতে ছোট-খাটো বীজ ব্যবসাও পরিচালনা করেন গ্রামীণ মহিলারা। প্রদর্শনীর মাধ্যমে চর জুবলী, চরবাটা, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন সমিতির উপকারভোগীদের মাঝে ৮০টি প্লাস্টিকের ড্রাম, ৪০টি টিনের ড্রাম, ৪০টি মাটির কলস, ৩২০ কেজি ইউরিয়া, ২৮০ কেজি টিএসপি, ২৪০ কেজি এমপি, ১২০ কেজি জিপসাম, ১২০০ কেজি কেঁচো সার, ১০০ কেজি লবনাক্ততা সহনশীল ব্রি ধান-৪০ বীজ বিতরণ করা হয়েছে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনে চর জুবলী, চরবাটা, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের ১০ জন কৃষককে ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রোকলি, বিটি বেগুন-৪,এর চারার পাশাপাশি ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ ও নীল ফাঁদ প্রদান করা হয়। এতে অত্র অঞ্চলে বিষমুক্ত সবজি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

**মৎস্য প্রযুক্তি কার্যক্রম:**

## কার্প-মলা, কাপ-গলদা, কার্প ফ্যাটেনিং মাছের মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ঃ

চরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ গ্রামের হাজেরা বেগম  কার্প ফ্যাটেনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুকুরে মাছের উৎপাদন বাড়ায় তার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

মলা সাধারণত খালে-বিলে এবং পুকুরে পাওয়া যায় । উন্মুক্ত জলাশয়ে অতিরক্ত কীটনাশক ব্যবহার এবং পুকুরগুলোতে বানিজ্যিক ভিত্তিতে কার্প,পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার চাষ দিন দিন মলা মাছের উৎপাদন কমে গেছে। সুস্বাদু  এই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রারণের জন্য নাঙ্গলীয়া ১জন এবং  চরমহিউদ্দিন গ্রামের ১৪ জন চাষীর পুকুরে মলার প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এর সফলতা দেখে ১২ জন অনুসরনীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় কার্পের সাথে মলার মিশ্রচাষ করছে। কার্পজাতীয় মাছের মোটাতাজাকরন এবং কার্পের সাথে গলদা চিংড়ি চাষে উদ্বুদ্ধকরনের  লক্ষ্যে নাঙ্গলীয়া গ্রামে ৫টি কার্প-গলদা, ৩টি কার্প ফ্যাটেনিং ও হাজীপুর এবং চরমজিদ গ্রামে ৭টি, উত্তর কচ্ছপিয়া, চরমহিউদ্দিন গ্রামে ৫টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনী পুকুর পাড়ে সবজিচাষ করে ৬.৫ হাজার কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে, সবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সীম, করলা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া এবং কলা। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিগত বছরের তুলনায় মাছ ও সবজির উৎপাদন  বেড়েছে।

পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলীয়া গ্রামের রাহেনা বেগমের  হাতে মলা মাছের ঢালা

চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের সুমাইয়া বেগমের কার্প ফ্যাটেনিং প্রদর্শনী

চরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলীয়া গ্রামের মোবারকের কার্প-গলদা মিশ্রচাষ পুকুরে উৎপাদিত গলদা চিংড়ি

## রাক্ষুসে মাছ, দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-কার্প , দেশি কৈ/ভিয়েতনাম কৈ-কার্প ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ঃ

পর্ব চরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলীয়া গ্রামের তাহেরা বেগম রাক্ষুসে মাছের চাষাবাদ, সংরক্ষণে ও প্রজননে ভুমিকা রাখতে পেরে খুশি

দেশিয় প্রজাতির রাক্ষুসে মাছ, শিং-মাগুর-পাবদা , কৈ এর প্রাপ্যতা অনেক কম এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রকৃতিক জলাভূমি সংকোচিত এবং জলজ পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার কারণে প্রজনন এবং বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আসছে । তাই এদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় সংস্থার ২টি শাখার নাঙ্গলীয়া গ্রামে ৮টি, চরমজিদ, হাজীপুর গ্রামে ১০টি এবং চরমহিউদ্দিন, চরবাগ্‌গা গ্রামে ১৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে । ৩৫টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২১৮ শতাংশ পুকুরে কাপের সাথে মিশ্রচাষ করে ১০২০ কেজি শৈল টাকি পলি শিং- মাগুর কৈ উৎপাদন করে। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ পর্যন্ত ২২ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলিয়া গ্রামের রুপিয়া বেগমের শিং মাছের প্রদর্শনী,

চরজুবলী ইউনিয়নের ২৪ নং হাজেরা বেগমের ভিয়েতনাম কৈ মাছের প্রদর্শনী

চরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ গ্রামের জহুরা বেগমের ভিয়েতনাম কৈ মাছের প্রদর্শনী

**কুচিয়া চাষ/ মোটাতাজাকরণ, ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড় সবুজায়ন প্রদর্শনী :**

পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলিয়া গ্রামের কহিনুর আক্তার সারা বছর পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করে আজ তিনি সাবলম্বী

পুকুর পাড় সবুজায়ন এর উদ্দেশ্য হলো পুকরের পাড়, ঢাল বা পুকুর পাড় সংলগ্ন পতিত জমিতে উচ্চ পুষ্টি মান সম্পন্ন শাকসবজি বছরব্যাপি চাষ করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয় নিশ্চিত করা। এই অর্থ বছরে নাঙ্গলিয়া গ্রামে ৭ জন, হাজিপুর ও পশ্চিম চরবাটা গ্রামে ৫ জন এবং চরমহিউদ্দিন ও চরমজিদ গ্রামে ৮ জন চাষীর ১১০ শতাংশ পুকুর পাড়ে শাকসবজির চাষ করে ১.৫ হাজার কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। শাকসবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লাউ, সীম, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি। চরাঞ্চলের ছোট ও মাঝারী খামারীদের মাঝে পাঙ্গাস মাছের চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই অর্থবছরে হাজিপুর, চরমজিদ গ্রামে ৩ জন এবং চরমহিউদ্দিন গ্রামের ২ জন খামারীকে উদ্বুদ্ধ করে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেছে এবং ৩ খামারী পাঙ্গাস চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। নোয়াখালীর সুবর্ণচর এলাকা প্রথম কুচিয়া চাষ বা মোটাতাচাকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে কুচিয়া চাষ শুরু করে। প্রযুক্তির আওতায় চরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চরবাটা গ্রামের শিবচরণ এলাকায় ৫ জন চাষী কুচিয়া চাষ করছে। আশা করা যাচ্ছে এ বছর প্রদর্শনী থেকে আশানুরূপ কুচিয়া উৎপাদন করা সম্ভব হবে । কুচিয়া চাষের ব্যাপারে এলাকার অনেকের আগ্রহ বাড়ছে।

চরবাটা ইউনিয়নের শিবচরণ এলাকার বিউটি রাণীর কুচিয়া প্রদর্শনী ।

পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলিয়া গ্রামে মো: সেলিমের পুকুর পাড় সবুজায়ন প্রদর্শনী ।

চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুরা গ্রামের মোবারকের পুকুর পাড় সবুজায়ন প্রদর্শনী ।

## মৎস্য প্রযুক্তি প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ ও পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী ঃ

পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাঙ্গলিয়া গ্রামের ১৬ জন খামারী, চরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর, চরমজিদ, পশ্চিম চরবাটা গ্রামের ৪৫ জন এবং চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিন কচ্ছপিয়া গ্রামের ৪৪ জন খামারীর মাঝে উপকরণ হিসাবে সংস্থা কর্তৃক উন্নত জাতের কার্প, মলা, চিংড়ি, শিং, পাঙ্গাস, ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা, ঝাকিজাল, চুন, সার, কেচো সার এবং পুকুর পাড়ে সবজি চাষের সবজির বীজ বিতরণ করা হয়।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালকের উপস্থিতিতে প্রদর্শনীর সদস্যদের মাঝে মাছের পোনা বিতরণ করছেন সুবর্ণচর উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা জনাব পীযুষ প্রভাকর ।

উন্মুক্ত জলাশয় মেঘনা অভয়াশ্রম, ভূঞার হাট ৪ নং ষ্টীমারঘাট দেশি প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করছেন উপজেলা মৎস্য কর্মক পীযুষ প্রভাকর এবং সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম অন্যান্য কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনগণ।

মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটানোর সুযোগসৃষ্টিসহ জলাশয়ে মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ৩০ শে সেপ্টম্বর'২০১৭ সুবর্ণচর উপজেলার ১০ কি.মি লম্বা মেঘনা অভয়াশ্রম কার্প ও দেশীয় প্রজাতির মোট ৭.৫ হাজার পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়। স্থানীয় জনগণের সাথে এক আলোচনা সভায় পোনা অবমুক্তকরণের উদ্দেশ্য এবং তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

**প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি কার্যক্রম :**

**গাভি পালন প্রদর্শনী, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও পাঁঠা পালন প্রদর্শনীঃ**

চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের উন্নত জাতের গাভি পালনকারী সদস্য হাজেরা তার খামারের গাভিগুলোর পরিচর্যা করছেন।

মাঠ পর্যায়ে সংকর জাতের গাভি পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও পাঁঠা পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চরবাটা ইউনিয়নে ৭ টি, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ৩টি ও চর জুবলী ইউনিয়নে ৫ সর্বমোট ১৫ টি উন্নত ও সংকর জাতের

গাভি পালন প্রদর্শনী খামার, চরবাটা ইউনিয়নে ৭ টি, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ৪ টি ও চর জুবলী ইউনিয়নে ১৯ টি সর্বমোট ৩০ টি মাচা পদ্ধতিতে দেশী জাতের ছাগল পালন ও চর জুবলী ইউনিয়নে ৩ টি পাঁঠা পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। গাভি ও বাছুরে আবাসনের ক্ষেত্রে দিনে থাকার ঘর ও রাত্রিকালীন ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। গাভির দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের ৫-২০ শতাংশ জমিতে নেপিয়ার, জার্মান, জ্যাম্বু ও ভূট্টা ইত্যাদি ঘাষ চাষের জন্যে নেপিয়ার, জার্মান ঘাসের কাটিং, ভুট্টার বীজ, ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রদান, গুনগত মানসম্পন্ন বাছুর উৎপাদনে মিল্ক রিপ্লেসার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার আওতা কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ প্রিমিক্স, বাট ও ওলানের সুরক্ষা এবং ম্যাসটাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য দুধ দোহনের আগে ও পরে জীবানুনাশক দিয়ে বাট ও ওলান পরিস্কার করা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ক্ষুরারোগ ও তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা এবং ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য কেঁচো পালন উপযোগী রিং স্লাইড এবং গোবর খাদক কেঁচো বিতরণ করা হয়। গাভির জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-এর সহায়তায় প্রতিটি গাভিকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়। প্রর্দশনীর মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল পালনের পরিবর্তে মাচা পদ্ধতিতে আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় ছাগলপালন, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, সুষম খাদ্য প্রদান ও নিয়মিত টিকা প্রদানের ফলে একদিকে যেমন ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি নিউমোনিয়া, ক্ষুরারোগ ও  পিপিআর রোগের মতো মারাত্বক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ফলে ছাগল ও ছাগলছানার মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় ছাগল পালনকারী সদস্যরা ছাগল বিক্রয় বাবদ বাৎসরিক প্রায় ১৫০০০-২০০০০ টাকা আয় করে।

| | | |
|---|---|---|
| 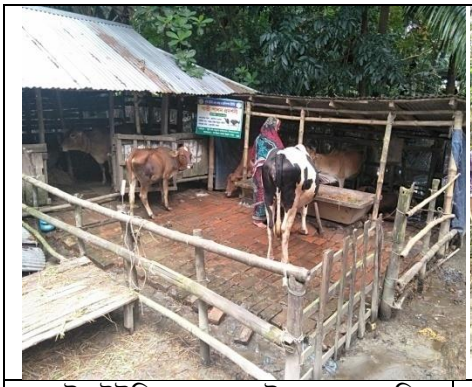 | | |
| চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের হাসিনা বেগমের গাভির জন্য তৈরী করা দিনে থাকার উন্মুক্ত ঘরে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করছে সদস্যের পালিত উন্নত জাতের গাভি। | আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচাওয়ালা  ঘরের সামনে পাঁঠা হাতে সহায়তা প্রাপ্ত চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের মারজাহান। | আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচাওয়ালা ছাগলের ঘরের সামনে ছাগল হাতে সহায়তা প্রাপ্ত পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের পূর্ব চরবাটা গ্রামের ছালেহা। |

**ব্রয়লার পালন, লেয়ার পালন, হাঁস পালন এবং টার্কি পালন প্রদর্শনী ঃ**

মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালনকারী সদস্য চরবাটা ইউনিয়নের মধ্য চরবাটা গ্রামের মোবারক হোসেন তার ব্রয়লার মুরগীগুলোকে দেখাশুনা করছে।

সদস্যদের ব্রয়লার পালন, লেয়ার পালন, হাঁস পালন ও টার্কি পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৭-১৮ অর্থবছরে চরবাটা ইউনিয়নে ৪ টি ও চর জুবলী ইউনিয়নে ১টি সর্বমোট ৫ টি ব্রয়লার পালন, চরবাটা ইউনিয়নে ৩ টি ও পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ৩ টি সর্বমোট ৬ টি লেয়ার পালন, চরবাটা ইউনিয়নে ২ টিও চর জুবলী ইউনিয়নে ১০ টি সর্বমোট ১২ টি হাঁস পালন এবং চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ৩ টি ও চর জুবলী ইউনিয়নে ১টি সর্বমোট ৫ টি টার্কি পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। যেখানে কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ব্রয়লার বাচ্চা, লেয়ার মুরগীর বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা, টার্কির বাচ্চা, টিকা, জীবানুনাশক, স্প্রে মেশিন ক্রয়, মাচা ও বাফার এলাকা তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে অনুদান, উপকরণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে সদস্যদের ব্রয়লার, লেয়ার মুরগী, হাঁস ও টার্কি পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লেয়ার খামারীদের মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা, ব্রয়লার খামারীদের মাসিক ১০০০০-২৫০০০ টাকা, হাঁস পালনকারী সদস্যদের মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা এবং টার্কি, টার্কির ডিম ও বাচ্চা বিক্রির মাধ্যমে মাসিক আয় ১০০০০-২০০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে কর্ম এলাকায় অন্য সদস্যদের মধ্যেও খামার তৈরী করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

মাচা পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগী পালনকারী চরবাটা ইউনিয়নের মধ্যচরবাটা গ্রামের বোরহান উদ্দিনের খামার ।

পুকুরের উপর মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালন করছেন চরজুবলী ইউনিয়নের উত্তর কচ্ছপিয়া গ্রামের আবদুল মান্নান।

মাচা পদ্ধতিতে টার্কি পালনকারী চর আমানুল্যা ইউনিয়নের চর আমানুল্যা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের টার্কির খামার ।

**কেঁচো সার খামার, উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ প্রদর্শনী ঃ**

কেঁচো সার উৎপাদনকারী চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের নিলুফার উৎপাদিত কেঁচো সার খামার ।

কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৩৫ টি কেঁচো সার খামার স্থাপন প্রদর্শনীর আওতায় সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কেঁচো সার তৈরীর উপকরণ হিসাবে কেঁচো পালন উপযোগী রিং স্লাইড, অষ্টেলিয়ান প্রজাতির গোবর খাদক কেঁচো, চালুনী ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। প্রদর্শনীর ফলে কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কেঁচো সার উৎপাদনকারী সদস্যরা মাসে ২৫-১০০ কেজি কেঁচো সার উৎপাদন করে তাদের সবজি ফসলের জমিতে ব্যবহার করছে। এছাড়া কিছু কিছু সদস্য তাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত কেঁচো সার ১০ টাকা কেজি দরে আশেপাশের কৃষক, সার বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিকট বিক্রয় বাবদ বাৎসরিক প্রায় ২০০০-১৫০০০ টাকা আয় করে।

উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষে চরবাটা ইউনিয়নে ৮ টি, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ২টি ও চর জুবলী ইউনিয়নে ১৫টি সর্বমোট ২৫ টি উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন প্রদর্শনীর আওতায় সদস্যদেরকে স্থায়ী ঘাস হিসাবে নেপিয়ার ও জার্মান ঘাসের কাটিং, অস্থায়ী ঘাস হিসাবে জাম্বু ও ভূট্টার বীজ, জমিতে ব্যবহারের জন্য ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক, কেঁচো সার এবং প্রদর্শনী প্লটের চারপাশে বেড়া দেওয়ার জন্য নগদ টাকা, এছাড়া চরবাটা ইউনিয়নে ৪ টি ও পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি সর্বমোট ৫ টি হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ প্রদর্শনীর আওতায় সদস্যদেরকে গমের বীজ, ঘাষ উৎপাদন ট্রে, স্প্রেয়ার, বাঁশ/ কাঠের র‍্যাক তৈরীর জন্য নগদ টাকা প্রদান করা হয়।

চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের

চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের উপকারভোগী সদস্য শাহানা বেগম তার

| | |
|---|---|
| ফাতেমা তুজ জোহুরা উপকারভোগী সদস্যের ঘাস চাষ প্রর্দশনী প্লট থেকে জার্মান ঘাস কাটছেন জনৈক শ্রমিক। | হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষের প্লটের পরিচর্যা করছে। |

**প্রশিক্ষণ কর্মসূচি :**

| প্রযুক্তি | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|
| কৃষি প্রযুক্তি | ৪৮ জন | ২২০ জন | ২৬৮ জন |
| মৎস্য প্রযুক্তি | ৫০জন | ১৪০ জন | ১৯০জন |
| প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি | ৪৫ জন | ২৮০ জন | ৩২৫ জন |
| সর্বমোট | ১৪৩ জন | ৬৪০ জন | ৭৭৩ জন |

সংস্থার কনফারেন্স রুমে চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের উপকারভোগী সদস্যদের ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার ও বিভিন্ন জৈবিক পদ্ধতি ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়

চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামের হাজেরা বেগমের বাড়িতে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কনফারেন্স রুমে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সদস্যদেরকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

## কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র :

চরবাটা, পূর্ব চরবাটা ও চর জুবলী ইউনিয়নের চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, হাজীপুর, চর মহিউদ্দিন, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিন কচ্ছপিয়া, চর বাগ্গা গ্রামে এই বছর ৮ টি কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। কৃষি নির্ভর এদেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের পাশাপাশি সমস্যাও দেখা দিয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, কৃষকের সমস্যা ভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান চলমান কার্যক্রম হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সমস্যাভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

| | |
|---|---|
| চর জুবলী ইউনিয়নের চর মহিউদ্দিন গ্রামে বারটান কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক কৃষি পরামর্শ প্রদান করা হয় | চর জুবলী ইউনিয়নে ১০ নং দোকান নামক স্থানে মৃত্তিকা গবেষনা উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মানিক চন্দ্র রায় কর্তৃক পরামর্শ প্রদান |

## মাঠ দিবস ও খামার দিবসঃ

প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাংখিত ফলাফল ব্যাপক চাষী পর্যায়ে পৌছানোর মাধ্যমই হচ্ছ মাঠ দিবস ও খামার দিবস। চরবাটা, পূর্ব চরবাটা, চর জুবলী ইউনিয়নের চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, হাজীপুর, চর মহিউদ্দিন, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিন কচ্ছপিয়া, চর বাগ্‌গা গ্রামে উপকারভোগী সদস্যদের প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট ফলাফল যেমন, কুমড়া জাতীয় সবজি ও তরমুজ চাষে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের উপযোগিতা, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে ধান চাষ ও বিভিন্ন সবজি ও ধান বীজ সংরক্ষণ, পুকুর পাড় সবুজায়ন, থাই পাংগাস বা জায়ান্ট পাংগাস, কুচিয়া চাষের কারিগরি দিক ও কলাকশৌল সর্ম্পকে মাঠ দিবস পালন করা হয় এবং চর জুবলী ইউনিয়নে উন্নত জাতের গাভী পালন বিষয়ক ১ টি, পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, লেয়ার মুরগী পালন ও টার্কি পালন বিষয়ক ৩টি এবং চরবাটা ইউনিয়নে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ ও ব্রয়লার পালন বিষয়ক খামার দিবস পালন করা হয়।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| চরবাটা ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে মাঠ দিবসে সংস্থার শাখা ব্যবস্থাপক বক্তব্য প্রদান করছেন | চরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চরবাটা গ্রামে কুচিয়া পালন বিষয়ক মাঠ দিবসে কুচিয়া চাষী বিউটি রাণী বক্তব্য রাখছেন | টার্কি পালন বিষয়ক খামার দিবসে টার্কি পালন সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের থারণা প্রদান করছেন চর আমান উল্যা গ্রামের টার্কি খামারী দেলোয়ার হোসেন। |

## প্রকল্প : খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচি (ইউপিপি- উজ্জীবিত)

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে বুনিয়াদি ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার ও কারিগরি সহায়তা এবং কৃষিজ অকৃষিজ কারিগরি দক্ষতা অর্জনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের কার্যক্রম দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভুমিকা রাখার পাশাপাশি বেকারত্ব দূর করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অন্যদিকে সদস্যদের পারিবারিক বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। টেকসইভাবে বাংলাদেশের নারী প্রধান এবং ঝুঁকি প্রবন অতিদরিদ্র হ্রাসের উদ্দেশ্য Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) শীর্ষক প্রকল্পটি ৫ম বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সংস্থা উপকূলীয় অঞ্চলে নোয়াখালী জেলার ১১ টি শাখা ও লক্ষীপুর জেলার ১ টি শাখা মোট ১২টি শাখার আওতায় এই প্রকল্প কার্যকম বাস্তবায়ন করছে।

### প্রকল্পের লক্ষ্য :

- প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র নারী অংশগ্রহণকারী এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবন যাপন অবলম্বন সৃষ্টি করা।
- প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র অংশগ্রহণকারী এবং তাদের খানার মানসম্মত স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন করা।
- প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র নারী অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

## প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ :

এ প্রকল্পের মূল উদ্যেশ্য হলো টেকসই ভাবে বাংলাদেশের ক্ষুদা ও দারিদ্রতা হ্রাস করা।

## কর্মএলাকার বিবরণ :

নোয়াখালী জেলার ৬ টি উপজেলার ( নোয়াখালী জেলার সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, সুবর্ণচর, হাতিয়া এবং লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলা ) ২৬ টি ইউনিয়নের মোট ৮৭টি গ্রামে/ওয়ার্ডের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারী অতিদরিদ্র ৫১০০ পরিবারের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী পরিবারের প্রায় ২২৮৪৪ জন লোক সরাসরি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে।

## প্রতিবেদন বছরে পরিচালিত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহঃ

| | |
|---|---|
| ❖ | সেলাই, কারিগরী /বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি (অটোমোবাইল উইথ ড্রাইভিং, ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ,) |
| ❖ | প্রাণিসম্পদ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, কবুতর পালন, কোয়েল পালন) |
| ❖ | সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন |
| ❖ | আর্থিক সহায়তা ও অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণ-পোষণ প্রদান |
| ❖ | প্রবীণদের সাথে মতবিনিময় সভা ও প্রবীণদিবস উদযাপন |
| ❖ | মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান কার্যক্রম |

## সেলাই, কারিগরী /বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের শাখা অফিসে মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপণীতে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ আবু ওয়াদুদ ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল মতিন, সংস্থার সহকারী পরিচালক, সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এলাকা ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষক।

স্ব-শিক্ষিত যে কেউ অতি অল্প সময়ে সেলাই কাজ শিখিয়ে অল্প পুজি দিয়ে নিজের ঘরে বসে সেলাই কাজ করে আর্থিক স্বচ্চলতা ফিরে আনতে পারে। এবং ঘরের মধ্যে পুঝি ব্যবহার করে গ্রামীন পরিবেশে বিভিন্ন কাপড় সামগ্রী দিয়ে টেইলারিং হাউজ সহজে করা যায়। এ বিষয়কে মাথায় রেখে সংস্থার ৩ টি শাখার মধ্যে ৭ নং পূর্বচরবাটা, ১ নং হরনী ও ২ নং চান্দী ইউনিয়নে বসবাসরত অতিদরিদ্র , বিধাব, স্বামী পরিত্যাক্ত, কর্মক্ষম প্রতিবন্ধীদ ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া সদস্যদের মেয়েদের তালিকা তৈরী করে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১ টি ব্যচে ২৫ জন সদস্য/সদস্য পরিবারের মেয়েদের ৩০ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১১ টি ব্যাচে ২৭৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে মেশিন বিতরণ করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়।

## কারিগরী /বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ:

উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতাধীন অতিনাজুক পরিবারের যুবক/যুবতীর জন্য স্ব-কর্মসংস্থান/মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে ( যেমন- মটরসাইকেল মেকানিক,ইলেট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং, অটোমোবাইল উইথ ড্রাইভিং) নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

## অটোমোবাইল উইথ ড্রাইভিং:

বাংলাদেশের একটি জনবহুল দেশ। যে খানে বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা তৈরী হয়েছে । তার মধ্যে কার ড্রাইভিং পেশার চাহিদা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিজস্ব এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে মালোশিয়া সহ কয়েকটি মধ্যম আয়ের দেশের সাথে ইতি মধ্যে চুক্তি হয়েছে ২০১৯ সালে এপ্রিল/ মে মাসে ১০০০ দক্ষ ড্রাইভার নীচোগ করবেন। উক্ত বিষয়টিকে বিবেচনায় নীচে সস্থার কর্মএলাকার হাতিয়া উপজেলার হরনী ও চানন্দী সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বর, চরবাটা,পূর্বচরবাটা, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর এবং সদর উপজেলার এওজবালিয়া ইউনিয়নের অতিদরিদ্র পরিবারের ৬ টি শাখা থেকে অতিদরিদ্র পরিবারের ৮ম থেকে একাদশ শ্রেণী পাশ ১০ যুবক চিহ্নিত করে জানুয়ারী ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত তিনমাস মেয়াদী অটোমোবাইল উইথ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নোয়াখালী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে। এতে করে এই ১০ টি পরিবারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা পিরে আসবে। প্রশিক্ষণ সমাপনীতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, ঋণ সমন্বয়কারী, প্রকল্প সমন্বয়কারী, প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) সজল দেবনাথ, বণিক বার্তার জেলা প্রতিনিধি সুমন ভৌমিক, টিটিসি অধ্যক্ষ জনাব মোঃ দিদার হোসেন, অটোমোবাইল ট্রেডের ইনিস্টাটর জনাব মো ঃ ফিরোজ আলম, মোঃ আলমগীর হোসেন ,দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়করী ও প্রকল্প সমন্বয়কারী উপস্থিত ছিলেন।

## ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ :

সরকারের ভিশন ২০২১ সালের মূল লক্ষ্য দেশে বেকার যুবকদের কারগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করা এবং বেকারত্বের অভিশাপ থেকে সমাজ ও দেশকে মুক্ত করা। জাতীয় এই উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসু করার জন্য সংস্থা উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চরজব্বর, চরজুবলী, চর ক্লার্ক, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন হাতিয়া উপজেলার ১ নং হরনী ও ২ নং চানন্দী ইউনিয়নের এবং নোয়াখালী সদর উপজেলার এওজবালিয়া ইউনিয়নের অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদেরকে ২ টি ব্যচে ২৫ জন বেকার যুবকে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মুসলিম এইড এর সহযোগিতায় মাস ব্যাপি মটরসাইকেল মেকানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের স্ব- কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের অর্থ যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি বেকারত্বের অভিশাপ থেকে সমাজ মুক্তি পেয়েছে, দেশের দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| বয়ারচর শাখার পালকি সমিতির রুবিনা বেগম সেলাই প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজ ঘরে দোকান দিয়ে এখন সে স্বাবলম্বি। | **অটোমোবাইল** উইথ ড্রাইভং প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বাবলম্বী পূর্বচরবাটা শাখার একজন সদস্য পরিবারের সন্তান। | ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ মটরসাইকেল মেকানিক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা জনাব মো: ফয়জুল তারেক, এপিসি উজ্জীবিত। |

**প্রাণিসম্পদ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি:**

মোহাম্মদপুর শাখার আকাশী মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য নুরনাহার বেগমকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা অনুদান পেয়ে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন আইজিএ বাস্তবায়ন করছেন।

**মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন:**

বাংলাদেশের উপকুলীয় এলাকায় শীত কালে ঠান্ডার প্রবনতা বেশি থাকে। ছাগল ঠান্ডা সহ্য করতে পারেনা। এতে করে মৃত্য ঝুকি থেকে যায়। ছাগল মাটিতে থাকলে কলিজা কৃমিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সে জন্য মাচা পদ্ধতির বিকল্প চিন্তা করা যায় না বিদায় সংস্থার ১২ টি শাখায় জন সদস্যকে ২ দিন ব্যাপি হাতে কলমে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

**কবুতর পালন :**

কবুতর শান্তির প্রতিক। বাংলাদেশের কবুতর পালন দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ কবুতর পালন করতে অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হয় না। ঘরের চালের নীচে পালন করা যায়। যে কেউ কবুতর পালনের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়। এই বিষয়টি বিবেচনায় নীচে সংস্থার আলীপুর শাখার আওতায় ২৫ জন সদস্যকে ২ দিন ব্যাপি কবুতর পালন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এবং ২৫ জন সদস্যকে ৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ টি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেণ।

## কোয়েল পালন :

সং স্থার পূর্বচরবাটা ইউনিয়ন শাখার আওতায় ২৫ জন সদস্যকে ১ টি ব্যাচে হাতে কলমে ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ও প্রেগ্রাম অফিসারগন উপস্থিত থেকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২৫ জন সদস্যকে কোয়েল পালনের জন্য ৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। এ অনুদানের টাকা দিয়ে সদস্যরা ৫ টি পুরুষ কোয়েল এবং একটি মা কোয়েল ক্রয় করে দেওয়া হয়।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>মোহাম্মদপুর শাখার পদ্মা মহিলা উন্নয়ন সমিতির রাহেনা খাতুন অনুদান পেয়ে নতুন আইজিএ মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন।</td>
<td>পূর্বচরবাটা শাখার আওতায় ২ দিন ব্যাপি কোয়েল পালন প্রশিক্ষণ শেষে সদস্যদের মাঝে কোয়েল ও খাচা বিতরণ করা হয়।</td>
<td>আলীপুর শাখার আওতায় কবুতর পালন প্রশিক্ষণোত্তর অনুদান হিসেবে কবুতর বিতরণ করা হয়।</td>
</tr>
</table>

## সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনঃ

হাতিয়া বাজার শাখার মায়ের হাসি সমিতির সদস্য সেতারা বেগম এর মেয়ে নাছিমা বেগম নোয়াখালী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিল্ড প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

উপকুলীয় এলাকার দূর্গম চরাঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষদেরকে কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও মোটিভেশনের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতনতা তৈরী করে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে টার্গেট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে নিম্নের সেবা সমুহ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

**কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ** দুই জন হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যের মেয়েকে ৪ (চার) মাস ১২০ দিন মেয়াদী কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ করা হচ্ছে। এবং প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরী প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন নোয়াখালী কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

**কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা ঃ** প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যাল হতদরিদ্র পরিবারের বাড়ী পরিদর্শন ও ওজন, উচ্চতা, মূয়াক স্কেনিং এর মাধ্যমে গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী ও শিশুদের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন ঝুঁকি নির্ণয় করে কমিউনিটি ক্লিনিকে পাঠিয়ে সেবা নিশ্চিত করে। ইতি মধ্যে প্রকল্পের সুবিধা ভোগীদের প্রায় ২৬৮৩ জন শিশু ১৮৯২ জন গর্ভবতী এবং ১৪৫৫ জন দুগ্ধদানকারীকে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।

**স্যাম কর্ণারে রেফারেল ঃ** আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রকল্পের ০ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের স্কেনিং করার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৪৭ জন অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু নির্বাচন করা হয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সাথে যোগাযোগের সাধ্যমে স্যাম কর্ণারে ভর্তী করানো হয় এবং চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। বর্তমানে ২১২ জনের ওজন এবং মূয়াকের পরিবর্তন লক্ষনীয় রয়েছে। আমরা আশা করছি চিকিৎসা সেবা চলতে থাকলে অপুষ্টির করালগ্রাস থেকে মুক্তি পাবে। প্রকল্পের সুবিধাবোগী দুগ্ধদানকারী মায়েদেরকে ওজন, উচ্চতা ও মূয়াক দিয়ে স্কেনিং করার মাধ্যমে ১৮৭ জনকে অপুষ্টিতে আক্রান্ত নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদেরকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সদর হাসপাতালের স্যাম কর্ণারে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার পর বর্তমানে তাদের মুয়াক ও ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>বয়ারচর নবী নগর কমিউনিটি ক্লিনিকে সংযোগস্থাপন অভহিতকরন সভা।</td>
<td>সুবর্ণচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর পরিচর্যা হচ্ছে।</td>
<td>হাতিয়া বাজার সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (সোস্যাল) শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন কার্যক্রমে সহযোগিতা করছেন।</td>
</tr>
</table>

**কিশোরী ক্লাব গঠন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম :**

পূর্ব বাঁশখালী উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবে মাসিক সভা পরিদর্শন করছেন জনাব মাকছেদুল আলম, এপিসি (পুষ্টি) উজ্জীবিত, পিকেএসএফ

বাংলাদেশের দক্ষিনে উপকুলীয় জেলার ৫টি উপজেলার দূর্গম চর এলাকা যেখানে সরকারী সেবা সূমহ এখন পর্যন্ত পৌছে নাই। অপুষ্টিতে ভুগছে অনেক শিশু ও গর্ভবর্তী মা । স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে অনেক শিশু। বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুকের মত করাল গ্রাসে ভুগছে উক্ত এলাকার কিশোরীরা। সামাজিক ভাবে অসচেতন, ধর্মীয় ঘোড়ামী রয়েছে এরকম এলাকা গুলোতে কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়। কিশোরীরা সমাজিক ভাবে অহেতুক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১২ থেকে ১৮ বছরের কিশোরীরা ২০-২৫ জন দল বদ্ধ হয়ে ১৫ টি ক্লাব গঠন করে যাদেরকে উজ্জীবিত কিশোরী পুষ্টি ক্লাব নাম করন করে। উজ্জীবিত কিশোরী পুষ্টি ক্লাব গুলোতে প্রতি মাসে একটি করে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে মোট ১৪২ টি সেশন পরিচালনা করা হয়। টিটি টিকা প্রয়োগ নিশ্চিত করেন । ক্লাবের সদস্যরা মিলে প্রতি মাসে ৫/১০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন সে টাকা থেকে বিনোদন, কুইজ প্রতিযোগীতা ও খেলা-ধুলা এবং পিকনিক আয়োজন ও নিজেরা সুষম খাবার তৈরী প্রদর্শন করেন।
সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য নিজেদের মধ্যে বাল্যবিবাহ করব না এবং সমাজে হতে দিব না স্লোগান প্রকাশ করেন । গর্ভবতীর যত্ন, শিশুর যত্ন সর্ম্পকে তারা এখন অনেক বেশী সচেতন। প্রত্যেক কিশোরী ৫ জন করে কিশোরীকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিযেছে। এরকম দু-একটি ঘটনা ঘটেছে। যেমন ঃ চর মজিদ কিশোরী পুষ্টি ক্লাবের আওতায় অষ্টম শ্রেনী পড়ুয়া নাহিদা আক্তার কে বিয়ে দিতে গেলে অভিবাবক সমাজ সবাইকে বুঝিয়ে বাল্যবিবাহ রোদ করে সমাজে উজ্জীবিত কিশোরী পুষ্টি ক্লাব প্রশংসার দাবিদার।

## প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুষ্টি ফোরাম বদলে দিলো কুসংস্কার, বাড়িয়ে দিলো জ্ঞানের সম্বার :

সংস্থার কর্মএলাকার মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত জনপদ যেখানে শিক্ষার আলো পৌছলেও কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালে করণীয় বিষয় সে সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুষম খাবার বয়স অনুযায়ী ওজন ও উচ্চতা কি হবে, ১২ বছরের নীচে মেয়েদের বিএমআই কত হওয়া দরকার এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বিষয়গুলো তাদের অজানা বিধায় প্রকল্প থেকে এ ধরনের সেবা সূমহ কিশোর কিশোরী এবং তাদের মাধ্যমে পিতা -মাতাকে জানানোর জন্য উপকুলীয় চরাঞ্চলে সংস্থার কর্মএলাকায় এই পর্যন্ত ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্ণার ও পুষ্টি ফোরাম তৈরী করা হয়। এই পুষ্টি ফোরামের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১৯০ জন ছাত্র ও ছাত্রী রয়েছে তার মধ্যে ৮৪ জন সেচ্ছাসেবক রয়েছে । ৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। পুষ্টি ফোরাম এর মাধ্যমে পুষ্টি কর্ণা তৈরী করা হয়েছে প্রত্যেকটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৈনিক সুষম খাবার তালিকা, উচ্চতা মাপার পিতা, উচ্চতা বৃদ্ধির চার্ট এবং একটি ওজন মাপার পিতা দেওয়া হয়েছে। পুষ্টি ফোরাম গুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় মাসিক ১টি করে সেশন করা হয়। শুরু থেকে এই পর্যন্ত ৭৮ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেশন ৪৮৬ টির মাধ্যমে ২৮৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বাস্থ্য পুষ্টি ও বয়:সন্ধিক্ষন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা প্রদান ও স্থাস্থ্য সচেতন করা হয়েছে। বয়:সন্ধিকালে গ্রামের কুসংস্কার গুলো স্কুল ফোরামের সেশনের মাধ্যমে কিশোরীদের এসব বিষয়ে মেডিকেল টিপস দেয়া হয় এবং কুসংস্কার পরিহার করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিশোরীদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা গ্রামের কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমানে নিজেদের পাশাপাশি অন্যদেরকেও সচেতন করছে।

## ঝুঁকি তহবিল বিতরণ :

হতদরিদ্র পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি অসুস্থ হলে বা পরিবার প্রধানের মৃত্যু হলে, হাসপাতালে শিশু প্রসব করলে, প্রতিবন্ধী পরিবার হলে, অপুষ্টি বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে বিভিন্ন দূর্ঘটনার শিকার হলে সংস্থা ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যা ঝুঁকি তহবিল নামে পরিচিতি পেয়েছে। ৭৮ জন অতিদরিদ্র পরিবারকে মোট ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঝুঁকি তহবিল বিতরণ করা হয়েছে। এই তহবিল ব্যবহার করে ঝুঁকি মোকাবেলা করে পারিবারিক স্বচ্ছলতা পিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে প্রকল্প এলাকায় ঝুঁকি তহবিল ব্যবহারের ফলে ঝুঁকিতে আক্রান্ত মানুষগুলো পিচিয়ে পড়া কর্ম অক্ষমতা থেকে রেহাই পাওয়া, অপুষ্টিতে আক্রান্ত থেকে মুক্তি এবং মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকল্পের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। হতদরিদ্র শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারীদের সাবলীল জীবনযাপন করতে পারছে।

হাতিয়া বাজার শাখার আওতায় পূর্বনবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুষ্টি ফোরাম

চর আমানউল্যাহ শাখার আওতায় প্রকল্প ফোকাল পার্সন ঝুঁকি তহবিলের টাকা সদস্যের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

সংস্থার মনিটরিং এন্ড ডুকমেন্টশন কর্মকর্তা জনাব জামাল উদ্দিন ছিদ্দিকী কিশোরীদের খেলা পরিচালনা করছেন।

## কর্মসূচির নাম : সমৃদ্ধি কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)

## কর্মসূচির পটভূমি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রায় সবগুলো চরাঞ্চলই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে দারুণভাবে পিছিয়ে ছিল। এই অবহেলিত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পিকেএসএফ- এর সহাতায় "সমৃদ্ধি কর্মসূচীর" মাধ্যমে চরাঞ্চলের জনগণের মাঝে আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। যার ফলস্রুতিতে চর এলাহী ইউনিয়নের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে,স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ফলে গর্ভবতীদের গর্ভকালীন জটিলতা কমে আসছে ও পরিবার ভিত্তিক ল্যাটিন বিতরণ ও মসজিদ ও মাদ্রাসা ভিত্তিক ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে । চরএলাহী ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই'২০১৭ -জুন'২০১৮) নিম্নে প্রদান করা হল।

## কর্মসূচির লক্ষ্য :

দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

## কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :

- কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী দ্ররিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র হ্রাস করে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে।

- স্বাস্থ্য , শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্টানসমূহের সংগে একযোগে কাজ করে প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা এবং দূর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনে যাতে যথাযথ অবদান রাখা যায় সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে ত্বরান্বিত টেকসই দারিদ্র হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারী/এনজিও/বেসরকারী সহযোগীতার বিকাশ ঘটানো

**কর্মএলাকার বিবরণ :**

| ক্রমিক | শাখার নাম | জেলার নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়ন নাম | গ্রামের সংখ্যা | উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| ১ | চর এলাহী | নোয়াখালী | কোম্পানীগঞ্জ | চর এলাহী | ৯টি (চর এলাহী, দঃ চর এলাহী, চর লেংটা, চর যাত্রা, চর উম্মেদ, চর বালুয়া, চর গাজী মিজান, চর কলমী, গাংচিল) | ৬৯৫২ | ১৬৫০৭ | ১৭১৮০ | ৩৩৬৮৭ | |

**একনজরে পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম | ■ | শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম |
| ■ | স্বাস্থ্য পরিদর্শকের খানা পরিদর্শন | ■ | ভিক্ষুক পুনর্বাসন |
| ■ | স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা | ■ | যুব প্রশিক্ষণ ও আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণী প্রশিক্ষণ |
| ■ | সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঔষধ বিতরণ | ■ | ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় সভা |
| ■ | স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ছানি অপারেশন | ■ | সমৃদ্ধি বাড়ি |
| ■ | পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ল্যাট্রিন স্থাপন | ■ | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম |
| ■ | সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে নলকুপ স্থাপন | | |

**স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম :**

**স্বাস্থ্য পরিদর্শক তাসলিমা আক্তার খানা পর্যায়ে প্রেশার চেক করছেন ।**

## স্বাস্থ্য পরিদর্শকের খানা পরিদর্শনঃ

সংস্থার কর্মএলাকার গর্ভবতী, প্রসূতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থের উন্নয়নে ১৪ জন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পরিদর্শক সেবা প্রদান করছে । স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা আরো জোরদারের নিমিত্তে স্বাস্থ্য পরিদর্শক দ্বারা সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রকল্প এলাকায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৬৪ টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত এলাকার গর্ভবতী,প্রসুতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চত হয়েছে ।

## স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা ঃ

এক জন মেডিকেল অফিসার(এমবিবিএস ডাক্তার) দ্বারা স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল রোগীদের সেবাপ্রদান করা হয় । ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৬ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ২৪৯৫ জন রোগীকে সেবাপ্রদান করা হয়েছে । যার ফলে উক্ত ইউনিয়নের দরিদ্র মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা নিজ ইউনিয়নে করা সম্ভব হচ্ছে ।

দুই জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ডিএমএফ ডাক্তার) দ্বারা স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে চর এলাকার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে । গত বছর ৩৮৬ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৪১৫৩ জন রোগীকে সেবাপ্রদান করা হয়েছে । শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা , সর্বস্তরের মানুষের সাধারন রোগসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা দেওয়ার ফলে মানুষ সাধারণ রোগের সুচিকিৎসা লাভ করছে ।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকের খানা পরিদর্শন

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগী দেখছেন ডাঃ

স্ট্যাটিক ক্লিনিকে রোগী দেখছেন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য

| | | |
|---|---|---|
| | তওফিকুল আলম,এমবিবিএস,বিসিএস(স্বাস্থ্য) | কর্মকর্তা ডাঃ জাকির হোসেন । |

## সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঔষধ বিতরণ ঃ

২০১৭ - ১৮ অর্থবছরে চর এলাহি ইউনিয়নের গর্ভবতী , প্রসুতীদের জন্য আয়রন ক্যাপসুল এবং ক্যালসিয়াম ও শিশুদের পুষ্টিকণা মোট - ১৭৮৩৭ জনকে ৪৫৯৮২ পিস ঔষধ বিতরণ করা হয় । কৃমির ট্যাবলেট,পুষ্টিকনা,আয়রন ট্যাবলেট ও কালসিয়াম ঔষধ বিতরণের ফলে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থের সার্বিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে ।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | ধরণ | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | | | প্রকলের ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | জন | |
| ০১ | কৃমির ট্যাবলেট বিতরণ | পিচ | **১৬২০০** | **১৬২০০** | **৮১০০** | **৫৩৪০০** |
| ০২ | পুষ্টিকণা বিতরণ | পিচ | **৬৬৮৭** | **৬৬৮৭** | **২৭৫৩** | **১৬১৩০** |
| ০৩ | আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ | পিচ | ১৮১৯৫ | ১৮১৯৫ | ৫৩৩৪ | ৪২৮০০ |
| ০৪ | ক্যালসিয়াম ঔষধ বিতরণ | পিচ | ৪৯০০ | ৪৯০০ | ১৬৫০ | ৪৯০০ |

## স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ছানি অপারেশন :

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ৬৩৭ জন জটিল রোগীকে সেবাপ্রদান করা হয়েছে । যার ফলে বিভিন্ন জটিল রোগে অনেক দিনের আক্রান্ত রোগীরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের ফলে তাদের রোগ মুক্তির উপায় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় ।

২০১৭ - ১৮ অর্থবছরের ১ টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চর এলাহী ইউনিয়নের ২১ জন চক্ষু রোগীকে বিনা মূল্যে ছানি অপারেশন করা হয় । উক্ত এলাকার হতদরিদ্র ছানি রোগীরা তাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায় ।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগীদের সেবা প্রদান করছেন ডাঃ সুজানা মালেক তিনু, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), এফসিপিএস(মেডিসিন) রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ।

বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের পর রোগীগণ নোয়াখালী অন্ধ কল্যাণ হাসপাতালে অবস্থানরত অবস্থায় ।

## পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ল্যাট্রিন ও নলকুপ স্থাপন :

পরিবার ভিত্তিক ল্যাট্রিন বিতরণ করছেন ইউপি চেয়্যারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ও পিকেএসএফ এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপেন কুমার সাহা ।

## পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ল্যাট্রিন স্থাপন :

২০১৭-১৮ প্রতি অর্থবছরে ১০০ (৫টি রিং,১ টি স্লাব,১ টি ঢাকনা,১ টি সাইফুন,১ টি গ্যাস পাইপ, ১ টি ডেলিভারী পাইপ) সেট করে সর্বমোট ১০০ সেট পরিবারভিত্তিক স্যানেটারী ল্যাট্রিন ১০০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয় । হতদরিদ্র উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্য সচেতনভাবে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহার করছে। ৬ টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরের পাশে ৬ টি স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিণ স্থাপন করা হয় । সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্ট্যাটিক ক্লিনিকের রোগীগণ, মাসিক ওয়ার্ড মিটিং সদস্যগণ ও আশপাশের লোকজন এই ল্যাট্রিণ ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে ।

## সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে নলকুপ স্থাপন :

২০১৭ - ১৮ অর্থবছরে ৬ টি কেন্দ্র ঘরের পাশে ৬ টি গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয় । কেন্দ্র ঘরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীগণ , মাসিক ওয়ার্ড মিটিং সদস্যগণ ও আশপাশের লোকজন এই গভীর নলকুপের পানি ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে ।

পরিবারভিত্তিক বিতরণকৃত নুর জাহানের স্যানেটারী ল্যাট্রিন ।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরের পাশে স্থাপনকৃত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরের পাশে স্থাপনকৃত গভীর নলকুপ ।

## শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম ঃ

বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা সালমা আক্তার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করছেন ।

বর্তমানে চর এলাহী ইউনিয়নে ৩৫ জন স্থানীয় শিক্ষিকার দ্বারা পরিচালিত মোট ৩৫ টি "বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে" ৯০২ জন ছাত্র-ছাত্রী (প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি) পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে শুক্রবার বাদ দিয়ে প্রতিদিন বিকেল ৩ ট থেকে ৫ টা পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে পাঠদান করানো হচ্ছে। এছাড়াও মাসিক ভিত্তিতে ৪২০ টি অভিভাবক সভা আয়োজন করার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝড়ে পড়া রোধকরণসহ শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে ওই এলাকায় শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে ঝড়ে পড়ার হার ব্যাপকভাবে কমেছে এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান উন্নত হয়েছে।

বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ রেজাউল ইসলাম ।

বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের অভিভাবক সভা ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি অডিটকালীন সময়ে বৈকালীন স্কুল পরিদর্শন সময়ে ছাত্র-ছাত্রী সাথে পিকেএসএফ অডিট কর্মকর্তা জনাব মো: হাবিবুর রহমান ।

**ভিক্ষুক পুনর্বাসন:**

ভিক্ষুক মনোজা বেগমকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জামিরুল ইসলাম , সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ও সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ১ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর এলাহী ইউনিয়নের সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড দুই জন হতদরিদ্র ভিক্ষুক মানজা বেগম ও কামাল উদ্দিনকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে পুর্নবার্সন করার জন্য এক জনকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করে ২ জনকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করে । কামাল উদ্দিনের ১ লক্ষ্য টাকা দিয়ে তাকে ৫০শতাংশ জমি বন্ধক, দোকান ভাড়া, দোকানের মালামাল কিনে দেওয়া হয় এবং মানজা বেগমের ১ লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে ৫০ শতাংশ জমি বন্ধক, মোটর সাইকেল ক্রয় , হাঁস-মুরগীর খোয়াড় ও হাঁস-মুরগী কিনে দেওয়া হয় । বর্তমানে তারা দুই জনই নিজেদের উপার্জিত টাকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে ।

ভিক্ষুক কামাল উদ্দিনকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জামিরুল ইসলাম , সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ও সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ১ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন । এই অর্থ দিয়ে উদ্যমী সদস্য কামাল উদ্দিন দোকানের মালামাল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে ।

## যুব প্রশিক্ষণ ও আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণী প্রশিক্ষণ ঃ

২০১৭ -১৮ অর্থবছরে চর এলাহি ইউনিয়নের যুবকদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার বিষয়ে ভিডিওর মাধ্যমে ৯ টি ব্যাচের দ্বারা ২৭০ জন যুবক - যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যুব সমাজের প্রশিক্ষণের গ্রহণের পর যুবক-যুবতীরা রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ করেছে, বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা রোধ , নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে এবং মাদক বিরোধী গণসচেতনতা তৈরী করার ফলে ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর এলাহী ইউনিয়নে আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও যথাপোযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে গাভী পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ , ও মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বিষয়ক ৬ টি ব্যাচের মাধ্যমে ১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । উক্ত প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতেছেন । যার ফলশ্রুতিতে এখন তাদের আগের চেয়ে উপার্জন বেড়েছে ।

যুব সমাজের আত্ন-উপলব্ধি,নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ।

প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন মোঃ আনোয়ার হোসেন ,উপজেলা মৎস কর্মকর্তা,কোম্পানীগঞ্জ ,নোয়াখালী ।

## ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় সভা ঃ

চর এলাহী ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে প্রতি মাসে প্রতি ওয়ার্ডে ১ টি করে মাসে ৯ টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০০ ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সমন্বয় সভার মাধ্যমে এলাকার মানুষগণ অসুস্থ হলে ভালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং এলাকায় যৌতুক প্রথা,বাল্য বিবাহ,নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম হ্রাস পেয়েছে ।

চর এলাহি ইউনিয়নে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউনিয়নের সকল মেম্বারদের উপস্থিতিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ টি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভার ফলে উক্ত ইউনিয়নের সমস্যা যৌতুক প্রথা,বাল্য বিবাহ,নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম হ্রাস পেয়েছে হ্রাস পেয়েছে ।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচি সমন্বয়কারী আনোয়ারুল ইসলাম ।

ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ।

## সমৃদ্ধি বাড়ি ঃ

আবুল বাসারের সমৃদ্ধ বাড়ি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এবছর ১০ টি বাড়িকে সমৃদ্ধি বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে । সমৃদ্ধি বাড়ির আদলে প্রত্যেকটি বাড়িতে ফল গাছ - (আম ,কাঁঠাল, লেবু ,পেয়ারা,আমড়া,কামরাঙ্গা ,কলা,পেঁপে ) ঔষধি গাছ -(সাজনা,বাসক,নিম ,অর্জুন ) ফুলের গাছ-(গোলাপ ,গাঁদা,পাতাবাহার,ও গেটফুল ) মাছ চাষ - (রুই,কাতলা ,মৃগেল ,সিলভারকার্প,তেলাপিয়া,কমনকার্প ) চাষ এবং গাভী পালন, ছাগল পালন , হাঁস-মুরগী পালন , কবুতর পালনের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৫০০০-৭০০০ টাকা আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়েছে ।

## ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশু শ্রেণীর ছাত্রদের ৫০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা ।

চর এলাহী ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র- ছাত্রী, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ ও ইউনিয়নের যুব সমাজের যুবক-যুবতীদের নিয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয় । বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০ মিটার দৌড়,গণিত দৌড়, মোরগ লড়াই, দড়ি লাফ,সংগীত প্রতিযোগীতা ,ছড়া/কবিতা আবৃত্তি ,চিত্রাঙ্কন , সাধারণ জ্ঞান,একক নৃত্য,দলীয় নৃত্য প্রতিযোগীতা অভিভাবকদের জন্য বালিশ খেলা ও যুবক - যুবতীদের জন্য চেয়ার খেলা,সংগীত প্রতিযোগীতা ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয় । উক্ত খেলায় ওয়ার্ড পর্যয়ের বিজয়ী ও ইউনিয়ন র্পায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের দড়িলাফ প্রতিযোগীতার অংশ । | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপেন কুমার সাহা অংশগ্রহণ । | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন পিকেএসএফ এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপেন কুমার সাহা ও সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম । |

## কর্মসূচির বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সফলতা সমূহের বর্ণনা ঃ

- স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে উক্ত ইউনিয়নের মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে ।
- স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের ফলে উক্ত ইউনিয়নের হতদরিদ্র মানুষ তাদের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের পর সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে সচেতন হয়েছে ।
- স্বাস্থ্য ক্যাম্প বাস্তবায়নের ফলে জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীগণ সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরসনের উপায় খুজে পেয়েছে ।
- ইউনিয়নের চোখের ছানি রোগে আক্রান্ত হতদরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ফলে তাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে ।
- বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠদানের ফলে শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে ঝড়ে পড়ার হার ব্যাপকভাবে কমেছে ।
- বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে অভিভাবক সভা আয়োজন করার ফলে অভিভাবকরা তাদের ছেলে - মেয়ের পড়ালেখার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে ।
- পরিবার ভিত্তিক ল্যাট্রিন বিতরনের মাধ্যমে উক্ত ইউনিয়নের ৮৫ ভাগ পরিবার স্যানিটেশনের আওতাধিন এসেছে ।
- আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণের ফলে উক্ত ইউনিয়নের প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের আয়ের উৎস তৈরী করে নিয়েছে ।
- যুব প্রশিক্ষণের ইউনিয়নের যুবক - যুবতীরা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে ।
- সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় ভিক্ষুক পুর্নর্বাসনের মাধ্যমে ইউনিয়নের ৬ জন ভিক্ষুক ভিক্ষা ভিত্তি থেকে ফিরে এসে নিজেদের আয়ের উৎস তৈরী করেছে ।
- স্থানীয় চেয়ারম্যান ,মেম্বার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের সাথে সমন্বয় সভা করার ফলে ইউনিয়নে বাল্য বিবাহ রোধ,যৌতুক প্রথা রোধ, শিশু শ্রম অনেক কমে এসেছে ।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কমিউিনিটি ল্যাট্রিন ও নলকুপ স্থাপন করার ফলে এলাকার মানুষ উপকৃত হয়েছে ।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর এলাহি ইউনিয়নে সমৃদ্ধ বাড়ি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত বাড়ি থেকে পরিবারের আয়ের উৎস সৃস্টি করা হয়েছে ।

## কর্মসূচির নাম: সমৃদ্ধি কর্মসূচি (৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)

বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এদেশের জনগনের বিশাল অংশ এখনও গরীব । তবে মানব উন্নয়ন সূচকে উন্নতি বিবেচনায় বাংলাদেশ মাঝারি মানের মানব উন্নয়নকারী দেশ। স্বাস্থ্য হচ্ছে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রুগ্ন স্বাস্থ্য দারিদ্রতা ও নিরক্ষতার অন্যতম কারণ এবং জ্ঞান আহরনে অন্তরায় । স্বাস্থ্যের সাথে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের যোগসূত্র রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলে আয় বাড়বে,অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং দ্রুত দারিদ্র হ্রাস পাবে। এ প্রেক্ষাপটে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সংস্থাকে আগস্ট ২০১৪ সনে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে। এ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় সংস্থাকে ২০১৮ সনের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সুবর্ণচর উপজেলার আমানুল্যা ইউনিয়নকে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ইউনিয়নসমূহে উন্নত ও সুষম স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও হাতধোঁয়া কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউনিয়নে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। চর আমান উল্যা ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই'২০১৭ -জুন'২০১৮) নিম্নে প্রদান করা হল।

**কর্মসূচির লক্ষ্য :** দারিদ্র দুরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

### কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :

কর্মসূচির ১ম অর্থ বছরে স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, ভিক্ষুক পূর্ণবাসন কার্যক্রম, শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। নিম্নের অন্যান্য উদ্দেশ্য অর্জনে পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক) | স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম | ঠ) | বসত বাড়ীতে সবজি চাষ কার্যক্রম |
| খ) | শিক্ষা কার্যক্রম | ঢ) | কেঁচোসার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রম |
| গ) | পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা | ড) | কৃমি নাশক ট্যাবলেট বিতরণ |
| ঘ) | আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম | ণ) | ভিক্ষুক পূর্ণবাসন কার্যক্রম |
| ঙ) | বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম | ত) | স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম |
| চ) | আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ | থ) | বসত বাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়া |
| ছ) | যুব উন্নয়ন কার্যক্রম ( যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান) | দ) | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা কার্যক্রম |
| জ) | সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম | ধ) | সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন |
| ঝ) | বন্ধু চুলা কার্যক্রম | ন) | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম |
| ঞ) | শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম | প) | বয়স্কদের জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী |
| ট) | ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ কার্যক্রম | ফ) | সামাজিক উন্নয়ন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ |

### কর্মএলাকার বিবরণ :

| ক্রমিক | শাখার নাম | জেলার নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়ন নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড সংখ্যা | উপ: ভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| ১ | চর আমান উল্যা | নোয়াখালী | সূবর্ণচর | ৬নংচর আমান উল্যা | ৫/৯ টি (কাটাবুনিয়া ০১নং, ০২নং ০৩নং, সাতাশদ্রোন ০৪নং ওয়ার্ড, চর বজলুল করিম ০৫নং, আমান উল্যা ০৬নং, নোয়াপাড়া ০৭নং, ০৮নং ও ০৯নং ওয়ার্ড) | ৫৫৯১ | ১১৭২৩ | ১০৮৯৩ | ২২৬১৬ | |

৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়নের মানচিত্র ঃ

**প্রতিবেদন বছরে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহঃ**

| | |
|---|---|
| ❖ | স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প (গাইনি, চক্ষু ও ছানি অপারেশন) আয়োজন |
| ❖ | স্বাস্থ্য সচেতনতা ও হাতধোয়া বিষয়ে আলোচনা ও টয়লেট সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম |
| ❖ | শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা |
| ❖ | প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও পট গান অনুষ্ঠান |

**স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প (গাইনি, চক্ষু ও ছানি অপারেশন) আয়োজন ঃ**

৭নং ওয়ার্ড সাহাবুদ্দিন মেম্বার বাড়িতে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন জনাব ডাঃ তওফিক এলাহি, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন নোয়াপাড়া ইউনিট, ৭নং ওয়ার্ড, স্থানঃ চর আমান উল্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেবা দিচ্ছেন জনাব ডাঃ মাহফুজ্জামান, মেডিকেল অফিসার। প্রাইম হসপিটাল, মাইজদী কোট, নোয়াখালী।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা দেওয়া হয় এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন লক্ষ্যমাত্রা ছিল-৩৬টি,বাস্তাবায়ন হয়েছে-৩২টি। কাটাবুনিয়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-১৬টি, স্থানঃ কাটাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেবা প্রদান কারী রোগীর সংখ্যা-৪৭০ জন, নোয়াপাড়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-১৬টি, স্থানঃ চর আমান উল্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেবা প্রদান কারী রোগীর সংখ্যা-৫০৮ জন,

স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালিত হয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১০০টি, বাস্তবায়ন হয়েছে-৮৮টি, কাটাবুনিয়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-৪৪টি, স্থানঃ সাগরিকা ডায়াগণষ্টিক সেন্টার, সেবা প্রদানকারী রোগীর সংখ্যা-২৪৮জন, নোয়াপাড়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-৪৪টি, স্থানঃ ইউনিয়ন পরিষদ সেবা প্রদান কারী রোগীর সংখ্যা-২৬০ জন।

৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়নের দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সেবা পিছিয়ে রয়েছে সেই দিক বিবেচনা করে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে চলতি অর্থবছরে ০২টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়, ০১টি গাইনি ক্যাম্প, সেবা গ্রহীতার সংখ্যা-২১২জন, অন্যটি চক্ষু ক্যাম্প, সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল-১৭২জন, চক্ষু ছানি অপারেশন ক্যাম্প করা হয়-০১টি, ফ্রি ছানি অপারেশন করা হয়-১৫জনকে।

দুইটি ইউনিটে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের গরীব অসুস্থ রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয় এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছিল-৩২টি তারমধ্যেকাটাবুনিয়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-১৬টি, স্থানঃ কাটাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেবা প্রদান কারী রোগীর সংখ্যা-৪৭০ জন, নোয়াপাড়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-১৬টি, স্থানঃ চর আমান উল্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেবা প্রদান কারী রোগীর সংখ্যা-৫০৮ জন,

সমৃদ্ধি কর্মসূচির দুই জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মাধ্যমে স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালিত হয়। বিগত অর্থবছরে দুইটি ইউনিটের মাধ্যমে ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকবাস্তবায়ন হয়েছে-৮৮টি, কাটাবুনিয়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-৪৪টি, স্থানঃ সাগরিকা ডায়াগণষ্টিক সেন্টার, সেবা প্রদানকারী রোগীর সংখ্যা-২৪৮জন, নোয়াপাড়া ইউনিটে আয়োজন করা হয়-৪৪টি, স্থানঃ ইউনিয়ন পরিষদ সেবা প্রদান কারী রোগীর সংখ্যা-২৬০ জন।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ১নং ওয়ার্ড কাটাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্যাটেলাইট ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন জনাব ডাঃ তওফিক এলাহি, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সুবর্ণচর, নোয়াখালী। | সাগরিকা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারস্থ স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সবা দিচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শ্যামলী দেব নাথ। | চরআমানউল্যাহস্থ স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সবা দিচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আমজাদ হোসেন। |

**স্বাস্থ্য ক্যাম্প:**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| কাটাবুনিয়া ইউনিটের বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প (গাইনি) ইউনিয়ন পরিষদস্থ ক্যাম্পে অপেক্ষমান রোগীরা। | কাটাবুনিয়া ইউনিটের বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প (চক্ষু) ইউনিয়ন পরিষদস্থ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জনাব মো: রুহুল মতিন। | চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে বাছাইকৃত ফ্রি চক্ষু ছানি অপারেশনের পুর্বে রোগীদের সাথে সংস্থার উধ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ। |

৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়নের দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সেবায় পিছিয়ে রয়েছে সেই দিক বিবেচনা করে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে চলতি অর্থবছরে ০২টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়, ০১টি গাইনি ক্যাম্প, সেবা গ্রহীতার সংখ্যা-২১২জন, অন্যটি চক্ষু ক্যাম্প, সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল-১৭২জন,এ ১৭২ জন থেকে চক্ষু ছানি অপারেশনের বাচাঁয় করে ফ্রি ছানি অপারেশন করা হয় ।

## স্বাস্থ্য সচেতনতা ও হাতধোয়া বিষয়ে আলোচনা ও টয়লেট সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমঃ

হালিম বাজারস্থ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে টয়লেট সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আবু ওয়াদুদ, চর আমানউল্যা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানজনাব মো: বেলায়েত হোসেন এবং সংস্থার উধ্বর্তন কর্মকর্তা বৃন্দ।

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা কর্তৃক পরিচালিত হয়। কাটাবুনিয়া ইউনিটের আওতায় ৬জন ও নোয়াপাড়া ইউনিটের আওতায় ৫জন স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা কর্তৃক আলোচনা অনুষ্ঠানের হয়েছে-৩৮টি ।অংশগ্রহণকারী সংখ্যা জন। স্বাস্থ্য সচেতনমূলক আলোচনার মাধ্যমে টয়লেট ব্যবহার, পুষ্টি কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, সবজি চাষ, ফলজ ও ঔষধি গাছ রোপন, বাল্য বিবাহ রোধ, হাত ধোয়া কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চলতি অর্থবছরের টয়লেট সামগ্রী বিতরণ হয়েছে-১০০টি, টয়লেট সামগ্রী বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্যানেটারী টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত হবে ও এলাকার পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে। হাত ধোয়া কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ ব্যাধী কম হবে। (প্রতিজনকে ৫টি রিং,১টি স্লাপ,১টি ডাকনা,৬ পিছ টিন,১ টি গ্যাস পাইপ,১ টি সাপ্লাই পাইপ দেয়া হয়েছে।)

স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা জনাবা সাজেদা আক্তার ও পদ্মা রানি কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা , নোয়াপাড়া ইউনিট, ৭নং ওয়ার্ড, স্থানঃ সাহাবুদ্দিন মেম্বার বাড়ি।

টয়লেট সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে হাতিয়া উপজেলার সহকারী কমিশণার ভূমিজনাব মাহাবুবুল হক, ৬নং চরআমানউল্যা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: বেলায়েত হোসেন এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ উধ্বর্তন কর্মকর্তা বৃন্দ। হালিম বাজার, সুবর্ণচর।

হাত ধোঁয়া কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছেন স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা শ্রীমান্তি দেব নাথ। জালালের বাড়ি ওয়ার্ড, কাটাবুনিয়া ইউনিট,

## শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র ঃ

রাধা গোবিন্দ মন্দিরে অবস্থিত বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন শিক্ষিকা পাপড়ী রানি। পরিদর্শন করছেন কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে ২৫টি বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৯৭জন ছাত্র ছাত্রীকে পাঠ দান করা হচ্ছে। বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র পরিবারের ছাত্র ছাত্রীদের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের পাঠ তৈরি করে দেওয়া হয়।

চর বজলুল করিম গ্রামের হরি মন্দিরে অবস্থিত রাইসা বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠদান করাচ্ছেন শিক্ষিকা আমেনা বেগম।

৬নং ওয়ার্ড রাইসা বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংস্থার কনপারেন্স রুমে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের মাসিক মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জনাব মো: রুহুল মতিন ও সহকারী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

## প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও পট গান অনুষ্ঠান ঃ

পট গান করছেন হীড বাংলাদেশের শিল্পী ফোরামের শিল্পীরা, উপভোগ করছেন ৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়নের জনগণ স্থানঃ চর আমান উল্যা জুনিয়র আদর্শ হাই স্কুল মাঠ।

পট গান শেষে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচি নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন।

শিক্ষিকা প্রশিক্ষণে ০৩জন মাষ্টার ট্রেইনারের মাধ্যমে ০৬টি সেশন পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে শিক্ষিকাগণ বাংলা, অংক ও ইংরেজি বিষয়ে তাদের জড়তা বিমোচন হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাধ্যমে শিক্ষিকাগণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পুর্ণউদ্যোমে পাঠ দান করতে পারবেন। চলতি অর্থবছরে স্কুল শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল-০১টি, অর্জিত হয়েছে -০১টি।স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণে ০২জন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে ০৪টি সেশন পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিদর্শিকাগণ ডায়াবেটিক পরীক্ষা, ওজন মাপা, রক্তচাপ পরীক্ষা, গর্ভবতী মহিলার চেক আপ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনমূলক আলোচনা করতে পারবেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষন লক্ষ্যমাত্রা ছিল-০১টি, অর্জিত হয়েছে-০১টি।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশণ (পিকেএসএফ) কর্তৃক আয়োজিত এবং সংস্থার বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথারোধ, স্যানিটেশন, বৃক্ষ রোপন, সবজি চাষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর পটগান পরিচালিত হয়।

স্কুল শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাস্থ্য পরিদর্শিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ডাঃ কিবরাত সাদিক, মেডিকেল অফিসার, নোয়াখালী জেনারেল হসপিটাল, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।

স্বাস্থ্য পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষণ শেষে আলোচনায় সংস্থার ক্রেডিট কো-অর্ডিনেটর জনাব মো: শামছুল হক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব হান্নান মোল্লা।

## কুয়েত গুডউইল ফান্ড (কেজিএফ) কর্মসূচিঃ

২০০৮ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইসলামী অর্থনৈতিক ফোরামে কুয়েতের মহামান্য আমীর শেখ সাবাহ্ আল- আহম্মদ আল জাবের আল সাবার ঘোষনা অনুযায়ী তার উদ্যোগে ইসলামী দেশ সমূহের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা প্রদান ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে " কুয়েত গুড উইল ফান্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ আগ্রহের প্রেক্ষিতে Kuwait Fund for Arab Economic Development(KFAED), 'Kuwait Goodwill Fund for the Promotion of Food Security in Islamic Countries' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদন এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসা সংশ্লিষ্ট

কর্মকান্ডে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সে অনুযায়ী জানুয়ারী ৩০, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ সরকার, পিকেএসএফ এবং কাফেদ এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।এই আর্থিক সহায়তা চুক্তির প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনের মূলস্রোত কার্যক্রমভূক্ত সুফলন ও অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত সদস্যদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। এ পর্যন্ত ১১ কোটি ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার সুফলন ঋণ এবং উচ্চ ফলনশীল ফসল, কেঁচো সার তৈরি, ছাগল পালন, মাছ চাষ, সমন্বিত ফসল চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন, ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার, ফেরোমন ফাঁদ প্রদর্শনী ও  মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**কর্মসূচির লক্ষ্য:**

কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর প্রোমোশন অব ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ" শীর্ষক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল, লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠিকে খাদ্য উৎপাদন, কৃষিজ পণ্য ও উপজাত প্রμ য়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যμ ম
যেমন ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে microcredit ও small loan সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বাড়ানো,
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা কমানো, খাদ্যনিরাপত্তা বাড়ানো ও কারিগরি সহায়তা প্রদান ।

**কর্মসূচির উদ্দেশ্য:**
০১. কৃষিজ উৎপাদন, কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠির মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সঠিক সময়ে চাহিদা মাফিক ঋন সহায়তা প্রদান ।
০২. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আধুনিক, কার্যকরি ও টেকসই নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, প্রযুক্তি পরিগ্রহণ এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ।
০৩. খাদ্যোৎপাদন, প্রμ য়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক উদ্যোগে অর্থায়নকে পিকেএসএফ এর মূলধারার কার্যμ মে উন্নীতকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি করা ।

**কর্মসূচির মূল উপাদান ও কার্যμ ম সমূহ: এ প্রকল্পের মূল উপাদান ২টি**
ক. ঋণ সহায়তা: microcredit ও small loan
খ. কারিগরি সহায়তায় সামর্থ্য বৃদ্ধি: প্রশিক্ষণ, ব্লক প্রদর্শনী, ফলাফল প্রদর্শনী, পদ্ধতি প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন, উপকরণ সহায়তা ইত্যাদি।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই২০১৫-জুন২০১৮

কর্মএলাকার বিবরণ : সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯৩ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার উপকুলীয় চর অঞ্চলে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এখানকার  অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবি- কৃষিকাজ , মাছ চাষ, গরু ছাগল পালন করাই তাদের পেশা। কৃষি, মাছ চাষ ও  গৃহপালিত গবাদি পশুপাখি পালন দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা নির্বাহের খাত হিসেবে অন্যতম। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার সমূহ তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ করে ফসল উৎপাদন, মাছ চাষ ও  গৃহপালিত গবাদি পশুপাখি পালন এবং বর্গায় গবাদি পশুপাখি পালন করে থাকে।

| ক্রমিক নং | জেলা | উপজেলা | শাখার নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ০১ | নোয়াখালী | সুবর্নচর | চরবাটা, চর মহ্িউদ্দিন, চর আমানউল্যা, পূর্ব চরবাটা | ৬ (চরবাটা, চর জুবিলী, চর আমানউল্যা, পূর্ব চরবাটা, চর | ২৭ | ৯৭৩৯ | ৭৮৩৫ | ৩৪৪৯৮ | ৪২৩৩৩ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ওয়াপদা, চরক্লার্ক) | | | | | |

## প্রকল্পের এক নজরে এবছর পরিচালিত কার্যক্রমঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন | ■ | উচ্চ ফলনশীল ফসল, ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার |
| ■ | ভার্মি কম্পোষ্ট, সমন্বিত ফসল চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন | ■ | কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ, মাঠ দিবস, এক্সপোজার ভিজিট |

## দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ :

সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গৌতম চন্দ্র দাস কর্তৃক চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের উপকারভোগী দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

এই অর্থবছরে চরবাটা, চরজুবলী, চর আমানউল্লাহ ও পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ৯৮ জন কৃষককে ধান চাষে, ২৫ জন কৃষককে সয়াবীন, ২৫ জন কৃষককে তরমুজ ও ৫০ জন কৃষককে শশা, করলা, ঝিঙ্গা চাষ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ১০০ জন উপকারভোগীকে গবাদি পশুর রোগ, টিকা প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে পরিনত করা হয়েছে।

তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, চর মহিউদ্দিন শাখা অফিসে ধান চাষের উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন

মানিক চন্দ্র রায়, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা গবেষনা ইনষ্টিটিউট, চরবাটা শাখা প্রশিক্ষণ কক্ষে ফসল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন

## ভার্মি কম্পোষ্ট, সমন্বিত ফসল চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন :

চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের দক্ষিন চর ক্লার্ক গ্রামের আমেনা বেগম এর স্বামী চান মিয়া সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুকুরের চারপাশে, জমিতে নিরাপদ সীম, বেগুন, ঢেড়স, মরিচ উৎপাদন করেন।

সংস্থার কর্মএলাকার কৃষকদের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব জৈব সার হিসাবে নতুন উদ্ভাবিত কেঁচো সার উৎপাদন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্পের খরচে ৬ জন উপকারভোগী সদস্যকে জন প্রতি ১ টি হিসাবে মোট ৬ টি কেঁচো পালন উপযোগী রিং স্লাইড এবং প্রতিজনকে ১০০০ টি হিসাবে মোট ৬০০০ টি গোবর খাদক অষ্ট্রেলিয়ান লাল রংয়ের কেঁচো বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। উপকারভোগী কৃষক ও কৃষাণীদের জৈব সার হিসাবে নতুন উদ্ভাবিত কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য জানানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের চর বজলুল করিম গ্রামের ফাতেমা বেগম কর্তৃক কেঁচো সার উৎপাদন হচ্ছে

চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের দক্ষিন চর ক্লার্ক গ্রামের তাসলিমা বেগম সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করেন।

সমন্বিত ফসল চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন এর লক্ষ্যে ৮টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১৫ জন উপকারভোগী কৃষককে নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ, নীল ফাঁদ, কেঁচো সার, জৈব বালাইনাষক ও ছত্রাকনাশক বিতরন করা হয়, এগুলো ব্যবহারের ফলে কৃষকগনের উৎপাদন খরচ অনেক কমে গেছে পাশাপাশি অত্র অঞ্চলের জনসাধারনের জন্য বিষমুক্ত সবজি ও তরমুজ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

## উচ্চ ফলনশীল ফসল, ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার :

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের জান্নাতুল ফেরদৌস এর স্বামী উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে সূর্যমূখী সুবর্ন জাত চাষ করে বিঘা প্রতি ১০ মণ ফলন পান

উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে সূর্যমূখী সুবর্ন, বারি সয়াবীন-৫, বারি আলু-৩৫,৩৭,৪১,৭২,ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রি ধান-৬৭ চাষ করা। বারি সয়াবীন-৫ এর ফলন প্রচলিত সোহাগ জাতের চেয়ে বিঘায় ৪-৫ মণ বেশি। আলুর ৬টি জাতের মধ্যে বারি আলু-৩৫ সবচেয়ে বেশি ফলন দেয়। ফুলকপি, বাধাকপি ছিল স্নো হোয়াইট ও স্নো ক্রাউন জাতের, যার ফলন ও আকার অন্যান্য জাতের চেয়ে বেশি। সূর্যমূখী সুবর্ন অত্র অঞ্চলে একেবারেই নতুনভাবে চাষাবাদ শুরু হয়, প্রদর্শনীর মাধ্যমে এর প্রসার আরো বেড়েছে। ব্রি ধান-৬৭ লবনাক্ত সহনশীল একটি জাত, যা ব্রি ধান-২৯ এর বিকল্প বা এর ফলন এই ধানের কাছাকাছি।

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামের হালিমা বেগম উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বারি আলু-৩৫,৩৭,৪১,৭২, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল জাত চাষ করেন যার মধ্যে বারি আলু-৩৫ থেকে ভালো ফলন পান

চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের কাটাবুনিয়া গ্রামের কৃষক মো: সাহাবউদ্দিন ধান চাষে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার করে বিঘা প্রতি ৪ মণ ফলন পান

বাজারে প্রাপ্ত সাধারণ ইউরিয়া সার দিয়ে ব্রিকেট মেশিনের সাহায্যে তৈরি বড় আকারের ইউরিয়া সারের গুটিকে গুটি ইউরিয়া বলে। এই গুটি

ইউরিয়া দেখতে অনেকটা ন্যাপথ্যালিনের বলের মতো। বর্তমানে বাজারে সাধারণত তিন সাইজের গুটি ইউরিয়া পাওয়া যায়। এগুলো হলো ০.৯০ গ্রাম ওজনের সাধারণ গুটি,১.৮ গ্রাম ওজনের মধ্যম সাইজ ও ২.৭ গ্রাম ওজনের মেগা গুটি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯ জন সদস্যের মাঝে ৮৪০ কেজি গুটি ইউরিয়া বিতরন করা হয়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে সাধারণ ইউরিয়া ব্যবহারকারীর চেয়ে বিঘা প্রতি ফলন ৩-৫ মণ বৃদ্ধি পায়।

## কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ, মাঠ দিবস, এক্সপোজার ভিজিট :

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের উত্তর রসুলপুর গ্রামের জোসনা বেগম পুকুরে কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে সীম চাষ করে দ্বিমুখী আয়ের সফলতা পেয়েছেন।

চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের ২ জন ও পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের ২ জন উপকারভোগীকে পুকুরে কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষের উপর প্রদর্শনী প্রদান করা হয়। উক্ত চাষীগন মাছ বিক্রয়ের পাশাপাশি পাড়ে সবজি চাষ করে দ্বিমুখী আয়ের পথ দেখেছেন। ধান চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার এর উপর ৯ জন কৃষককে ১২ একর জমি চাষের আওতায় আনা হয়, এতে একর প্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া সার কম লাগে এবং ২৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়।

চট্রগ্রামের এনজিও ঘাসফুল এর ভ্যালুচেইন PACE প্রকল্প কর্তৃক সমন্বিত ফসল চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদনের উপর নলেজ শেয়ারিং এক্সপোজার ভিজিট করেন।

চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের কাটাবুনিয়া গ্রামে ধান চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে সফলতার উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

চট্রগ্রামের এনজিও ঘাসফুল এর ভ্যালুচেইন PACE প্রকল্প কর্তৃক সমন্বিত ফসল চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে নলেজ শেয়ারিং এক্সপোজার ভিজিট অনুষ্ঠিত হয়।

**কর্মসূচির নাম :** লিফট কর্মসূচীর আওতায় " ভেড়া পালন "প্রকল্প

## কর্মসূচির পটভূমি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ :

প্রায় দুই দশক সময় সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ( পিকেএসএফ ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় প্রাণি সম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় আধূনিক

প্রাণি সম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি গুলো পৌছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিগত ২৪/৪/২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ( পিকেএসএফ ) পরিচালনা পর্ষদের ২০৮ তম সভায় Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসুচির আওতায় " দেশী উন্নত জাতের ও সংকর জাতের ভেড়া পালন ও সংরক্ষন এবং পারিবারিক ও প্রজনন / প্রদর্শনী খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন"প্রকল্প গ্রহন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায়" ভেড়া পালন" প্রকল্প অক্টোবর , ২০১৭ ইং হতে শুরু করে। সংস্থা পর্যায়ে একটি ব্রিড়িং খামার স্থাপন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**কর্মসূচির লক্ষ্য :** "দেশী উন্নত জাতের ও সংকর জাতের ভেড়া পালন ও সংরক্ষন এবং পারিবারিক ও প্রজনন / প্রদর্শনী খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন"

## কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :

- প্রচলিত ধারায় ভেড়া পালনের পরিবর্তে আদর্শ পদ্ধতিতে ভেড়া পালন প্রচলন করে এ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ।
- প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগী সদস্যদের ভেড়া পালন বিষয়ক প্রযুক্তিগত কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।
- সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যয় সীমিত রেখে উৎপাদন বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বানিজ্যিকভাবে সারা বছর ভেড়া পালনকে লাভজনক ভাবে সম্প্রসারন করা ।
- কারিগরি ও প্রযুক্তি সহয়তার মাধ্যমে দেশী উন্নত জাতের ও সংকর জাতের ভেড়া পালনকারীদের উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রজনন সেবার মাধ্যমে ভেড়ার জাত উন্নত করা, প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরোক্ষভাবে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
- উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজার মূল্য নিশ্চিত করা ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

## কর্মএলাকার বিবরণ ঃ

কর্মএলাকার তিনটি ইউনিয়নের আ্ওতায় ২১ টি গ্রামে ৭১২৮ উপকারভোগী পরিবারের ২৮৮১২ লোকজনের সামাজিক অবস্থা, যোগাযোগ ব্যাবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, দূর্যোগ থেকে রক্ষার উপায়, সরকারী ও বেসরকারী সহযোগীতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোক পাত করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পরিবর্তীত অবস্থার তুলনামূলক চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল :

| ক্রম নং | শাখার নাম | জেলার নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়নের নাম | গ্রামের সংখ্যা | উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | উপকারভোগীর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ০১ | চরবাটা, চরআমানউল্যা, পূর্বচরবাটা | নোয়াখালী | সূবর্ণচর | চরবাটা, চর আমানউল্যা , পূর্বচরবাটা | ১৬ | ২২৯৮ | ১১৬০ | ১১৩৮ | ২২৯৮ |

**আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন প্রর্দশনী ঃ**

চরবাটা শাখার পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে আকাশমনি মহিলা স: সদস্য রহিমা বেগমের স্বামী জসিম উদ্দিন ভেড়াকে দানাদার খাদ্য খাওয়াচ্ছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮অর্থ বছরে ৫৫টি মাচাসহ ঘর তৈরি করার মাধ্যমে ভেড়া পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয় । খামার সমুহ যথাক্রমে চরবাটা ইউনিয়নে ২৫ জন, চর আমানউল্যা ১৭জন এবং পুর্ব চরবাটায় ১৩ জন। প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতিতে ভেড়া পালনের পরিবর্তে আধুনিক বা মাচা পদ্ধতিতে আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় ভেড়া পালন , উন্নত জাতের ঘাস চাষ, সুষম খাদ্য প্রদান ও নিয়মিত টিকা প্রদানের ফলে এক দিকে যেমন ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি নিউমোনিয়া, ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের মতো মারাত্বক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ফলে ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় ভেড়া পালনকারী সদস্যরা ভেড়া বিক্রয় করে বার্ষিক প্রায় ২৫০০০-৩০০০০ টাকা আয় করে ।

চরবাটা শাখার আওতায় চরবাটা ইউনিয়রে মধ্যচরবাটা গ্রামের আখি মহিলা উন্নয়ন সমিতির গ্রুপ মিটিংএ ভেড়া পালন বিষয়ে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করছেন প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ সাইফুল ইসলাম।

পূর্ব চরবাটা শাখার চর মজিদ গ্রামে অনামিকা মহিলা উ:স: সদস্য নজিবা খাতুনের আলো বাতাস চলাচল উপযুক্ত মাচাওয়ালা ভেড়ার ঘর।

পূর্ব চরবাটা শাখার মোহাম্মদপুর গ্রামের মেঘনা মহিলা উঃ সঃ সদস্য আনোয়ারা বেগমের স্বামী ভেড়াকে খাওয়ানোর জন্য জমিতে চাষ করা জার্মান ঘাস কাটছে।

কর্মএলাকার বিভিন্ন সমিতিতে সাপ্তাহিক গ্রুপ মিটিংয়ে ভেড়ার সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচির ব্যবস্থা, অসুস্থ পশুর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, সঠিক নিয়মে ভেড়া পালন করার কলাকৌশল শিখানো ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া ভেড়া পালন প্রকল্পের আওতায় বুনিয়াদ, জাগরণ এবং অগ্রসর কার্যক্রমের অধীনে সংগঠিত সদস্য, যারা ভেড়া পালন করছেন বা পালনে আগ্রহী, তাদেরকে

ভেড়া পালন বিশেষ ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। সদস্যদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় দেশী উন্নত জাতের ও সংকর জাতের ভেড়া পালনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা । এছাড়া সদস্যদের ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, ঘাষ চাষ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনুদান এবং কারিগরি সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

গত ২৮/০৫/২০১৮ তারিখে ভেড়া পালন কর্মসুচি চরবাটা শাখার হাজীপুর গ্রামের উদয়ন কৃষি উন্নয়ন সমিতি সরজমিনে পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা ডাঃ হাসান হাবিবুর রহমান।

## ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ঃ

নিম্নের টেবিলে উল্লেখিত কার্যক্রম গুলো বছর ব্যাপী পরিচালিত হবে।

| ক্রমিক | কার্যক্রমের বিবরণ | সংখ্যা / জন | উপকারভোগী সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ক. | উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ | ৯ ব্যাচ | ২২৫ জন | |
| খ. | ভেড়া পালন অনুদান(মাচা সহ ঘর) | ৯৫ টি | ৯৫ জন | |
| গ. | ঘাস চাষ প্রদর্শনী | ১০টি | ১০জন | |
| ঘ. | হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ প্রদর্শনী | ১০টি | ১০জন | |
| ঙ. | কর্মশালা | ২টি | ২২৫জন | |
| চ. | টিকা | পিপিআর-২৪টি ভায়েল এবং এফএমডি-২৪টি ভায়েল । | ১৫০০ জন | |
| ছ. | কৃমি নাশক | ১৮০০টি বোলাস | ১৭০জন | |

## কর্মসূচি : প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছর গুলোয় পিকেএসএফ এর কার্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মানবিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রত্যয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম কাঠামো অব্যাহত ভাবে সমৃদ্ধি হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় দারিদ্র দুরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সংহতি রেখে পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি নামের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থা ২০১৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর থেকে নোয়াখালী জেলার চর এলাহী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবে এতে করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

**কর্মসূচির লক্ষ্য :** প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

## কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :

প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয়, পেনশন স্কীম প্রণয়ন, প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্যারা ফিজিওথ্যারাপিষ্ট প্রশিক্ষণ, প্রবীণ ব্যাক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা।

## কর্মএলাকার বিবরণ :

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ দিকে ৮নং চর এলাহী ইউনিয়ন অবস্থিত। চর এলাহী ইউনিয়নে ১২টি গ্রাম, ০৯টি ওয়ার্ড আছে। ইউনিয়নের মোট খানার সংখ্যা-৬৯৫২টি, মোট জনসংখ্যা-৩৩৭৮৭ জন, প্রবীনের সংখ্যা ১৬২০ জন। ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ১লা জুলাই, ২০১৭ইং তারিখ থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | শাখা | ওয়ার্ড সংখ্যা | উপ:ভোগী প্রবীণসংখ্যা | উপকারভোগীপ্রবীণসংখ্যা | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| নোয়াখালী | কোম্পানিগঞ্জ | চর এলাহী | চর এলাহী | ৯টি (১নং-৯নং) | ১৬২০ | ৮১২ | ৮০৮ | ১৬২০ | |

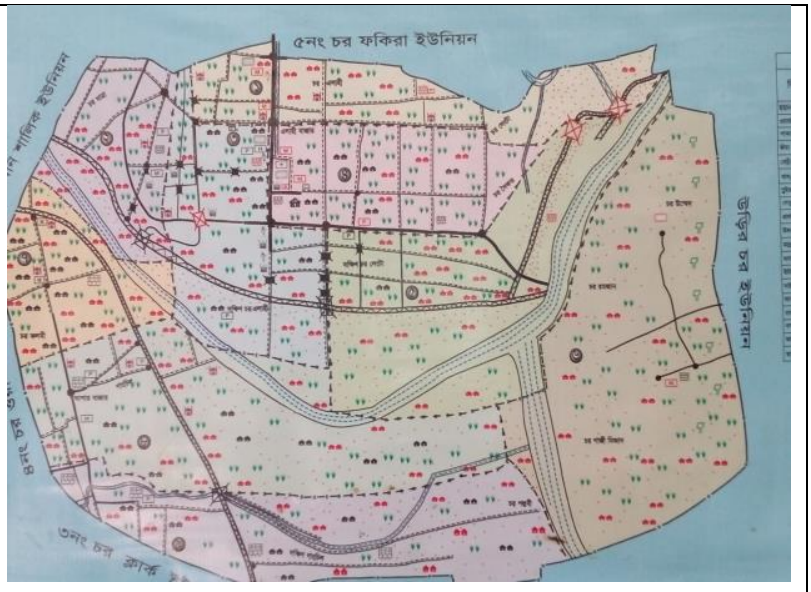


৮নং চর এলাহি ইউনিয়নের ম্যাপ

## প্রতিবেদন বছরে পরিচালিত কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ:

| | |
|---|---|
| ❖ | প্রবীণ গ্রাম ,ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি মিটিং ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম |
| ❖ | কর্মসূচি বিষয়ক প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন ও প্রবীণ ঋণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম |
| ❖ | বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম |

| | |
|---|---|
| ❖ | আর্থিক সহায়তা ও অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণ-পোষণ প্রদান |
| ❖ | প্রবীণদের সাথে মতবিনিময় সভা ও প্রবীণদিবস উদযাপন |
| ❖ | মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান কার্যক্রম |

## প্রবীণ গ্রাম ,ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি মিটিং ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঃ

প্রবীণ কার্যক্রমের সার্ভের কাজ শেষে ওয়ার্ড কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম , এরিয়া ম্যানেজার আবুল কালাম আজাদ , প্রকল্প সমন্বয়কারী , সমৃদ্ধি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

চর এলাহি ইউনিয়নের জরিপকৃত প্রবীণদেরকে নিয়ে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে আগ্রহী প্রবীণদেরকে নিয়ে প্রবীণ গ্রাম , ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয় । ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫ টি গ্রাম কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয় । এর ফলে উক্ত গ্রামের প্রবীণগণ তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ঠ হয় ।

চর এলাহি ইউনিয়নে ৯ টি ওয়ার্ডে ৭৬ টি ওয়ার্ড কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত মিটিং এর ফলে প্রবীণদের মধ্যে যারা সরকারী বিভিন্ন সহযোগিতার আওতায় নেই অথ্যাৎ যারা ওয়ার্ডের দরিদ্র ও হতদরিদ্র সযোগিতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু কোনভাবে পাচ্ছেনা তাদের প্রবীণ কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন ঃ বয়ষ্ক ভাতা / পরিপোষক ভাতা ও কিছু অসচ্ছল প্রবীণের ভরণ পোষন করা হয় ।

৫ টি ইউনিয়ন কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত মিটিং এর ফলে চর এলাহি ইউনিয়নে ঝুঁকিপুর্ণ ও অসচ্ছল প্রবীণদের তালিকা চুড়ান্ত করে তাদের মাঝে বিশেষ সহায়তা প্রদান , বয়ষ্ক ভাত/ পরিপোষক ভাতা প্রদান , অসচ্ছল প্রবীণকে ভরণ পোষরণ ও আবাসন , মৃতের সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান , প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা , শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয় ।

| | |
|---|---|
| | |
| চর এলাহি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে গ্রাম (চর এলাহি গ্রাম) কমিটি মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ । | চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদে প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ও চর এলাহি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক । |

## কর্মসূচি বিষয়ক প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন ও প্রবীণ ঋণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

চর এলাহি ইউনিয়নে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ৩ টি ব্যাচের মাধ্যমে ৮১ জন প্রবীণকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয় । "প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন "কর্মসূচির আওতায় গ্রাম, ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটি গুলোর প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে কর্মসূচির বিষয়ে ধারণা প্রদান, কমিটি গুলোর দায়-দায়িত্ব, স্থানীয় সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড, নেতৃত্ব, যোগাযোগ এবং মনিটরিং বিষয়ে আলোচনা কারা হয় । ওরিয়েন্টেশন এ প্রবীণদের জন্য স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের করণীয় এবং বরাদ্ধকৃত সুযোগ সুবিধাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে । কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অসচ্ছল ও ঝুঁকিপুর্ণ প্রবীণ ব্যক্তিদের বেইজ লাইন জরিপ অনুসারে তালিকা তৈরীর মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে পারবে বলে আশাবাদী।

চর এলাহি ইউনিয়নে ৩ টি ব্যাচে মোট ৬০ জনকে প্রবীণদের ঋণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । প্রবীণ উপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয় । তন্মধ্যে হাঁস-মুরগী পালন, গাভী ও ছাগল পালন, সবজি চাষ, মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয় । উক্ত ঋণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় । প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রবীণ অতিদরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান করবেন ।

| | |
|---|---|
| | |
| চর এলাহি বাজার অফিসে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন। | চর এলাহি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে প্রবীণদের নিয়ে ঋণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। |

## বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম ঃ

| | |
|---|---|
| | |
| উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান বাদল, কোম্পানীগঞ্জ, সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে শারীরীকভাবে নাজুক প্রবীণ ব্যক্তি হুইল চেয়ার বিতরণ করছেন | কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ জামিরুল ইসলাম, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ও সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে শারীরীকভাবে নাজুক প্রবীণ ফাতেমা খাতুনকে হুইল চেয়ার বিতরণ করছেন। |

চর এলাহি ইউনিয়নে অসহায় প্রবীণদের মাঝে ৫০ টি চাদর , ৫০ টি কম্বল , ২টি হুইল চেয়ার , ২০টি ওয়াকিং স্টিক , ২০ চেয়ার কমোড ও ২০ টি ছাতা বিতরণ করা হয় । উক্ত ইউনিয়নের শারীরীকভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণগণ এই উপকরণ ব্যবহারের ফলে উপকৃত হচ্ছে ।

| | |
|---|---|
| | |
| চর এলাহি প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় অসহায় প্রবীণদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন পিকেএসএফ এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপেন কুমার সাহা এবং সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম । | চর এলাহি ইউনিয়ের ৬ নং ওয়ার্ডে অসহায় প্রবীণদেরকে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ রেজাউল ইসলাম । |

## আর্থিক সহায়তা ও অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণ-পোষণ প্রদান ঃ

চর এলাহি ইউনিয়নে অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রবীণদের মাঝে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ৭৫ জনকে পরিপোষক (বয়স্ক) ভাতা প্রদান করা হয় । উক্ত টাকা পাওয়ার ফলে অসহায় প্রবীণগণের আর্থিক অবস্থা লাগব হয়েছে ।

চর এলাহি ইউনিয়নে ১ জন অসচ্ছল প্রবীণের ভরণ -পোষণ বাবদ মাসিক ৪০০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে । এই টাকা পাওয়ার ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে ।

চর এলাহি ইউনিয়নে হতদরিদ্র প্রবীণকে পরিপোষক ভাতা প্রদান করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ও সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ।

চর এলাহি ইউনিয়নের অসচ্ছল প্রবীণ আমিন উল্যাহকে ভরণ -পোষণ বাবদ ৪০০০/- প্রদান করছেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ জামিরুল ইসলাম ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ।

## প্রবীণদের সাথে মতবিনিময় সভা ও প্রবীণদিবস উদযাপন ঃ

চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদে প্রবীণদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুহুল মতিন ।

চর এলাহি ইউনিয়নে ১লা অক্টোবর ২০১৭ ইং তারিখে "আগামীর পথে , প্রবীণের সাথে "এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৭ উদযাপিত হয় । উক্ত দিবসে প্রবীণদের তাদের আদায়ের জন্য সচেষ্ঠ থাকার ব্যাপারে সচেতন করা হয় ।

চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০১৭ উদযাপনের র‍্যালীতে সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম ।

চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০১৭ অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চর এলাহি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও সংস্থার সহকারী

| | |
|---|---|
| | পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম । |

## মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান কার্যক্রম ঃ

চর এলাহি ইউনিয়নে ৭ নং ওয়ার্ডে প্রবীণ মৃত মোঃ ছায়েদুল হকের পুত্র মোঃ জাকির হোসেনকে নগদ ২০০০/- টাকা প্রদান করছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ও প্রবীণ কর্মসূচি সংগঠক মোঃ মিজানুর রহমান ।

চর এলাহি ইউনিয়নে ১৩ জন হতদরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিকে মৃতের সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান করা হয় । উক্ত টাকা প্রদান করার ফলে মৃত ব্যক্তির পরিবার মৃত ব্যক্তিকে দাপন কার্যক্রমে ব্যয় করেছে।

**কর্মসূচির নাম :** প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি(চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)।

**কর্মসূচির পটভূমি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ :**

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পিকেএসএফ এর কার্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মানবিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনূকুল পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রত্যয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম কাঠামো অব্যাহত ভাবে সমৃদ্ধি হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় দারিদ্র দুরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সংগতি রেখে পিকেএসএফ ও ইহার পার্টনার অর্গানাইজেশনের সাথে যৌথ ভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি নামের নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থা ২০১৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর থেকে নোয়াখালী জেলার চর এলাহী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সন থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য চর আমানুল্যা ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সংস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সংস্থা ১লা জুলাই, ২০১৮ইং তারিখ থেকে চর আমান উল্যা ইউনিয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। যার জরিপ কার্যক্রম চলছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবে এতে করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

**কর্মসূচির লক্ষ্য :** প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন।

**কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :**

প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয়, পেনশন স্কীম প্রণয়ন, প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান , প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্যারা ফিজিওথ্যারাপিষ্ট প্রশিক্ষণ, প্রবীণ ব্যাক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা। কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হবে বলে আমরা আশা করি।

কর্মএলাকার ম্যাপঃ

৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়নের মানচিত্র

**কর্মএলাকা ও প্রবীণ উপকারভোগী তথ্য :**

সূবর্ণচর উপজেলার পূর্বদিকে ৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়ন অবস্থিত। চর আমান উল্যা ইউনিয়নে ০৫টি গ্রাম, ০৯টি ওয়ার্ড আছে। ইউনিয়নের মোট খানার সংখ্যা-৫৫৯১টি, মোট জনসংখ্যা-২২৬১৬জন, প্রবীণের সংখ্যা-১৪২১জন। পুরুষ-৬৫৭ জন,মহিলা-৭৬৪ জন, প্রবীণদের জন্য সরকারি সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে দরিদ্র পরিবারের প্রবীণ ব্যাক্তিগণ নানাবিদ দুখ কষ্টে তাদের জীবন ধারন করছে। ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে ১লা জুলাই,২০১৮ইং তারিখ থেকে প্রবীণ কর্মসূচী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

| মিক | শাখার নাম | জেলার নাম | উপজেলা নাম | ইউনিয়ন নাম | গ্রামেরনাম ও ওয়ার্ড | উপ: ভোগী পরিবার সংখ্যা | প্রবীণ সংখ্যা | | | মন্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| ১ | চর আমান উল্যা | নোয়াখালী | সূবর্ণচর | ৬নংচর আমান উল্যা | ৫/৯ টি (কাটাবুনিয়া ০১নং, ০২নং ০৩নং, সাতাশদ্রোন ০৪নং ওয়ার্ড, চর বজলুল করিম ০৫নং, আমান উল্যা ০৬নং, নোয়াপাড়া ০৭নং, ০৮নং ও ০৯নং ওয়ার্ড) | ৫৫৯১ | ৬৫৭ | ৭৬৪ | ১৪২১ | |

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জরিপ কাজ করছেন জনাবা

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জরিপ কাজ যাছাই

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ওয়ার্ড কমিটির মিটিং

| | | |
|---|---|---|
| টিপু মজুমদার, স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা, জগন্নাথের বাড়ী,৫নং ওয়ার্ড, চর আমান উল্যা ইউনিয়ন। | করছেন জনাব বোরহান উদ্দিন, প্রোগ্রাম অফিসার, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসুচী। প্রফুল্ল দাসের বাড়ী, ৪নং ওয়ার্ড, চর আমান উল্যা ইউনিয়ন। | এ মতবিনিময় করছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম, স্থানঃ মধ্য চর আমান উল্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়,৭নং ওয়ার্ড, চর আমান উল্যা ইউনিয়ন। |

## ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ঃ

বিশেষ সঞ্চয়, পেনশন স্কীম প্রণয়ন, প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান , প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্যারা ফিজিওথ্যারাপিষ্ট প্রশিক্ষণ, প্রবীণ ব্যাক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা রয়েছে। উক্ত কার্যক্রম গুলি বাস্তবায়নের ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন হবে।

## কর্মসূচিঃ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক সক্ষমতা অর্জন আবশ্যক। মানবিক সক্ষমতা অর্জনের প্রপঞ্চ হলো মানুষের মানসিক ও দৈহিক সক্ষমতার উন্নয়ন ও বিকাশ,যার জন্য সুকুমার বৃত্তি ও ক্রীড়া চর্চার কোন বিকল্প নেই। পরিবার সমাজ ও প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা,শুদ্ধাচার চর্চা, সৎ-গুনাবলির বিকাশ,প্রকৃতি ও দেশপ্রেম এবং শুভ চিন্তা-ভাবনা শিক্ষনের পৃষ্ঠপোষকতার করা অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি বেগবান করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু-কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে যৌথ অর্থায়নে সংস্থার কর্মএলাকায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

### কর্মসূচির লক্ষ্য :

সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচিরঅংশ হিসাবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতী গঠনের লক্ষ্যে শিশু কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম অর্থাৎ শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান এবং ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ লালন এবং একটি ক্রীড়ামনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরির ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেওয়া এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ।

**কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :** বছরের বিভিন্ন সময়ে গ্রামে ও শহরে সাংস্কৃতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা,কর্মশালা, মেলা ইত্যাদি নানা সামাজিক ও শিক্ষামূলক আয়োজনে শিশু-কিশোরসহ সকল প্রজন্মের মানুষদের সন্মিলন ঘটিয়ে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর মনন গঠনে উৎসাহ প্রদান করা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও অশুভ চিন্তা রোধ করাই এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

**কর্মএলাকার বিবরণ :** নোয়াখালী জেলার, সুবর্ণচর, কবিরহাট, সদর ও কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা।

### সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচিঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে ভারসাম্য দৌড় প্রতিযোগিতা

**প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা** ঃ চরবাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ইং তারিখে ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০৫ জন ছাত্র ও ৮৭ জন ছাত্রীদের অংশগ্রহনে ১৪টি ইভেন্টে ২গ্রুপে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার বিতরণ করেন, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ মন্ডল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব-নোয়াখালী, জনাব মোঃ আবু ওয়াদুদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-সুবর্ণচর, জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান,অধ্যক্ষ সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, জনাব মোঃ বুহুল মতিন, নির্বাহী পরিচালক সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। এছাড়াও উক্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার বিতরণ করেন, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ মন্ডল(অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব-নোয়াখালী)

প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েদের দৌড় প্রতিযোগিতা

প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েদের অংক দৌড় প্রতিযো

**জুনিয়র ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ**

মাধ্যমিক পর্যায়ে বালিকাদের কানামাছি খেলা

সূবর্ণচর উপজেলার চরবাটা খাসেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় ভেন্যুতে ২৯ টি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ১২টি ইভেন্টে **সাংস্কৃতিক** প্রতিযোগিতা , শহীদ জয়নাল আবেদিন মডেল উচ্চ বিদ্যালয় ভেন্যুতে ১৮ টি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সুবর্ণচর উপজেলা অডিটরিয়াম ভেন্যুতে ২১টি ইভেন্টে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভেন্যুতে ১২ টি ইভেন্টে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও লর্ড লিওনার্ড চেশায়ার উচ্চ বিদ্যালয় ভেন্যুতে ১৪ টি ইভেন্টে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭-১৮ বছরের কর্মসূচির পরিকল্পনানুযায়ী সফলভাবে আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়। বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটি ও বিচারকমন্ডলীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানসম্মত পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগিতা উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বিশেষ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মহোদয় গনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে করা হয়। অতিথিবৃন্দ এই কর্মসূচি সূমহ আয়োজনের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ ধরনের কর্মসুচি ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি ও অব্যাহত রাখার আহবান জানান। প্রতিযোগিতায় ও অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, উৎসুক্য জনতা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করেন।

ফুলবল প্রতিযোগিতা অনুর্ধ-১৪

জুনিয়র পর্যায়ে ছেলেদের চিত্রাঅংকন প্রতিযোগিতা

মাধ্যমিক পর্যায়ে বালিকাদের শুদ্ধভাবে জ
সঙ্গীত গাওয়া প্রতিযোগিতা

## সাংস্কৃতিক (সঙ্গীত, হামদ্ ও নাথ, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন) প্রতিযোগিতাঃ

হরিণারায়নপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ভেন্যুতে নোয়াখালী সদর উপজেলার প্রাথমিক,জুনিয়র,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৯ টি ইভেন্টে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ভেন্যুতে সুবর্ণচর উপজেলার প্রাথমিক,জুনিয়র,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ৩৫টি ইভেন্টে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার-নোয়াখালী সদর, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও হরিণারায়নপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, সমাজের

গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। সুবর্ণচর উপজেলার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, এলাকার চেয়াম্যান, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন, সংস্থার সহকারী পরিচালক, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| প্রাইমারি পর্যায়ে(১ম-২য় শ্রেণি) নৃত্য প্রতিযোগিতা | মাধ্যমিক পর্যায়ে (৯ম-১০ম) নৃত্য প্রতিযোগিতা | নোখালী সদর উপজেলার আওতায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, |

**সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ভেন্যু :** গত ৪-১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮ইং তারিখে সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১২টি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও সুবর্ণচর উপজেলার কলেজ-মাদ্রাসা পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আবু ওয়াদুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার-সুবর্ণচর, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সহকারি কমিশনার ভূমি, সুবর্ণচর নোয়াখালী, জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান,অধ্যক্ষ সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা। | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার বিতরণ করেন জনাব মোঃ আবু ওয়াদুদ , উপজেলা নির্বাহী অফিসার-সুবর্ণচর। | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। |

**বৈশাখী মেলা ও পান্তা উৎসবঃ ১** বৈশাখ চরবাটা খাসেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বৈশাখী মেলা ও পান্তা উৎসবের আয়োজন করা হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনার পর পান্তা উৎসব করা হয়। পান্তা উৎসবের পর উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন কলেজ, স্কুল , বাজার কমিটি ও স্থানীয় লোকজন নিয়ে নানা ধরনের গ্রামীন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ও বিজীতদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

**শীতকালীন পিঠা উৎসব ঃ গত ৭ই** জানুয়ারী ২০১৮ইং তারিখে চরবাটা খাসেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শীতকালীন পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত পিঠা উৎসবে সুবর্ণচর উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুবর্ণচর উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আবু ওয়াদুদ পিঠা উৎসবের শুভ উদ্বোদন করেন। জনাব এএইচএম আব্দুল কাইয়ুম, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| বৈশাখী মেলা ও পান্তা উৎসবে সুবর্ণচর সুবর্ণচর উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এ,এইচ,এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম ও উপজেলা নির্বহা অফিসার জনাব মো: আবু ওয়াদুদ, বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। | শীতকালীন পিঠা উৎসবে জনাব এ,এইচ,এম আব্দুল কাইয়ুম, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সংস্থার সহকারী পরিচালক ও সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। | শীতকালীন পিঠা উৎসবে স্টল পরিদর্শন করছেন জনাব এ.এইচ.এম আব্দুল কাইয়ুম , উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সংস্থার সহকারী পরিচালক। |

**মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতাঃ** গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ খাসেরহাট সুবর্ণচরে মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কলেজের ৩০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষে সচেতনাতার জন্য এই প্রতিয়োগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সুবর্ণচর উপজেলা চেয়ারম্যান, সুবর্ণচর উপজেলা নির্বহা অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন, এলাকার চেয়াম্যান, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

**সাইক্লিলিং প্রতিযোগিতাঃ** গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ খাসেরহাট সুবর্ণচরে সাইক্লিলিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনের লক্ষে সচেতনাতার জন্য এই প্রতিয়োগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সুবর্ণচর উপজেলা চেয়ারম্যান, সুবর্ণচর উপজেলা নির্বহা অফিসার, সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন, এলাকার চেয়াম্যান, সংস্থা ইসি কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

**রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তীঃ** গত ২৬ মে সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে শিল্পিরা রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, নজরুল নৃত্য, রবীন্দ্র নৃত্য, হামদ ও নাথ পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনে মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। | মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আন্দোলনে সাইক্লিং প্রতিযোগিতা | রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন |

বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন-২০১৮ঃ

| |
|---|
| জেলা পর্যায়ে সংস্থার নির্ধারিত উপজেলার নির্বাচিত কিশোর-কিশোরী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 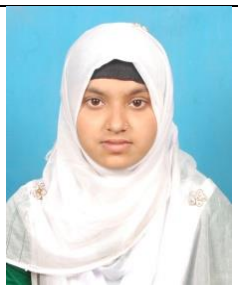 | | |
| নাম ঃ ফারিয়া আক্তার, শ্রেণীঃ দশম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ সদর নরোত্তমপুর উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলাঃ কবির হাট, জেলা-নোয়াখালী।<br>৫ম স্থান অধিকারী | নাম ঃ জান্নাতুন নুর,শ্রেণী ঃ দশম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ কবিরহাট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়,উপজেলার নাম ঃ কবিরহাট,উপজেলাঃ কবির হাট, জেলা-নোয়াখালী<br>৭ম স্থান অধিকারী | নাম ঃ অভি মজুমদার,শ্রেণী ঃ দশম<br>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ চরবাটা খাসের হাট উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলাঃ সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী<br>৮ম স্থান অধিকারী | নাম ঃ ইসরাত নাসরিন খানম, শ্রেণী ঃ দশম,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ হাজারীর হাট হাই স্কুল এন্ড কলেজ,উপজেলাঃ কোম্পানীগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী<br>৯ম স্থান অধিকারী |

প্রতিযোগিতার জন্য স্কুল/মাদ্রাসা পর্যায়ে ৯ম ও ১০ শ্রেণী এবং কলেজ পর্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৪টি পরিসরে যোগ্যতা যাচাই করা হয় ১. প্রবন্ধ/সৃজনশীল লেখা প্রতিযোগিতা, ২. বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রতিযোগিতা, ৩. নেতৃত্বের গুনাবলী, ৪. বিদ্যমান সাফল্য। প্রতি উপজেলা হতে শ্রেষ্ট ১০ জন কিশোর কিশোরীকে জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয় । ৩ জুন ২০১৮ তারিখ সোনাপুর ডিগ্রী কলেজে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী ৯ টি উপজেলার ৯০ জনের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ১০ জনকে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন-২০১৮ এ অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। জেলা পর্যায়ের চুড়ান্ত প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রহুল মতিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনাপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব প্রদীপ নারায়ণ সাহা। এছাড়াও সাগরিকা সামাজ উন্নয়ন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ হান্নান মোল্যা, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার জোনাল ম্যানেজার জনাব তানজীম হোসেনসহ উভয় সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকগন উপস্থিত ছিলেন।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন-২০১৮ জেলা পর্যায়ে বিজয়ীদের সাথে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রহুল মতিন ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকগন। | বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন-২০১৮ জেলা পর্যায়ে চুড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীর একাংশ। | বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন-২০১৮ উ<br>পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীর একাংশ। |

**সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার কার্যক্রম ঃ**
**রেজিঃনং-১০৬৫৯**

সংস্থা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ২০১১ সনে সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ কল্পে ১৯৯৩ সালে দাতা সংস্থা অক্সফাম এর আর্থিক ও ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের কমিউনিটি হেলথ ইউনিটের সহায়তায় সাগরিকা

কমিউনিটি ক্লিনিক এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। এই স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ২০১৭ সনে সরকারি রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। সংস্থার কর্মএলাকার দরিদ্র অতিদরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে চিকিৎসা সেবা, নিরাপদ প্রসব ও নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে উঠান বৈঠক করে প্যারামেডিক ডাক্তারের দ্বারা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সমিতির সদস্য পরিবারকে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সংস্থার কর্মএলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য সেবিকার মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সমস্যা সমূহের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে কমিউনিটি পর্যায়ে উঠান বৈঠক ও পরিবার পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সীমিত খরচে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গর্ভবতী মায়ের আল্ট্রাসনোগ্রাফী এবং প্যাথলজি সেবাও প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থার সমিতিভুক্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও এলাকার জনগোষ্ঠী অল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ পাচ্ছে। ফলে সংস্থার কর্মএলাকার সূবর্ণচর এবং হাতিয়া অঞ্চলের মানুষের ও সমিতিভুক্ত পরিবার সমূহের ক্রমানয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

**কর্মসূচির লক্ষ্য ঃ** নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

**কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ** কর্ম এলাকার সাধারণ জনগষ্ঠির রোগ নির্ণয় এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন, জন্মহার কমানো, মাতৃ মৃত্যুরোধ, শিশু মৃত্যুহার কমানো, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন প্রতিরোধ।

**স্বাস্থ্য সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগী ঃ**

| ক্রমিক নং | সেবা সমূহ | সেবা গ্রহণকারী উপকারভোগী শ্রেণী ও সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০১ | শিশু(নবজাত শিশু ও দুগ্ধপানকারী শিশু ) | শিশুর শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমন, নিউমোনিয়া, জন্ডিস, সর্দি কাশি ও জ্বর, তীব্র কানের সংক্রমন, মুখের গা, ডায়রিয়া, আমাশয়, শিশুর প্রতিরোধযোগ্য রোগের টীকা ও অপুষ্টি |
| ০২ | মহিলা (জরায়ু সমস্যা, গর্ভধারন ও পরিচর্যা, প্রসব ইত্যাদি সহ মহিলাদের অন্যান্য সমস্যা) | প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, যৌন বাহিতরোগের চিকিৎসা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা প্রতিরোধযোগ্য রোগের টিকা প্রসব কালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রসবত্তর ও প্রসব পরবর্তী সেবা। |
| ০৩ | বৃদ্ধ/বৃদ্ধা | |

**প্যাথলজি সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগী ঃ**

| ক্রমিক | সেবা সমূহ | সেবা গ্রহণকারী উপকারভোগী শ্রেণী ও সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০১ | রঙ্গিন আল্ট্রাসনোগ্রাফী | গর্ভবতী মায়ের গর্ভ চেকআপ, জরায়ু সমস্যা, লিভারের সমস্যা, কিডনী সমস্যা। |
| ০২ | ই.সি.জি | হার্টের সমস্যা নির্ণয় |
| ০৩ | রক্ত পরীক্ষা | রক্তস্বল্পতা, জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা, |
| ০৪ | প্রস্রাব পরীক্ষা | প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন, গর্ভ টেস্ট |
| ০৫ | প্রতিরোধযোগ্য ভ্যাকসিন | হেপাটাইটিস ভাইরাস, র‍্যাবিক্স ভাইরাস ও টিটেনাস ভ্যাকসিন। |

**ডক্টর্স চেম্বার কার্যক্রম :**

ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), গাইনী একজন গর্ভবতী মায়ের পরীক্ষা করছেন।

ডক্টর'স চেম্বারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সংস্থার সমিতির সদস্যসহ সমাজের দরিদ্র ও হতদরিদ্র রুগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে মা ও শিশু, মেডিসিন, গাইনী, বাতব্যাথা, অর্থপেডিক্স রোগীর চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। ডাক্তার ভিজিট ফ্রি সহ অন্যান্য সকল ধরনের সেবা সমূহ ৫০% ছাড় মূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। তাই গ্রামের অতি গরীব ও অসহায় মানুষ বিনা চিকিৎসার কষ্ট থেকে মুক্তি পাই। সপ্তাহের প্রত্যেক রবিবার ও মঙ্গলবার ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য),গাইনী রোগী দেখেন বিকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রোগী দেখেন ডাঃ আবদুর রহিম, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), মেডিসিন, বাথব্যাথা, অর্থপেডিক্স বিকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত । ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে ২০১৭-২০১৮ইং অর্থবছরে গাইনী রোগী-১১৭০ জন, মেডিসিন ও বাথব্যাথা রোগী-৪০৩ জন এবং অন্যান্য রোগের ১৫১জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | 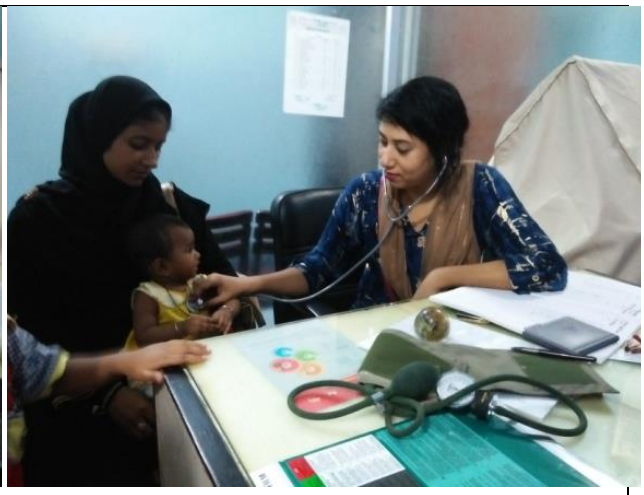 |
| ডাঃ আবদুর রহিম, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), মেডিসিন, বাথব্যাথা, অর্থপেডিক্স, শিশুর মানসিক প্রতিবন্ধী রোগীর চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। | ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), গাইনী অভিজ্ঞ, দুগ্ধপানকারী শিশু সমস্যা দেখছেন। |

**প্যাথলজি** (রঙ্গিন আল্ট্রাসনোগ্রাফী, ই.সি.জি, রক্ত পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা, প্রতিরোধযোগ্য ভ্যাকসিন) **ও ইপিআই সেবা :**

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাবরটরীতে রোগী ই.সি.জি সেবা নিচ্ছে।

হার্টের সমস্যাজনিত রোগীদের ই.সি.জি পরীক্ষার মাধ্যমে হার্টের রোগ নির্ণয় করে রোগীদের সু-চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া সদস্য পরিবারের সদস্যগণ ও বাহিরর গরীব এবং অসহায় রোগীরা কম খরচে এখন এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করার সুবিধা পাচ্ছে।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষা দ্বারা জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, রক্তস্বল্পতা, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা নির্ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় হয়। এছাড়া প্রস্রাব পরীক্ষা করে প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন এবং কফ টেস্ট বা পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় হচ্ছে। শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের নেবুলাইজেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত অল্পখরচে এই সকল সেবা সমূহ দেয়া হচ্ছে। মরণব্যাধি রোগ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস টেস্ট করে স্বল্পখরচে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের অধিনে ই.পি.আই টিকাদান কর্মসূচি ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে অত্র এলাকায় মহিলাদের প্রতিরোধক টিটেনাস এবং বাচ্চাদের সকল প্রকার টিকা নিয়ে মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে।এখানে মহিলা দ্বারা টিকা নেয়ার বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

সংস্থার মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজিষ্ট ল্যাবরেটরীতে বায়োকেমিষ্ট্রি এনালাইজারে রক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য রোগীর রক্ত সংগ্রহ করছে।

প্রত্যেক মাসে সেন্টারে সরকারি ই.পি.আই. টিকাদান কর্মসূচি চলছে।

## ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা, অর্জন ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা :

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | জুলাই'২০১৭-জুন'২০১৮ | | | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (জন) | পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ (জন) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (জন) | বার্ষিক অর্জন (জন) | বার্ষিক অর্জন হার | | |
| | **বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান** | | | | | |
| ১ | মেডিসিন (নবজাতক শিশু এবং দুগ্ধপানকারী শিশু) | ৫০০ | ৪০৩ | ৮০% | ৩১৭৯ | ৫০০ |
| ২ | গাইনী মহিলা (জরায়ু সমস্যা, গর্ভবতী, প্রসব) | ১০০০ | ১১৭০ | ১১৭% | ৩৭০৬ | ১০০০ |
| ৩ | সার্জারী (বাতব্যাথা, ও অর্থপেডিকস) | ০ | ০ | % | ২২৯৪ | ০ |
| | **প্যাথলজি সেবা প্রদান** | | | | | |
| ৪ | প্রতিরোধযোগ্য টীকা (হেপাটাইটিস বি, কুকুরে কামড়ের ভ্যাকসিন) | ১০০ | ১১০ | ১১০% | ২৮২ | ১০০ |
| ৫ | রক্ত পরীক্ষা (জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, রক্তস্বল্পতা, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা,) | ১৫০০ | ১৩০৩ | ৮৬% | ৩৫৭৪ | ১৫০০ |
| ৬ | প্রস্রাব পরীক্ষা (প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন, ) | ৫০০ | ৪৯০ | ৯৮% | ১৯৯৫ | ৫০০ |
| ৭ | আল্ট্রাসনোগ্রাফী | ৪০০ | ৪৫০ | ১১২% | ৬৩০ | ৪০০ |
| ৮ | ই.সি.জি | ৫০ | ২১ | ৪২% | ২৭ | ৫০ |

## প্রকল্পঃ সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বাস্থ্যবীমা)
## Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)

এই কর্মসুচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে মানসম্মত ও সহজলভ্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক ও শারীরিক কল্যাণ সাধন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। ২০১৪ সনে ২টি শাখায় প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা ফি-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থার ২টি শাখায় যথাক্রমে চরবাটা ও চর আমানুল্যা শাখায় ২জন মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট সমিতির সভায় অংশগ্রহণ করে সদস্যবৃন্দের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বাস্থ্যগত তথ্য রেকর্ডভূক্ত করে। সমিতির সভায় সদস্যদের স্বাস্থ্য ও

রোগব্যাধী সম্পর্কে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয় ও সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী, প্রসুতী মা ও শিশুদের নিয়মিত খোজখবর রাখা হয় ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। শাখা অফিসে অবস্থিত স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সদস্যদের নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। জটিল রোগীদের সাগরিকা কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এছাড়া সংস্থার চৌধুরীর হাট ও ধানসিঁড়ি শাখায় মাসে ২দিন করে ৪দিন স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক করা হয়। এর ফলে সদস্যদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিবারের সদস্যদের শারিরীক সুস্থ্যতা নিশ্চিত হচ্ছে।

## শাখায় স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক বাস্তবায়ন :

চৌধুরীর হাট শাখা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট কর্তৃক রুগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

এই কর্মসূচির আওতায় সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা ও চরআমনুল্যা শাখা, কবিরহাট উপজেলার ধানসিঁড়ি শাখা ও রামগতি উপজেলার চৌধুরীর হাট শাখার কর্মএলাকায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ৪টি শাখার ইউনিয়নের সর্বমোট ১৬৭ টি সমিতির ৪৫৮০ জন সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সদস্যদের স্বাস্থ্য , শিক্ষা, স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করা হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে উক্ত ইউনিয়নের মানুষের সামাজিক অবস্থা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমান্বয়ে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল।

| ক্রমিক | কার্যক্রম বিবরণ | বার্ষিক অর্জন | | | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | | | পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | চরবাটা শাখা | চরআমানুল্যাহ শাখা | মোট | চরবাটা শাখা | চরআমানুল্যাহ শাখা | মোট | চরবাটা শাখা |
| ১ | সমিতি পরিদর্শন | ২২৩ | ১৩৪ | ৩৫৭ | ১০৯৯ | ৮৭০ | ১৯৬৯ | ২৪০ |
| ২ | চিকিৎসা প্রদান | ১৪৯০ | ১৪১২ | ২৯০২ | ৭০১৮ | ৫২১৪ | ১২২৩২ | ১৫৬০ |
| ৩ | গর্ভবতী সেবা | ৩০ | ৪৩ | ৭৩ | ২১৬ | ২২১ | ৪৩৭ | ১২০ |
| ৪ | স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রদান | ১১০৩ | ৪৩২ | ১৫৩৫ | ৩৯০৫ | ৪৬৩১ | ৮৫৩৬ | ১৮০০ |
| ৫ | ক্লিনিক/হাসপাতালে রেফার | ১০৬ | ২৩৩ | ৩৩৯ | ৪৯০ | ১০৬৮ | ১৫২৮ | ১২০ |
| ৬ | স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয় | ১৩৩৩ | ৬১৮ | ১৯৫১ | ৬৯৫৮ | ৬০৭২ | ১৩০৩০ | ১৮০০ |

## অন্যান শাখায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান :

| শাখার নাম | শাখায় কর্মদিবস সংখ্যা | | রুগীর সংখ্যা | | পরিকল্পনা (২০১৮-১৯) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | জুলাই১৭-জুন১৮ | ক্রমপুঞ্জিভুত জুলাই১৬-জুন১৮ | জুলাই১৭-জুন১৮ | ক্রমপুঞ্জিভুত জুলাই১৬-জুন১৮ | শাখায় কর্মদিবস সংখ্যা | রুগীর সংখ্যা |
| ধানসিড়ি শাখা | ১৬ | ৪০ | ১৬৩ | ৩৭৫ | ১৮ | ২৫০ |
| চৌধুরীর হাট শাখা | ১২ | ২৭ | ১৫৪ | ৩২৫ | ১৮ | ২৫০ |
| মোট | ২৮ | ৬৭ | ৩১৭ | ৭০০ | ৩৬ | ৫০০ |

চরবাটা শাখার কর্মএলাকায় প্যারামেডিক কর্তৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে

চর আমানুল্যাহ শাখার কর্মএলাকায় প্যারামেডিক কর্তৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে

## শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি:

২০১২ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় এবং সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সন থেকে সমিতির সদস্যভূক্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। পিকেএসএফ ও সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির তথ্য পৃথকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

## পিকেএসএফ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত শিক্ষাবৃত্তির তথ্য:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০১২ সন থেকে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির উপকারভোগী অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। ২০১৭ সনে এসএসসি উত্তীর্ণ জিপিএ-৪.০০ থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ও এইচএসসি ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতিজন ১২ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি'র চেক প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৃত্তির তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

| ক্রমিক | শিক্ষার স্তর | এ বছরে প্রদত্ত বৃত্তির তথ্য | | | | শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ছাত্র | ছাত্রী | মোট ছাত্র-ছাত্রী | বৃত্তির মোট অর্থ | মোট ছাত্র-ছাত্রী | বৃত্তির মোট অর্থ | |
| ১ | এসএসসি/সমমান | ১৯ | ১৩ | ৩২ | ৩৮৪০০০ | ২০৭ | ২৮৭১০০০ | |
| ২ | এইচএসসি ২ বর্ষে উত্তীর্ণ ও অধ্যয়নরত | ২৬ | ১৭ | ৪৩ | ৫১৬০০০ | ১২৯ | ১৮১৮০০০ | |
| ৩ | এইচএসসি উত্তীর্ণ ও পরবর্তী শ্রেণীতে অধ্যয়নরত | - | - | - | - | ৪ | ৬০০০০ | |
| | মোট | ৪৫ | ৩০ | ৭৫ | ৯০০০০০ | ৩৪০ | ৪৭৪৯০০০ | |

প্রধান অতিথি নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব তন্ময় দাস থেকে পিকেএসএফ বৃত্তির চেক গ্রহণ করছে একজন প্রতিবন্ধী (শারীরিক) ছাত্রী । পাশে রয়েছেন বায়ে বিশেষ অতিথি সুবর্ণচর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব অধ্যক্ষ এ,এইচ,এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম ও ডানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আবু ওয়াদুদ । সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন, সংস্থার সহ-সভাপতি জনাব মো: শামছুজ্জামান নিজাম ও সংস্থার উপ-পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম সুমন উপস্থিত রয়েছেন।

## সংস্থার অর্থায়নে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি:

সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সন থেকে সমিতির সদস্যভূক্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র পরিবারের অনেক মেধাবী ছেলে-মেয়ে অর্থের অভাবে সময়মত শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। যার ফলে তারা ভালভাবে পড়ালেখা করতে পারে না। এই বঞ্চনার স্বীকার হয়ে অনেকে শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে। এক্ষেত্রে মেয়েরা শিক্ষা থেকে বেশি বঞ্চিত হয়। এধরনের একটু আর্থিক সুবিধা পেলে এই সব পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারে ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে তাদের উন্নত জীবন গড়তে করতে পারে। শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচীর শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

| ক্রমিক | শিক্ষার স্তর | প্রতিবেদন বছরের তথ্য | | | | শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ছাত্র | ছাত্রী | মোট ছাত্র-ছাত্রী | মোট | মোট ছাত্র-ছাত্রী | মোট বৃত্তির অর্থ |
| ১ | এসএসসি/সমমান | ৪৩ | ২৬ | ৬৯ | ২৪৮৫০০ | ৩৫৩ | ৮৬৮৬০০ |
| ২ | জেএসসি/জেডিসি | ৪৫ | ৫৬ | ১০১ | ২৩৫০০০ | ৩৮৫ | ৮৫৫১০০ |
| ৩ | পিএসসি | - | - | - | - | ১৮৫ | ২৪৭৫০০ |
| | মোট | ৮৮ | ৮২ | ১৭০ | ৪৮৩৫০০ | ৯২৩ | ১৯৭১২০০ |

২০১৭ সালের এসএসসি, জেডিসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ০৮ অক্টোবর' ২০১৮ খ্রি: তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন পাঠের পর সংস্থার উপ-পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সংস্থার কার্যক্রম সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদ্বয় তাঁদের বক্তব্যে এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতিথিবৃন্দ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাবৃত্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। অতিথিবৃন্দ শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড যেমন- সারা বাংলাদেশে বৎসরের শুরুতে একযোগে প্রাথমিক ও

মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যবই বিতরণ, আধুনিক কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নসহ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের পিরিস্তি তাদের বক্তব্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এনজিওরা সরকারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে। এনজিও কার্যক্রমের পাশাপশি সরকারের বিশেষ সফল্য সমূহ সম্পর্কে সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিকট সঠিক তথ্য পৌছানের জন্য এনজিও কর্মী, কর্মকর্তা, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের আহবান জানান। বিজ্ঞান মনষ্ক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান বিভাগে পড়া বৃদ্ধি করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহবান করা হয়। এই শিক্ষাবৃত্তির উপর গুরুত্বারোপ করে অতিথিবৃন্দ এই কর্মসূচিকে আরো বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখার জন্য উভয় সংস্থার প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ' ২০১৮ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব তন্ময় দাস, জেলা প্রশাসক , নোয়াখালী

শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ' ২০১৮ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব অধ্যক্ষ এ,এইচ,এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম সুবর্ণচর, নোয়াখালী

## সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৯ থেকে অক্সফাম-জিবি এর অনুদানে স্বল্প আকারে মৌসুম ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। দাতা সংস্থা বা বাহিরের সাহায্য ব্যাতিরেকে সংস্থাকে স্থায়ীত্বশীল রাখা ও সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র পরিবার সমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য ঋণ কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। তারই ফলশ্রুতিতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর নেতৃত্বে ১৯৯৩খ্রিঃ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। শুরুতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ খাত দিয়ে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋণখাত অন্তর্ভূক্ত হয়ে পিকেএসএফ'র ১০টি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ ও সবার জন্য বাসস্থান ঋণ প্রকল্পসহ মোট ১২টি ঋণ খাতের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার ও শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বস্তী বাসীদের মাঝে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক আগ্রহী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য বিশেষ করে মহিলা প্রধানদেরকে সমিতি ভূক্ত করে সদস্য পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পাদনের জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া সংস্থা কর্মএলাকার বড় বাজার/বাণিজ্যিক কেন্দ্র সমূহে ব্যবসারত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী পুরুষ সদস্যদের নিয়ে পুরুষ সমিতি গঠন করে। তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে।

| | |
|---|---|
| **বার্ষিক পরিকল্পনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন** | **বার্ষিক পরিকল্পনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহকারি পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম** |

ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে বেকারত্ব প্রতিনিয়ত সমাজ ও দেশের জন্য এক বড় সমস্যা। জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। উৎপাদনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার কর্মএলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিক্ষিত জনশক্তির বেকারত্ব হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে সংস্থা ইহার ঋণ কর্মসূচি ও দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের আওতায় কর্মএলাকায় কর্মসংস্থানসহ দেশের বেকারত্ব সমস্যা হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

## সংস্থার মাইক্রো ফন্যান্স খাত সমূহের বিবরণ :

সংস্থা কর্মএলাকার গ্রামীণ, উপকূলীয় চরাঞ্চল ও শহর বা শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার গুলোকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অন্তভূক্ত করছে। দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংস্থা উপকারভোগীদের দক্ষতা ও পেশার উপর ভিত্তি করে সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর, কুঠির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা, উৎপাদনমূখী ও লাভজনক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সংস্থা বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার পরিচালিত চলমান ক্ষুদ্রঋণের খাত গুলো নিম্নরূপ।

- জাগরণ (Jagoran)
- অগ্রসর (Agrasor)
- বুনিয়াদ (Buniad)
- কেজিএফ-সুফলন (KGF- Sufalon)
- জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প (LIFT)
- সুফলন (Sufalon)
- সমৃদ্ধি -আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (Samriddi – IGA)
- **সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি (Samriddi – AC)**
- **সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন ( Samriddi – LD)**
- সাহস (Sahos)
- **গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan)**
- **সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প**

## মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচির বার্ষিক পরিকল্পনা সভা :

সংস্থা মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মমূচীর বার্ষিক পরিকল্পনা সভা খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ২ দফায় অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দফা আগস্ট '১৭ মাসের ৪-৫ তারিখে ও ২য় দফা ১১-১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক ও ২/৩ জন ক্রেডিট অফিসার তাদের নিজনিজ শাখার বিগত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ২ পর্বে ২৭ টি শাখা ও ১সাব-শাখার ২০১৬-১৭ সনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন

করা হয়। পাশাপাশি শাখা সমূহের পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা উপস্থাপনার উপর অংশগ্রহণকারী সকলের প্রাণবন্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনার ভুলভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো সংশোধন করার মাধ্যমে শাখার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়। পরিকল্পনা সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহল মতিন সার্বক্ষনিক উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত তথ্যাদি প্রত্যক্ষ করেন ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মো: শামছুল হক বক্তব্য রাখছেন ও মূল সঞ্চালক হিসাবে ২টি কর্মশালা সফলভাবে পরিচালনা করেন । | চর আমানউল্যা শাখা বিগত অর্থবছরের অর্জন ও পরবর্তী অর্থবছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। | কর্মশালার অডিয়েন্স শাখা কর্তৃক উপস্থাপন প্রত্যক্ষ করছেন |

## সংস্থার ঋণ কর্মসূচির কর্মএলাকা :

সংস্থা বর্তমানে মোট ৩৩ টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ১০ টি শাখা , হাতিয়া উপজেলায় ৬টি শাখা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ২টি শাখা, নোয়াখালী সদর উপজেলায় ৩ টি শাখা , কবির হাট উপজেলায় ১টি শাখা, বেগমগঞ্জ উপজেলায় ২টি এবং লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২টি শাখা, কমলনগর উপজেলায় ১টি শাখা, লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ১টি শাখা, রায়পুর উপজেলায় ২টি, সেনবাগ উপজেলায় ১টি, ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলায় ১টি ও ফেনী সদরে ১টি শাখায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে মোট ৪০টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে ও নিকটবর্তী উপজেলায় কর্মএলাকা আরও সম্প্রসারিত হবে।

## সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, সঞ্চয়ের বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান ও সঞ্চয় দাবী পরিশোধ :

সংস্থা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছে। সদস্যদের সমিতির সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় জমা প্রদান করা ঋণ কর্মসূচির অন্যতম শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবছর সংস্থার ৩৩টি শাখার আওতায় সদস্যগণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক ২১২,৮০৫,৭৭০ টাকা সাধারণ সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। মাসিক জমা (এমডিএস) সঞ্চয় তহবিলের বিশেষ সঞ্চয় ও দিগুন সঞ্চয় জমা স্কীমের আওতায় ৫৬,৫৯৯,৫১৯ টাকাসহ এ বছরে সর্বমোট ২৬৯,৪০৫,২৮৯ টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে। বার্ষিক ৬% হারে সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ২২,৭৮৮,৩৩১ টাকা সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে সদস্যদের আবেদনের ভিত্তিতে ১৯৪,৪৪০,১২৫ টাকা তাদের সঞ্চয়ের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরের ৩০ জুন'২০১৮খ্রি: তারিখে সর্বমোট ৪২৬,২৮৩,৭২৮ টাকা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল সংস্থাতে সঞ্চিত রয়েছে।

## ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ ও ঋণ গ্রহীতার তথ্য :

সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় এ অর্থবছরে ৬৭৮৪ জন পুরুষ সদস্য ও ৪৬৯৮০ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৫৩৭৬৪ জন সদস্য রয়েছে। তাদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মস্ংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে অতিদরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ ঋণসহ বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ করেছে। বিভিন্ন ঋণ খাত যেমন জাগরণ খাতে **২৬,১৪০** জনকে , অগ্রসর খাতে ৩,৭৭৭ জনকে, বুনিয়াদ খাতে ৮,৩৫৫ জনকে , কেজিএফ-সুফলন খাতে ৫৪০ জনকে, জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প খাতে ৫৫২ জনকে, সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সুফলন ঋণ খাতে ৪,৮৩৭ জনকে, সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম খাতে ১,০১০ জনকে ও সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি খাতে ৯২ জনকে , সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন খাতে ৬১ জন সহ সর্বমোট ৪০,৮১৫ জন ঋণীর মধ্যে ঋণ বিতরণ

করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সংস্থার ৩৩টি শাখার মোট ঋণ বিতরণ তথ্য নীচের পাই চার্টে প্রদান করা হল।

রামগতি শাখা ভিজিট করছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মো: শামছুল হক ও মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার

একজন ইউপিপি সদস্য সেলাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সেলাই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

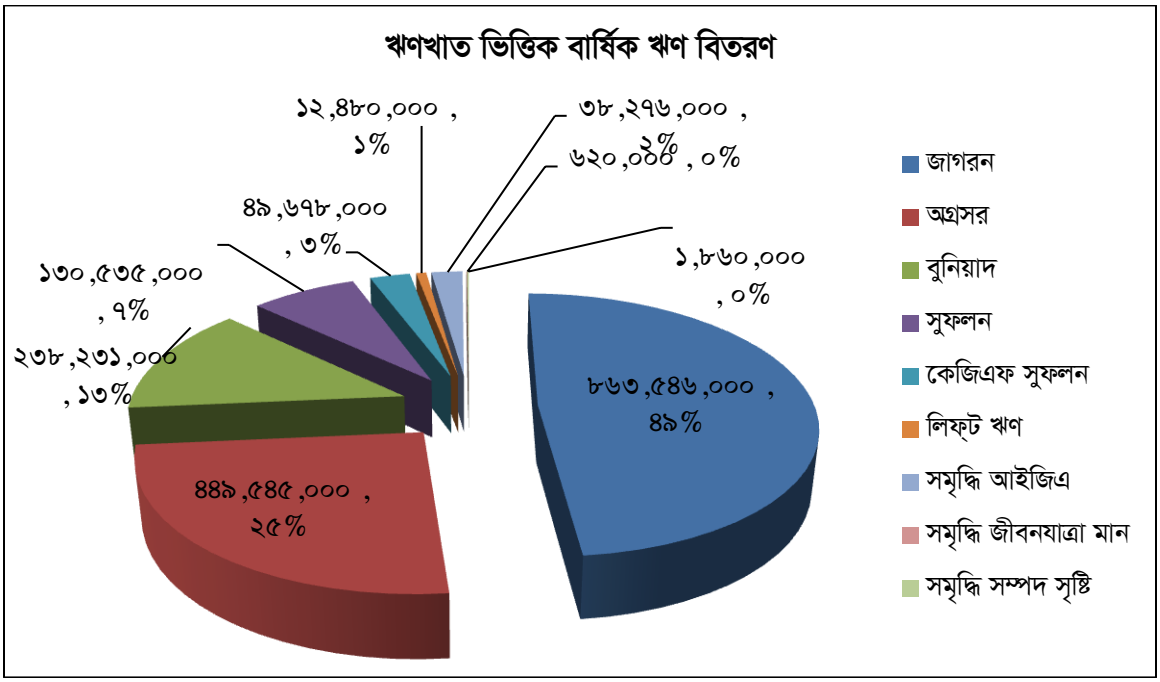

**বুনিয়াদ ঋণ খাতের আওতায় সফল ঋণ প্রকল্প**

## ঋণের সার্ভিসচার্জ , ঋণের মেয়াদকাল ও গ্রেস পিরিয়ড নির্ধারণ :

সংস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রমহ্রাসমান ঋণস্থিতি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে সার্ভিসচার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। জাগরণ ঋণ কর্মসূচি বার্ষিক ২৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, অগ্রসর বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২(দুই) বছর, বুনিয়াদ বার্ষিক ২০ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১(এক) বছর, সুফলন বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, জমি লীজ ঋণ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০% হারে ঋণের মেয়াদ ১ বছর । উল্লিখিত নিয়মে সংস্থা থেকে বিতরণকৃত ঋণ সদস্যদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জসহ আদায় করা হয়। এছাড়াও কেজিএফ-সুফলন ঋণ বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণ বার্ষিক ২৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা উন্নয়ন ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর। গৃহায়ন ঋণ বার্ষিক ৬ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর ঋণের কিস্তি আদায়ের গ্রেস পিরিয়ড সাপ্তাহিক কিস্তির ক্ষেত্রে ১৫দিন ও মাসিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ ১ মাস নিশ্চিত করে ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়।

## সংস্থার ঋণ কর্মসূচির ঋণস্থিতি ও ঋণী সংখ্যা ( অর্থবছর ২০১৭-১৮ খ্রিঃ) তথ্য :

পুরষ সদস্য ৫ ,৩৬২ জন ও মহিলা ৩৫ ,৪৫৩ জন মোট ৪০ ,৮১৫ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ১ ,০১৩ ,০৩৩ ,০৮৯ ঋণস্থিতি রয়েছে।

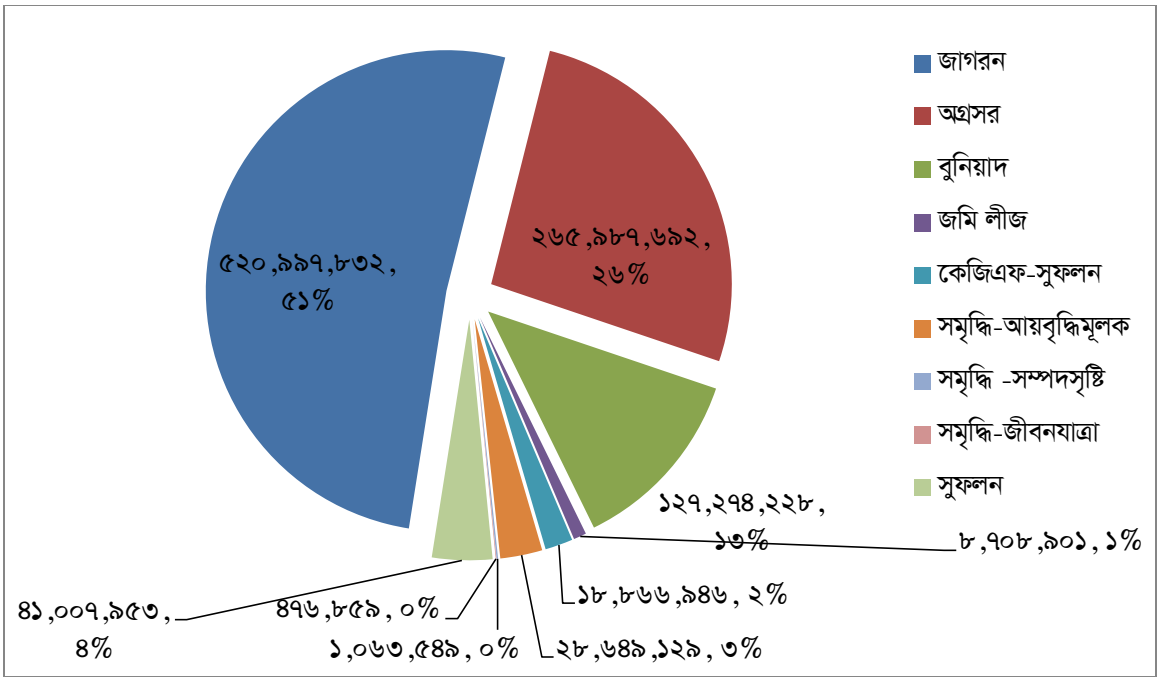


## ঋণ ও সার্ভিসচার্জ আদায় :

সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং এ ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়। অটোমেশন পদ্ধতিতে সফ্টওয়ার আদায়শীট অনুযায়ী শাখায় ঋণের দৈনিক আদায়যোগ্য ও আদায় রেজিষ্টার গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়। সংস্থার বার্ষিক সর্বমোট ঋণ আদায় হয়েছে ১,৬২৪,৫৮৩,২১৭ (আসল) টাকা। বছর শেষে ৯০১ জন ঋণীর মধ্যে মোট ৮,৮৭৯,৮৩৫ টাকা বকেয়া ঋণ রয়েছে। সংস্থা এই অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী ঋণ কর্মসূচির ২১৪,০৪৭,৯৬৯ টাকা ও অন্যান্য আয় ৪,০১৭,৩৬২ টাকাসহ সর্বমোট ২১৮,০৬৫,৩৩১ টাকা সার্ভিসচার্জ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

## সংস্থার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ, পরিশোধিত ঋণ ও ঋণস্থিতি হিসাব (২০১৭-১৮ অর্থবছর ) :

| ঋণ খাত | ক্রমপুঞ্জিভুত গৃহীত ঋণ তহবিলের পরিমাণ | ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ পরিশোধ (আসল) | ঋণস্থিতি |
|---|---|---|---|
| পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা | ১,৫৭৯,০১০,৯৪৩ | ১,২৮৪,০৭৭,৬১৪ | ২৯৪,৯৩৩,৩২৯ |
| সোনালী ব্যাংক লিমিটেড , চরবাটা শাখা | ১৫,০০০,০০০ | ১৫,০০০,০০০ | - |
| ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, সুবর্ণচর উপজেলা শাখা | ৬৮,৮০০,০০০ | ৪৩,১০০,০০০ | ২৫,৭০০,০০০ |
| এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ৪৯,৫৫০,০০০ | ২৪,০০০,০০০ | ২৫,৫৫০,০০০ |
| সিটি ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ৯,৩৯৪,৭৫০ | ৫,৫৯৪,৭৫০ | ৩,৮০০,০০০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, হারিছ চৌধুরীর বাজার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | ৩৪,৬৮০,০০০ | ৯,৬৪৫,১৬০ | ২৫,০৩৪,৮৪০ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ১,৮০০,০০০ | - | ১,৮০০,০০০ |
| সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ২৫,০০০,০০০ | ৮,৮৫৭,৬৮৮ | ১৬,১৪২,৩১২ |
| **মোট** | **১,৭৮৩,২৩৫,৬৯৩** | **১,৩৯০,২৭৫,২১২** | **৩৯২,৯৬০,৪৮১** |

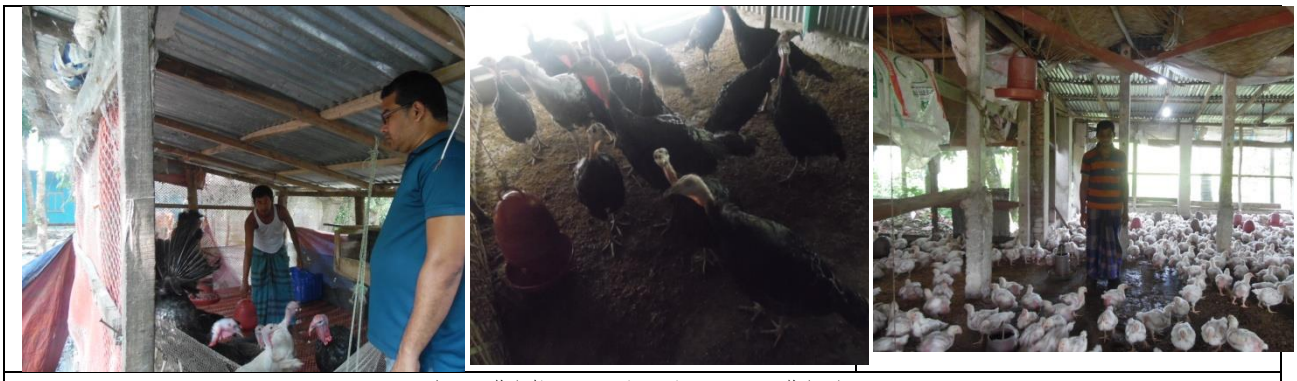

অগ্রসর ঋণখাতের আওতায় সফল ঋণ প্রকল্প

## ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনার তথ্যঃ

এ বছর ৯টি ঋণখাতে ৬৩৫৭৭ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সর্বমোট ২৫৫১৬৭৪০০০ টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট ঋণ তহবিলের ঋণখাত ভিত্তিক শতকরা হার যেমন-ঃ জাগরণ ঋণ ৫২.৮৭ %, অগ্রসর ঋণ ২৪.২০%, বুনিয়াদ ঋণ ১১.০৮%, লিফ্ট ঋণ ৪.২৭%, কেজিএফ সুফলন ঋণ ২.০২%, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধি সম্পদসৃষ্টি-এ ০.০৭%, সুফলন ঋণ ৫.৩০% বিতরণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট ভিত্তিক বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা নীচের চার্টে দেখানো হয়েছে।

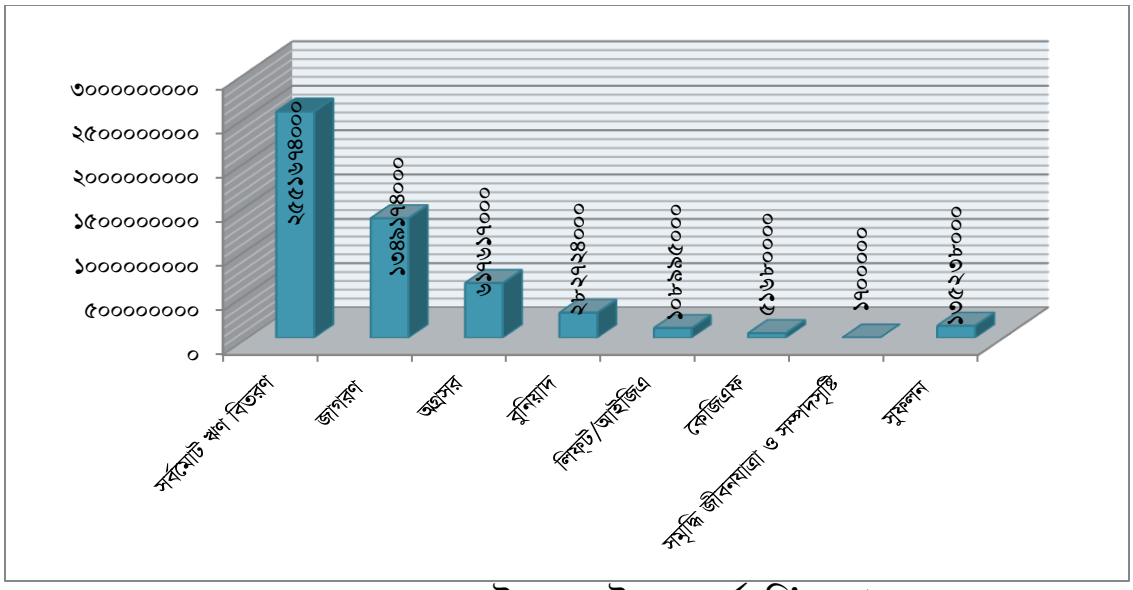


## এক নজরে সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র তথ্য :

| | সূচক সমূহ | অর্জিত (৩০ জুন ২০১৮ ) |
|---|---|---|
| ১ | শাখার সংখ্যা | ৩৩ |
| ২ | মোট সদস্য সংখ্যা | ৫৩৭৬৪ |
| ৩ | মোট ঋণী সংখ্যা | ৪০৮১৫ |
| ৪ | মোট স্টাফ সংখ্যা | ৩১০ |
| ৫ | মোট মাঠ পর্যায়ের কর্মী সংখ্যা | ১৮২ |
| ৬ | মোট ঋণস্থিতি | ১০১.৩০ (কোটি) |
| ৭ | মোট সঞ্চয়স্থিতি | ৪২.৬৩ (কোটি) |
| ৮ | কর্মী : শাখা | ৫.৫১ |
| ৯ | মোট স্টাফ : শাখা | ৯.৩৯ |

| | | |
|---|---|---|
| ১০ | কর্মী : মোট স্টাফ | ১.৭০ |
| ১১ | সদস্য : শাখা | ১৬২৯ |
| ১২ | সদস্য : সমিতি/গ্রুপ | ২৬ |
| ১৩ | সদস্য : কর্মী | ২৯৫ |
| ১৪ | ঋণী সদস্য : কর্মী | ২২৪ |
| ১৫ | মোট ঋণীর মধ্যে নারী ঋণীর সংখ্যা | ৩৫,৪৫৩ |
| ১৬ | গড় সঞ্চয় : সদস্য | ৭৯২৮.৭৯ |
| ১৭ | গড় ঋণস্থিতি : ঋণী সদস্য | ২৪৮২০ |
| ১৮ | ঋণস্থিতি(লক্ষ) : ঋণ কর্মী | ৫৫.৬৬ |
| ১৯ | ঋণস্থিতি (লক্ষ) : স্টাফ | ৩২.৬৮ |
| ২০ | ওটিআর | **99.31%** |
| ২১ | সিআরআর | ৯৯.৮৯% |
| ২২ | পিএআর/পার | ১.২৩% |
| ২৩ | মোট ঋণস্থিতির শতকরা সঞ্চয়ের হার | ৪২.০৮% |
| ২৪ | ক্রমপুঞ্জিভূত সারপ্লাস | ২৩.৫৭ (কোটি) |
| ২৫ | সঞ্চয়ের উপর দেয় সুদের হার | ৬% |
| ২৬ | গড় লোন সাইজ (জাগরণ) | ৩৩০০০ |

**গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan):**

বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিল থেকে গৃহায়ন ঋণ (২য় পর্যায়) কার্যক্রম ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রিঃ সন থেকে বাস্তবায়ন আবার শুরু হয়েছে। সংস্থাকে ২য় পর্বে আরও ৩৫টি ঘর নির্মাণের জন্য ২৪,৫০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) ঋণ তহবিল সরবরাহ করেছে। উক্ত ঘর গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি ঘরের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা হারে ৩৫টি ঘরের নির্মাণ খাতে সর্বমোট ২৪,৫০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত টাকা সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সদস্যভূক্ত ৩৫ জন সদসের নামে ঋণ ভূক্ত করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা মহিলা ৩৫ জন। ঋণের সার্ভিস চার্জের হার বার্ষিক ৬ পারসেন্ট। ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায় হবে। মাসিক কিস্তিতে সমিতির সভায় ঋণের কিস্তি প্রতি জন ঋণী থেকে আসল ১২০৪ টাকা ও সার্ভিসচার্জ ১৮৪ টাকাসহ মোট ১৩৩০ টাকা। জুন ২০১৮ হিসাব অনুযায়ী মোট ১৩২০৭২৬ টাকা (আসল) ও ১৮৮১৬০ টাকা সার্ভিসচার্জসহ সর্বমোট ১৫০৮৮৮৬ টাকা আদায় হয়েছে। অর্থবছরের সমাপণী হিসাবে ৩৫৭৯২৭৪ টাকা (আসল) ও ৪৮৫৫৯০ (সাভিসচার্জ)সহ সর্বমোট ৪০৬৪৮৬৪ টাকা ঋণস্থিতি মাঠে রয়েছে।

**সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প :** লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংস্থার অনুকূলে ঋণ কর্মসূচির হিসাবে মোট ১৩৭টি ঘর বাস্তবায়নের জন্য ৯৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অনুমোদন করেছে। তন্মধ্যে ৪৫ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩১,৫০,০০০ ঋণ তহবিল সংস্থার নামে সরবরাহ করা হয়েছে। ঘর গুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে ও বর্তমানে ঋণের কিস্তি আদায় হচ্ছে। সর্বোচ্চ ৫ বৎসর মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণ নির্ধারিত সার্ভিসচার্জ সংযুক্ত করে মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হবে। উপজেলা স্টীয়ারিং কমিটি'র সহযোগিতা ও প্রয়োজীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জুন ২০১৮ হিসাব অনুযায়ী প্রদত্ত ঋণের ৩৫৫২২০ টাকা (আসল) ও ৪৬২৪০ টাকা (সার্ভিসচার্জ) মোট ৪০১৪৬০ টাকা আদায় হয়েছে। বর্তমানে ঋণস্থিতি ২৭৯৪৭৮০ টাকা (আসল) ও ৩৮৬৮৮৫ টাকা মোট ৩১৮১৬৬৫ টাকা ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে রয়েছে।

## ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিকল্পনা: (গৃহায়ন ও সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প)

**গৃহায়ন কর্মসূচি :** বাংলাদেশ ব্যাংক এর গৃহায়ন তহবিল থেকে এ অর্থবছরে প্রতি ঘরের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা ব্যয়ের ভিত্তিতে ২৬টি ঘরের নির্মাণ বাবত সর্বমোট ২৬২০০০০ (ছাব্বিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ তহবিল সংস্থার নামে বরাদ্দ হয়েছে। নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন করে ঘর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবার গুলিকে গৃহ নির্মাণের আওতায় আনা হবে। এরফলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারে বসত ঘরের সমস্যা দূরীভূত হবে। তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে ও সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

**সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প :** লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় এ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ তহবিল প্রাপ্তী সাপেক্ষে ধাপে ধাপে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মাধ্যে ঘর গুলি বাস্তবায়ন করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প ঋণ কর্মসূচির নির্মিত একটি ঘর

গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচির নির্মিত একটি ঘর পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা

## সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম :

অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম সংস্থার একটি চলমান প্রক্রিয়া। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন ও সুনিয়ন্ত্রীত রাখতে অডিট ও মনিটরিং এর গুরত্ব অপরিসীম। সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৩টি শাখা অফিস ও সমিতি, ঋণ প্রকল্প, স্টাফবৃন্দের দক্ষতা ও কাজের অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়মিত নিরীক্ষা ও মনিটরিং করা হয়। সংস্থার কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কল্পে সংস্থার গঠনতান্ত্রিক ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে অডিট করা হয়ে থাকে। সংস্থায় ২ ধরনের অডিট হয়। প্রথমত সংস্থার অভ্যন্তরীন অডিট সেলের মাধ্যমে প্রতি তিন মাস পরপর শাখার ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বাস্তায়ন প্রক্রিয়া এবং চলমান প্রকল্প কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয় । দ্বিতীয়ত, চাটার্ড একাউন্টস ফার্মের মাধ্যমে সংস্থার সকল প্রকল্পের প্রতি অর্থ বছরের আয়ব্যয় হিসাব ও কার্যক্রমের বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতি শাখা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংস্থার ৬ জন অডিট অফিসার বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শাখা অফিসের এআইএস ও এমআইএস তথ্য সংরক্ষণ, ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি যাচাই ও সমিতির মিটিং এ সদস্যদের সদস্য পাসবই হিসাবনিকাশ নিরীক্ষা করা হয়েছে।

অডিট সেল সংস্থার শাখা ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সমস্যাদি চিহ্নিত করে এবং সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে অডিট সম্পাদনের মাধ্যমে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও সঠিকতা নিশ্চিত হচ্ছে। অডিটে চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ নিরসনে ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক বিশেষ গুরত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেয়া হয়। সংস্থার প্রতিমাসে সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের মিটিং, প্রকল্প বাস্তবাযন কমিটির মিটিং, প্রকল্পের অগ্রগতি যাচাই মিটিং এ অডিট আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। সংস্থা বার্ষিক প্রতিবেদন, ব্রসিয়র, ডায়েরী ও ক্যালেন্ডর পরিকল্পনানুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে।

### অডিট কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সফলতা ঃ

- শাখার এমআইএস ও এআইএস ডকুমেন্টস্ ও তথ্য হালনাগাদ হচ্ছে।
- স্টাফদের অনিয়ম করার প্রবনতা কমেছে।
- শাখা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা বেড়েছে
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।
- সদস্যের ঋণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। সঞ্চয় ও ঋণ কিস্তির হিসাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শাখার আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট শাখা ও সমিতি পর্যায়ের তথ্য অবগত হচ্ছে ও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগুলো দূরীভূত হচ্ছে।
- শাখার কর্মীদের কাজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা বেড়েছে।

- সংস্থা প্রদত্ত সেবাসমূহ প্রাপ্তীর ক্ষেত্রে সদস্যদেও অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে

## সাগরিকা প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি:

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় কাজ করে আসছে। সংস্থার বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যে কোন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। সংস্থার মূলনীতি হচ্ছে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে স্টাফ ও উপকারভোগী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান বাঞ্ছনীয়। সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্টাফ ও উপকারভোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংস্থা জুন ২০১২ থেকে সাগরিকা প্রশিক্ষণ সেল গঠন করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রশিক্ষণ অবহেলিত ও বঞ্চিত জন গোষ্ঠীকে আর্থিক স্বচ্চলতা, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদাশীল করতে সহায়তা করে।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরবাটা খাসের হাট এলাকায় মনোরম ও সুবিধাজনক পরিবেশে একটি প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও কয়েকটি গেস্ট রুম রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

**প্রশিক্ষণ ভেন্যুর সুযোগ সুবিধাদি :**

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>সাগরিকা প্রশিক্ষণ কক্ষ</td><td>ভিআইপি এসি কক্ষ</td></tr>
</table>

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষণ ভ্যেন্যুতে সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের স্টাফ ও উপকারভোগীদের আবাসিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা ও সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয় । তাছাড়া বাহিরের প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এই ভেণ্যুতে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে । প্রশিক্ষণের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট আরো সুযোগ সুবিধা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হোয়াইট বোর্ড, ভিপ বোর্ড, পোষ্টার বোর্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা , ভিডিও ক্যামেরা , ওভার হেড প্রজেক্টার , ডিশ চ্যানেল সংযোগসহ কালার টিভি ইত্যাদি। নারী পুরুষ এক সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত রুমের ব্যবস্থা আছে। সংস্থার সুবর্ণচর উপজেলাস্থ প্রধান কার্যলয়ে বিদ্যুৎ ও জেনারেটর সুবিধা বিদ্যমান আছে। কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা আছে। উন্নত খাদ্য পরিবেশনসহ ডাইনিং সুবিধা, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

**প্রশিক্ষণ মডিউল:** সংস্থা বিষয় ভিত্তিক কিছু প্রশিক্ষণ মডিউল ডেভেলপ করা হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত বিষয় সমূহের সফ্‌ট এবং প্রিন্ট কপি সংস্থায় সংরক্ষিত আছে।

- হাঁস-মুরগী পালন
- গরু মোটাতাজাকরন
- গাভী পালন ও ক্ষুদ্র ডেইরী ফার্ম
- ছাগল পালন
- স্যানিটেশান
- মাছ চাষ
- প্রথাগত জন্ম সহায়তাকারী (টিবিএ)
- হস্তজাত শিল্প
- কৃষি ( মাঠ ফসল ও বাড়ীর অঙ্গিনায় সব্জি চাষ)
- মাইক্রোফিন্যান্স ব্যবস্থাপনা

**ভেণ্যু ও প্রশিক্ষণ সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ:**

জনাব মো: সাইফুল ইসলাম সুমন সহকারী পরিচালক মোবা: ০১৭১২-৭৭১৭০২
Email: saifulssus@yahoo.com

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশেই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার উপকূলী অঞ্চল সমূহ সামুদ্রিক ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। ১৯৭০ সনে ১২ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় চরাঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছিল এবং সরকারি হিসাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে তখন এলাকার কাটা আমন ফসল ও ঘরে সংরক্ষিত ধান, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ধ্বংস হয়ে যায়। সংস্থার নীতি হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য সংস্থার সকল কার্যক্রমের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সবসময়ই অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতীয়া উপজেলায় উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও জেলে পরিবার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় রেখেই সংস্থার ঋণ কর্মসূচিসহ বার্ষিক সকল কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পূর্বাভাস/সংকেত ও নিরাপদ আশ্রয়ে গ্রহণের প্রচার, উদ্ধার, জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি দর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবল, দুর্যোগ উপকরণ ও একটি কনটিনজেন্সী পরিকল্পনা রয়েছে।

## সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র :

সংস্থা ১৯৯১ খ্রিঃ থেকে সুবর্ণচর উপজেলায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এনজিও ফোরাম ফর ডিডব্লিওএসএস কুমিল্লা আঞ্চলের সহায়তায় ১৯৯৪ সনে স্থাপিত এই ভিএসসি কেন্দ্রে রিং স্লাব উৎপাদনের মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, চর-আমানুল্যা, চরওয়াপদা, চরজুবিলী, পুর্বচরবাটা, মোহাম্মদপুর ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের ও হাতিয়া উপজেলার বয়ারচর, নলের চর ও নাঙ্গলিয়া এলাকার স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। একজন দক্ষ ম্যাশন দ্বারা দীর্ঘ সময় সার্বক্ষনিক ভাবে কেন্দ্রে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

সাগরিকা ভিএসসি কেন্দ্রে রিংস্লাব উৎপাদন

ভিএসসি কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ রিং, স্ল্যাব, ডাকনা ও উৎপাদনের মালামাল যেমন খোয়া, বালি, তার, প্লাস্টিক প্যানসাইফুন ও সিমেন্ট কেন্দ্রে মজুদ রয়েছে।

## সংস্থা কর্তৃক ৭ মার্চ ২০১৮ উদ্‌যাপন

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ' ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা মার্চের ৭ তারিখ বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সেই ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেসকো)। ফলে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ ইউনেসকোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউনেসকোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ৩০ অক্টোবর ২০১৭ প্যারিসে ইউনেসকো সদর দপ্তরে এ স্বীকৃতির কথা জানান। বৈশ্বিক গুরুত্ব আছে এমন ডকুমেন্টগুলোকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার' তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। ডকুমেন্টগুলো সংরক্ষণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজনের জানার ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য। ৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে সংস্থা এই দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করেছে। সংস্থার সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দের অংশগ্রহণে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা করা হয়। বক্তাগণ সকলে তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে বাঙগালী জাতির মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ৭ মার্চের সেই ভাষণকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার' তালিকায় স্থান দেয়ায় ইউনেসকোর কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

৭ মার্চ ২০১৮ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল মতিন

৭ মার্চ ২০১৮ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ ব্যবস্থাপক (অগ্রসর) জনাব মোঃ মহিব উল্যাহ।

## জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন :

প্রতি বছরের মত এ বছর সংস্থা কর্তৃক জাতীয় দিবস সমূহ যেমন ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও জাতীয় শিশু দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষসহ জাতীয় দিবস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। সংস্থা নব বর্ষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের পান্তা উৎসবের আয়োজন করেছে। সংস্থা প্রকল্পের আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

প্রকল্পের কর্মএলাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। সংস্থা জেলা প্রশাসক কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন কর্তৃক সরকারি ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করেছে।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| মহান একুশ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে | ১৬ ডিসেম্বর বিজয় মেলায় সাংস্কৃতিক দল | বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত |

## সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী :

| | |
|---|---|
| | |
| সাপ্তাহিক ১দিন সংগীত শিক্ষাদান পরিচালিত হচ্ছে | সাপ্তাহিক ১দিন নৃত্য শিক্ষাদান পরিচালিত হচ্ছে |

সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যে কোন জাতির ও জনপদের ধর্ম ও বর্ণ ভেদাভেদে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও শান্তিময় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে । সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের কাছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের ধারণা সহজ ও কার্যকরভাবে প্রতিফলন করা যায়। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাগরিকার কর্মী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও কলা কৌশলীদের সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সুবর্ণচর উপজেলার স্কুল কলেজের বিশেষ করে এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় দক্ষতাসৃষ্টি, জাতীয় দিবস ও উৎসব সমূহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুন্দর পরিবেশনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সংস্থা সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সংগঠনটি সপ্তাহে ১দিন সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা স্কুল চালু রেখেছে ও ছেলে-মেয়েদের বুনিয়াদি শিক্ষায় গড়ে তুলার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২ জন দক্ষ প্রশিক্ষক (গান ও নৃত্য) ও ১ জন দক্ষ তবলচি দ্বারা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবস ও বৈশাখী উৎসবে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। এর ফলে সুবর্ণচর উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ সাধিত হচ্ছে।

## নারী ফোরাম:

সংস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মী কাজ করে। নারী কর্মীদের সংগঠিতকরনের উদ্দেশ্যে নারী কর্মীদের সমন্বয়ে অক্সফাম-বাংলাদেশ এর অনুপ্রেরণায় ২০০০ সনে সংস্থায় নারী ফোরাম গঠিত হয়েছে। সংস্থার নারী স্টাফ এবং কর্ম এলাকার নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী ফোরাম কাজ করে থাকে। নারী ফোরাম সদস্যবৃন্দ স্মানমাসিক সভায় মিলিত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নারী ফোরামের সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের সদস্যবৃন্দ গুরুত্বের সাথে তাদের বক্তব্য শুনেন ও সংস্থার মূলনীতি অনুযায়ী সংস্থার ম্যানেজমেন্ট নারী স্টাফদের সুযোগ সুবিধা, সুন্দর কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

## মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম :

সংস্থা প্রতি বছর কর্মএলাকায় মানবিক সহায়তামূলক কিছু কার্যক্রম করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নীকান্ড, দুস্থ-দের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড রেজিষ্ট্রেশ ও পরীক্ষার ফী, ছেলে মেয়েদের বিবাহ, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

## সংস্থার মানবিক সহায়তামূলক আর্থিক সহায়তার তথ্য (১০১৭-১৮):

| ক্রমিক | সহায়তার ধরন | উপকারভোগীর ধরন | উপকারভোগী/কার্য্য সংখ্যা | প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পাঠ্য বই বিতরণ | এইচএসসি ছাত্র-ছাত্রী | ১৬ | ২৪২২০ |
| ২ | পরীক্ষার ফরম পূরণ | এসএসসি ও এইচএসসি | ২৯ | ৪৬২৫৫ |
| ৩ | চিকিৎসা | অতিদরিদ্র | ১৫ | ৩৭২০০ |
| ৪ | ঘর মেরামত | আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য | ২ | ৪০০০ |
| ৫ | প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন | মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা | ৩৪ | ১১৭৭০০ |
| ৬ | বিবাহ | অতিদরিদ্র পরিবার | ০৩ | ৩৫০০ |
| ৭ | খেলাধুলার উন্নয়ন | সামাজিক সংগঠন | ০১ | ৩০০০ |
| ৮ | শিক্ষকদের ভাতা | উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা | বার্ষিক | ৩৩১০০০ |
| ৯ | প্রশিক্ষক ভাতা (৩ জন) | সাংস্কৃতিক শিক্ষা স্কুল | বার্ষিক | ১২৩৪৪১ |
| | | | | |
| | মোট | | | ৫৬৬৮৭৫ |

এর ফলে উপকারভোগীবৃন্দ উপকৃত হয়েছে। সমিতির সদস্য ও এলাকার অতিদরিদ্র পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান নির্মাণ, বিবাহ ও ধর্মীয় উপাসনালয় সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত এ বছর কর্মএলাকার দুস্থ পরিবারের মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা উপকরণ, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, দুস্থ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফরম পূরণ ফি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সদস্যদের ঋণ বীমার আওতায় মৃত্যু জনিত সদস্যের ঋণস্থিতি পরিশোধ ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পের ক্ষতিপূরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন :

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও কমিটির প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে শুরুতে দাড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়



বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, অধ্যক্ষ, সৈকত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

৮ নভেম্বর  সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর ২২ তম মৃত্যু বার্ষিকী  পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এই দিন সংস্থায় সাধারণ ছুটি থাকে। প্রতি বছরের মত ৮ নভেম্বর '২০১৭ তারিখে পবিত্র কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে মরহুমসহ সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। সভায় সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মো: মোনায়েম খান সভাপতিত্ব করেন।  আলোচনা সভায় বক্তাগণ এই মহান সমাজ সেবকের সমাজের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর স্মৃতিচারণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবদেন করেন।  আলোচকগণ তাঁর আদার্শ অনুসরণ করে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার জন্য আহবান জানান।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন,

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মো: শামছুল হক, ,

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ ব্যবস্থাপক (অগ্রসর),জনাব মো: মহিব উল্যাহ,

## সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়ক তথ্য :

| ব্যবস্থাপনা  স্তর | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|
| সাধারণ পরিষদ | ১১ | ১৩ | ২৪ |
| কার্যনির্বাহী পরিষদ | ০৩ | ০৪ | ০৭ |
| অ্যাডভাইজরী পরিষদ | ০৪ | ০১ | ০৫ |
| ব্যবস্থাপনা পরিষদ | ০৭ | - | ০৭ |

## সংস্থার বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য :

| ক্রমিক | কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ঋণ কর্মসূচী | ২৬৫ | ৪৫ | ৩১০ |
| ২ | চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প - IV ( সামাজিক ও জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট) (প্যারামে-২, কৃষি ডিপ্লো-২, মৎস্য-২, প্রাণিসম্পদ ডিপ্লো-২ জনসহ অন্যান্য) | ১৬ | ৩৬ | ৫২ |
| ৩ | ব্র্যাক-ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচী (শিক্ষা সুপারভাইজার-১, কর্মসূচী সংগঠক-৩ ও শিক্ষিকা-৬১ জন) | ৪ | ৬১ | ৬৫ |
| ৪ | কৃষি ইফনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট (কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য কর্মকর্তা) | ৩ | - | ৩ |
| ৫ | খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ- উজ্জিবিত অতিদরিদ্র কর্মসূচী (প্যারামেডিক-৫ ও কৃষি ডিপ্লোমা ৩ জন) | ৬ | ৩ | ৯ |
| ৬ | সমৃদ্ধি কর্মসূচী চর এলাহী ( স্বাস্থ্য পরিদর্শক- ১৪ জন (মহিলা), শিক্ষিকা- ৩৫ জন) | ৭ | ৪৯ | ৫৬ |
| ৭ | সমৃদ্ধি কর্মসূচী চর আমান উল্যা (স্বাস্থ্য পরিদর্শক- ১১ জন (মহিলা), শিক্ষিকা- ২৫ জন) | ৪ | ৩৭ | ৪১ |
| ৮ | সমন্বিত বীমা উন্নয়ন সেক্টর প্রজেক্ট (প্যারামেডিক-১) | ১ | ০ | ১ |
| ৯ | সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার (৩ এমবিবিএস, ১ প্যাথলজী টেকনোলজীস্ট ) | ২ | ২ | ৪ |
| ১০ | সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচী | ৩ | - | ৩ |
| ১১ | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চর এলাহী ও চর আমান উল্যা | ২ | - | ২ |
| ১২ | সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি | ১ | - | ১ |
| ১৩ | সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র | ১ | - | ১ |
| ১৪ | সংস্থার চুক্তিভিত্তিক ও মাস্টাররোল এর আওতায় | ৪ | ২২ | ২৬ |
| | **মোট** | ৩১৯ | ২৫৫ | ৫৭৪ |

**প্রকল্প ও কর্মসুচী ভিত্তিক ২০১৭- ২০১৮ অর্থবছরের বাজেট ও খরচের বিবরণী এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অনুমোদিত খরচের বাজেট ঃ**

| ক্রমিক | কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম৩৩৩৩ | অর্থবছর ২০১৭-২০১৮ অগ্রগতি | | | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত খরচ | খরচের হার | মোট বাজেট | সংস্থার কন্ট্রিবিউশান | সংস্থার কন্ট্রিবিউশান % |
| ১ | মাইক্রো ফাইন্যান্স (ঋণ) কর্মসূচি | ১৯৯৭৮৬২২৩ | ১৭৭৯৫০৪৪৬ | ৮৯.০৭% | ২৪০৮৭৭০৬৭ | - | #ঠঅখটউ! |
| ২ | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচী (ইএসপি) | ২৮০১৫৮১ | ২৭৬৩০৪২ | ৯৮.৬২% | ৩০৫৫৩৭৬ | ৮৫০০১৭ | ২৭.৮২% |
| ৩ | সিড্এসপি-০৪ | ৪৪৭৮৮১৬ | ৪১৬০৩৫৪ | ৯২.৮৯% | - | - | #ঠঅখটউ! |
| ৪ | সাগরিকা কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক | ২০৫৬২০০ | ৯২৩৮০৪ | ৪৪.৯৩% | ১৭৯২৬৪৫ | ৬০৪৫০০ | ৩৩.৭২% |
| ৫ | কৃষি ইউনিট | ১৭৬০৯৭৫ | ১৭৪৩৯১৭ | ৯৯.০৩% | ২৩০৪৩২৭ | ৪৮০০৭২ | ২০.৮৩% |
| ৬ | প্রাণি সম্পদ ইউনিট | ১৯২৬৩৪০ | ১৮৮১৫৭৪ | ৯৭.৬৮% | ২৭৩২০৬১ | ৪৮০০৭১ | ১৭.৫৭% |
| ৭ | মৎস্য ইউনিট | ১৪৬৯৬০০ | ১৩৬০৭০০ | ৯২.৫৯% | ২৭৩৭৭৮২ | ৪৮০০৭২ | ১৭.৫৪% |
| ৮ | উন্নত জাতের ভেড়া প্রকল্প | ১১৬৩৪০০ | ৪৩৫২৪২ | ৩৭.৪১% | ১১৫৮৬০০ | ৫১৫৭৬০ | ৪৪.৫২% |
| ৯ | উজ্জীবিত অতিদরিদ্র কর্মসুচী (ইউ.পি.পি) | ৩৮৪৩৬৬০ | ৩৭৭৭০৩৭ | ৯৮.২৭% | ২৫০৮৫০০ | ৩০০০০০ | ১১.৯৬% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চরএলাহী) | ৫৬৪৩০৩৫ | ৫৪৮৪১২১ | ৯৭.১৮% | ৪৫৬৫৬৯০ | ৬৭০৮৩৩ | ১৪.৬৯% |
| ১১ | সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চর আমান উল্লা) | ২০১৬৪৫০ | ১৮৫৫৭০১ | ৯২.০৩% | ৩৭৬১০১০ | ৫৪৮৩২৭ | ১৪.৫৮% |
| ১২ | প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর এলাহী | ১৩৩৭৬০০ | ৮৩৯৩৯৬ | ৬২.৭৫% | ২০২৫৮০০ | ৯০৭৮৪০ | ৪৪.৮১% |
| ১৩ | প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর আমান উল্যা | - | - | | ১৬৫৭১২০ | ৭২৩৫০০ | ৪৩.৬৬% |
| ১৪ | সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান কর্মসুচী | ১৬৭৬৫০০ | ১৪২৮৬৯৬ | ৮৫.২২% | ২০২৫৬০০ | ৮১০২৪০ | ৪০.০০% |
| ১৫ | সাগরিকা সাংস্কৃতিক স্কুল | ১৯৩০০০ | ১২৩৪৪১ | ৬৩.৯৬% | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ১০০.০০% |
| ১৬ | DIISp Project (সমন্বিত বীমা উন্নয়ন কর্মসুচী) | ৪৩৭৮০০ | ৩৩৭০১৮ | ৭৬.৯৮% | ২৩৫১১৫ | ৩০৫১৫ | ১২.৯৮% |
| ১৭ | শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ১০০.০০% | ৮৫০০০০ | ৮৫০০০০ | ১০০.০০% |
| ১৮ | সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচী | ২০০০০০ | ৩০৫৩৭ | ১৫.২৭% | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ১০০.০০% |
| ১৯ | ওয়াটসান প্রকল্প (স্যানিটেশান) | ২৭৬৮৪৪ | ২৯৩৯৩৪ | ১০৬.১৭% | ৩২৭০৮০ | - | #ঠঅখটউ! |
| ২০ | জেনারেল ফান্ড | ১৬৭৬৬৩০ | ১৮৮৪৫৩৪ | ১১২.৪০% | ১৯৬০৫৩০ | - | #ঠঅখটউ! |
| | **সর্বমোট ঃ** | ২৩০,৭১১,১০৮ | ২০৭,৭৫৭,২২০ | ৯০.০৫% | ২৭৫,০৭৩,৭০৩ | ৮,৮৪১,৫০৭ | |

**সংস্থার সাধারণ ও কার্যকরী কমিটি :**

বিগত অর্ধ-বার্ষিকী সভার কার্যবিবরণী পাঠ করছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান, অধ্যাপক, সৈকত ডিগ্রি কলেজ।

সভায় সংস্থার সার্বিক অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: রুহুল মতিন ।

সংস্থার ৩৪তম অর্ধ-বার্ষিক ও ৩৪তম বার্ষিক ২টি সভা যথাক্রমে ৩০/১২/২০১৭ তারিখে ও ০৩/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে । পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রতি ২ মাসে ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থার বিশেষ প্রয়োজনে পরিচলনা পর্ষদ একাধিক সভা আহবান ও

অনুষ্ঠান করে থাকেন। নতুন করে ০১/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা কর্তৃক কার্যকরী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অনুমোদিত কমিটির তালিকা নিম্নের সারণীতে দেয়া হল।

<table>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>সংস্থার সকল কর্মসূচির তথ্য ও সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্যচিত্র মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহকারি পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।</td><td>৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঋণ কর্মসূচির সার্বিক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী জনাব মোঃ শামছুল হক।</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপণী বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।</td><td>সভা শেষে সদস্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন সংস্থার সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক,</td></tr>
</table>

**সংস্থার কার্যকরী কমিটি :**

নির্বাচন কমিশনার নবনির্বাচিত কার্যকরি পর্ষদের সভাপতিকে শপথ পাঠ করাচ্ছেন।

কার্যকরি পর্ষদের সভাপতি নবনির্বাচিত কার্যকরি পর্ষদের অন্যান্য সদস্যদের শপথ পাঠ করাচ্ছেন।

সংস্থার গাঠনতন্ত্র অনুসারে পুরাতন কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে ০১/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা কর্তৃক কার্যকরী কমিটি নতুন কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছে।

নির্বাহী পরিচালক নবনির্বাচিত কার্যকরি পর্ষদের সভাপতিকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন।

নির্বাহী পরিচালক নবনির্বাচিত কার্যকরি পর্ষদের অন্যান্য সদস্যদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন।

## নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের তালিকাঃ

| ক্রমিক | নাম | পদবী | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | মোহাম্মদ মোনায়েম খান | সভাপতি | গ্রাম:- পুর্ব চরবাটা, পোষ্ট:-আনছার মিয়ার হাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ২ | মো: শামছুজ্জামান নিজাম | সহ- সভাপতি | গ্রাম:- মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৩ | মীজানুর রহমান | সাধারণ সম্পাদক | গ্রাম-মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৪ | প্রীতি রানী দাস | সহ-সাধারণ সম্পাদক | গ্রাম :- বজলুল করিম, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৫ | শ্রীমতি শ্যামলী দাস | কোষাধ্যক্ষ | গ্রাম:-চর আমানুল্যা, পোঃ-চরবাটা<br>উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | শাহিদা আক্তার মিলি | সদস্য | গ্রাম- চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |
| ৭ | রোকেয়া বেগম | সদস্য | গ্রাম-দক্ষিণ কচ্ছপিয়া,পোষ্ট:-হাবিবুল্লাহ মিয়ার হাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী। |

## সাধারণ পরিষদের সম্মানীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দের তালিকা :

| ক্রমিক নং | সাধারণ পরিষদের সদস্যদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পদবী |
|---|---|---|---|
| ১ | মোহাম্মদ মোনায়েম খান | মোহা: আলী আহাম্মদ | সভাপতি |
| ২ | মো: শামছুজ্জামান নিজাম | মৃত-দীন মোহাম্মদ | সহ-সভাপতি |
| ৩ | মীজানুর রহমান | মৃত-আবুল কালাম আজাদ | সাধারণ সম্পাদক |
| ৪ | প্রীতি রানী দাস | চিরু রঞ্জন দাস | সহ-সাধারণ সম্পাদক |
| ৫ | শ্যামলী দাস (লিলি) | রাম চন্দ্র দাস | কোষাধ্যক্ষ |
| ৬ | রোকেয়া বেগম | মোহা: শামছুল হক | সদস্য |
| ৭ | মোহাম্মদ মোস্তফা | মৌলভী ছালামত উল্যাহ | উপদেষ্টা সভাপতি |
| ৮ | দিলীপ চন্দ্র দাস | বরধা কান্ত দাস | উপদেষ্টা সদস্য |
| ৯ | গোলাম মাওলা | মৃত-মুন্সি আবদুল কাদের | উপদেষ্টা সদস্য |
| ১০ | প্রতিমা রানী দাস | কর্ণজিত দাস | উপদেষ্টা সদস্য |
| ১১ | মায়মুনা বেগম | মৃত-মোহাঃ ফজলুল হক | উপদেষ্টা সদস্য |
| ১২ | মিসেস নাছিম বানু | মৃত- এ.কে.এম আবুল কাশেম | আজীবন সদস্য |
| ১৩ | মোহা: রুহুল মতিন | মৃত-মাষ্টার আলী আহাম্মদ | আজীবন সদস্য |
| ১৪ | মোহাম্মদ আবদুল্যাহ | মোহা: মুরশেদ আলম | সদস্য |
| ১৫ | সন্ধ্য রানী দাস | হিরলাল চন্দ্র দাস | সদস্য |
| ১৬ | মোহা: ইস্রাইল | মৃত-হাজী আলী আজ্জম | সদস্য |
| ১৭ | শাহিদা আক্তার মিলি | এ.কে.এম ফখরুল ইসলাম | সদস্য |
| ১৮ | গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস | মৃত জোতেন্দ্র কুমার দাস | সদস্য |
| ১৯ | শুধাংশু মোহন মজুমদার | মৃত-প্রমন্ত কুমার মজুমদার | সদস্য |
| ২০ | হোছনেয়ারা বেগম | মো: আবদুল্যাহ মুন্সী | সদস্য |
| ২১ | লায়লা বেগম | চোট্টু মিয়া | সদস্য |
| ২২ | মনোয়ারা বেগম | মৃত-আবদুল হালিম | সদস্য |
| ২৩ | শিল্পী রানী মজুমদার | ধর্মরাজ মজুমদার | সদস্য |
| ২৪ | মারজানা আকতার | মোহা: সাহাব উদ্দিন | সদস্য |

## সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স এর অডিট ব্যালেন্সশীট:

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

**SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)**
**Micro Credit Program**
**Funded by: Palli Karma Shahayak Foundation (PKSF)**
**Statement of Financial Position**
**As at June 30,2018**

| Particulars | Notes | Amount In Tk | |
|---|---|---|---|
| | | 2017-2018 | 2016-2017 |
| Properties & Assets : | | | |
| A. Non-Current Assets: | | | |
| Property, Plant & Equipment | 6.00 | 37,049,598 | 24,506,499 |
| **Total Non-Current Assets** | | **37,049,598** | **24,506,499** |
| Current Assets: | | | |
| Investment on FDR | 7.00 | 58,496,430 | 43,403,255 |
| Loan to Members | 8.00 | 1,013,033,089 | 854,123,366 |
| Accounts Receivable | 9.00 | 10,988,344 | 9,097,435 |
| Interest Receivable on FDR | 10.00 | 1,724,754 | 1,366,536 |
| Staff Loan | 11.00 | 7,481,780 | 3,868,021 |
| Advance,Deposits & Prepayments | 12.00 | 423,800 | 1,116,000 |
| Staff Misappropiet | 13.00 | - | - |
| Cash in Hand | 14.01 | 1,351,437 | 4,715,913 |
| Cash at Bank | 14.02 | 41,912,584 | 8,390,254 |
| **Total Current Assets** | | **1,135,412,218** | **926,080,781** |
| **Total Property and Assets:** | | **1,172,461,816** | **950,587,280** |
| **Capital Fund & Liabilities:** | | | |
| Capital Fund | | | |
| Cumulative Surplus | 15.00 | 212,087,677 | 173,011,403 |
| Statutory Reserve Fund | 16.00 | 23,565,298 | 19,223,489 |
| Total Capital Fund | | **235,652,975** | **192,234,892** |
| **B. Long Term Liabilities:** | | | |
| Loan from PKSF | 17.00 | 110,633,329 | 99,916,666 |
| **Total Long Term Liabilities** | | **110,633,329** | **99,916,666** |
| **C. Current Liabilities:** | | | |
| Members Savings Deposits | 18.00 | 426,283,728 | 335,208,091 |
| Accounts Payable | 19.00 | - | - |
| Loan Loss Provision(LLP) | 20.00 | 16,196,018 | 11,299,957 |
| Disaster Management Fund (DMF) | 21.00 | - | - |
| Provision For Expence | 22.00 | 7,229,890 | 3,368,443 |
| Tax & Vat | 23.00 | 49,827 | 14,446 |
| Loan From Other Project | 24.00 | 165,993,350 | 149,324,750 |
| Member Welfare Fund | 25.00 | 23,321,874 | 18,283,506 |
| Sumredee Fund | 26.00 | 2010534 | 3806807 |
| Inactive Member Saving | 27.00 | 790,291 | 263,055 |
| Principal Payable to PKSF within next 12 months | - | 184,300,000 | 136,866,667 |
| **Total Current Liabilities** | | **826,175,512** | **658,435,722** |
| **Total Liabilities and Fund** | | **1,172,461,816** | **950,587,280** |

Signed as per separate report of even date

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

Date: [illegible] September, 2018



AKHTAR AMIR & CO. Dhaka Chartered Accountants

## সংস্থার কনসোলিডেটেড অডিট ব্যালেন্সশীট:

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

**SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)**
**Consolidated Statement of Financial Position**
**As at June 30, 2018**

| Particulars | Micro Credit Program | General Fund | Provident Fund | Gratuity | ESP Project | Sanitation Program | Revolving Fund | Health Clinic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Property & Assets:** | | | | | | | | | |
| **Non-Current Assets:** | | | | | | | | | |
| Property,plant & Equipement | 37,049,598 | 3,793,723 | - | - | - | 12,825 | 5,272,394 | 893,773 | 47,022,313 |
| HBA/Ravix vaccine | - | - | - | - | - | - | - | 24,867 | 24,867 |
| Investment on FDR | 58,496,430 | - | 4,324,211 | 578,551 | - | - | - | - | 63,399,192 |
| **Current Assets:** | | | | | | | | | |
| Loan to Beneficiries | 1,013,033,089 | - | - | | - | - | - | - | 1,013,033,089 |
| Loan to Micro credit program | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loan to other projects | - | 10,000 | 34,282,698 | 31,279,332 | - | 330,000 | 100,000 | - | 66,002,030 |
| Accounts Receivable | 10,988,344 | - | - | | - | - | - | - | 10,988,344 |
| Interest Receivable on FDR | 1,724,754 | - | 87,530 | 4,362 | - | - | - | - | 1,816,646 |
| Advance,Deposits & prepayments | 423,800 | 106,000 | - | - | - | - | - | - | 529,800 |
| Misappropriation Fund ( BY Staff) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loan to Staff | 7,481,780 | - | 5,260,125 | - | - | - | - | - | 12,741,905 |
| Stock (Sanitation materials) | - | - | - | - | - | 70,781 | - | - | 70,781 |
| Petty cash | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| Cash and Bank Balance | 43,264,021 | 141,658 | 769,393 | 949,096 | 47,250 | 9,502 | 51,658 | 23,306 | 45,255,884 |
| **Total Property & Assets:** | **1,172,461,816** | **4,061,381** | **44,723,957** | **32,811,341** | **47,250** | **423,108** | **5,424,052** | **941,946** | **1,260,894,851** |
| | | | | | | | | | - |
| **Fund and Liabilities:** | | | | | | | | | - |
| **Capital Fund:** | | | | | | | | | - |
| Cumulative Surplus | 212,087,677 | 2,056,683 | 44,655,985 | 32,806,341 | 39,180 | 420,890 | 4,124,052 | 941,946 | 297,132,754 |
| Statatury Reserve Fund | 23,565,298 | - | - | - | - | - | - | - | 23,565,298 |
| Loan term Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loan from PKSF | 110,633,329 | - | - | - | - | - | - | - | 110,633,329 |
| **Current Liabilities:** | | | | | | | | | - |
| Loan from Other projects | 165,993,350 | 1,955,000 | - | - | - | - | - | - | 167,948,350 |
| Provision for Expenses | 7,229,890 | 7,698 | 7,500 | 5,000 | 8,070 | 2,218 | - | - | 7,260,376 |
| Members Savings Deposits | 426,283,728 | - | - | - | - | - | - | - | 426,283,728 |
| Loan Loss Provision | 16,196,018 | - | - | - | - | - | - | - | 16,196,018 |
| Disaster Management Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Payable | - | 42,000 | - | - | - | - | - | - | 42,000 |
| Member Welfare Fund | 23,321,874 | - | - | - | - | - | - | - | 23,321,874 |
| Samredee Fund | 2,010,534 | - | - | - | - | - | - | - | 2,010,534 |
| Payable to PKSF within next 12 months | 184,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | 184,300,000 |
| Inactive Members Savings | 790,291 | - | - | - | - | - | - | - | 790,291 |
| Interest Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



## সংস্থার কনসোলিডেটেড ফিক্সড এসেটস তথ্যশীট:

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants.

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
CONSOLIDATED SCHEDULE OF FIXED ASSETS
As at June 30, 2018

Annexure-A

| Particular | Cost | | | | Rate | Depreciation | | | | | Written down value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Value as on 1st July, 2017 | Disposal / Transfer | FY Purchaes | Closing Value as on 30 June, 2017 | | Opening Value as on 1st July, 2017 | Disposal / Transfer Depreciation | Opening Balance after disposal | Depreciati during the year | Closing Value as on 30 June, 2018 | |
| Land | 5,378,575 | - | 1,188,000 | 6,566,575 | 0% | - | | - | - | - | 6,566,575 |
| Semi Building | 5,250,342 | - | 400,000 | 5,650,342 | 15% | 3,190,967 | | 3,190,967 | 308,904 | 3,499,871 | 2,150,471 |
| Furniture & Fixture | 2,819,464 | 20,221 | 782,699 | 3,581,942 | 10% | 908,370 | 9,847 | 898,523 | 268,342 | 1,166,865 | 2,415,077 |
| Mobile | 53,629 | - | 78,966 | 132,595 | 15% | 16,149 | | 16,149 | 17,860 | 34,009 | 98,586 |
| Computer | 2,712,027 | 407,131 | 1,095,795 | 3,400,691 | 20% | 1,267,220 | 183,955 | 1,083,265 | 463,485 | 1,546,750 | 1,853,941 |
| Office Equipment | 721,666 | 11,193 | 227,528 | 938,001 | 20% | 323,997 | 6,665 | 317,332 | 124,134 | 441,466 | 496,535 |
| Micro Bus | 2,660,430 | - | - | 2,660,430 | 20% | 2,032,755 | | 2,032,755 | 125,535 | 2,158,290 | 502,140 |
| Television | 266,689 | 53,092 | 104,756 | 318,353 | 20% | 133,595 | 42,468 | 91,127 | 45,445 | 136,572 | 181,781 |
| Softwear | 1,690,435 | - | - | 1,690,435 | 20% | 817,017 | | 817,017 | 174,684 | 991,701 | 698,734 |
| Solar | 444,830 | 38,840 | 117,702 | 523,692 | 20% | 254,949 | 28,047 | 226,902 | 59,358 | 286,260 | 237,432 |
| Health instrument | 208,000 | - | - | 208,000 | 20% | 101,504 | | 101,504 | 21,299 | 122,803 | 85,197 |
| Building in Process | 14,515,076 | - | 11,568,880 | 26,083,956 | 20% | 143,302 | | 143,302 | 2,245 | 145,547 | 25,938,409 |
| House ( Tin Shed Building) | 2,705,911 | - | - | 2,705,911 | 20% | 1,882,911 | | 1,882,911 | 164,600 | 2,047,511 | 658,400 |
| Motor-Cycle | 22,995 | - | - | 22,995 | 20% | 19,909 | | 19,909 | 617 | 20,526 | 2,469 |
| Camera | 20,000 | - | - | 20,000 | 20% | 9,760 | | 9,760 | 2,048 | 11,808 | 8,192 |
| Air- Conditioner | 74,150 | - | - | 74,150 | 20% | 36,185 | | 36,185 | 7,593 | 43,778 | 30,372 |
| Office Development | 5,667,207 | - | - | 5,667,207 | 15% | 2,932,106 | | 2,932,106 | 412,191 | 3,344,297 | 2,322,910 |
| Office Decoration | 2,168,765 | - | 1,085,776 | 3,254,541 | 15% | 1,211,734 | | 1,211,734 | 306,421 | 1,518,155 | 1,736,386 |
| Ring Forma | 14,000 | - | 7,327 | 21,327 | 20% | 6,832 | | 6,832 | 2,899 | 9,731 | 11,596 |
| Slab Forma | 3,000 | - | - | 3,000 | 20% | 1,464 | | 1,464 | 307 | 1,771 | 1,229 |
| Altrasonography Machine | 900,000 | - | - | 900,000 | 20% | 90,000 | | 90,000 | 81,000 | 171,000 | 729,000 |
| ECG Machine | 92,000 | - | - | 92,000 | 20% | 9,200 | | 9,200 | 8,280 | 17,480 | 74,520 |
| Multimedia Projector | - | - | 37,450 | 37,450 | 20% | | | - | 7,490 | 7,490 | 29,960 |
| Rice Harbesting | - | - | 230,000 | 230,000 | 20% | | | - | 46,000 | 46,000 | 184,000 |
| Tubewell | | | 10,500 | 10,500 | 20% | | | - | 2,100 | 2,100 | 8,400 |
| **Total** | **48,389,191** | **530,477** | **16,935,379** | **64,794,093** | | **15,389,924** | **270,982** | **15,118,942** | **2,652,838** | **17,771,780** | **47,022,313** |

AKHTAR AMIR & CO. Dhaka Chartered Accountants



## সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহ :

সংস্থা দাতা সংস্থার অনুদান ও সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করে প্রকল্পের সফল সমাপ্তি করেছে। নিম্নের সারণীতে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের তালিকা দেওয়া হল।

## The Projects Completed :

| SL | Name of the programs/ projects | Name of Donors | Duration | Project Locat & Beneficiary | Nature of works |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socio-Economic Development and Disaster Management Project | Oxfam-GB | 1990-1991 | 1500 HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |
| 2 | Rehabilitation program under 1991 cyclone | Oxfam-GB | 1991-1992 | 2000HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union | Beneficiary training and Input support |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sanitary Latrine rehabilitation | NGO Forum for DWSS | 1992-1993 | 2000 HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union | Awareness activities and Input support |
| 4 | Socio-Economic Development and Disaster management Project | Oxfam-GB | 1991-1996 | 5000 HHs Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |
| 5 | Informal Education Program (INFEP) under department of mass and primary education | UNICIEP, NORAD | 1993-1997 | 170 center, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union | Adult and Adolescent Children Education |
| 6 | School-Cum-Cyclone Shelter Project | European Economic Commission (EEC). | 1994 - 1996 | Shelter based community | Awareness and training supports |
| 7 | Gender Knowledge Networking and Human Right Intervention In Bangladesh | BLAST | 1999-2004 | Noakhali Sadar including Subarnachar, Ramgoti | Awareness of Legal Aid and Legal Education, Medication of any Conflict, Provide Legal aid Service to Torture Women, Popular Theater |
| 8 | Arsenic Mitigation Project | OXFAM | 1999-2000 | 2200 HHs | Awareness and Rain Water Harvesting as Alternate way for Safe water |
| 9 | Participatory Homestead Grading Project (PHGP), Care – LIFT | Care-Bangladesh | 2000-2004 | Subarnachar and Ramgoti Upazilla | Utilization of the homestead grading increase their notation And Change livelihood |
| 10 | BARI | Bangladesh Government | 2004-2005 | Subarnachar Upazilla | Result Demonstration for general Beneficiaries |
| 11 | Community Based Preparedness and Risk Reduction Project in Boyer Char | Oxfam-GB | 2002-2007 | Boyerchar in Hatiya Upazill, Ben. 2500 HHs | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |
| 12 | CDSP- I | Royal Netherlands Embassy | 1996-1999 | Char Majid | LCS work, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CDSP- 2 | DO | 2000-2004 | Maradona (W/S Charmajid, Mohiuddin) | Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies |
| 14 | CDSP- 3 | DO | 2005-2010 | Boyerchar, Ben-1498 HHs | • Group formation, micro finance and capacity building . • Health and family planning program .• Water and sanitation program • Legal and human rights.• Disaster management and climate change adaptation |
| 15 | SHOUHARDO Project | Care-Bangladesh | 2006-2010 | 5843 HHs in Subarnachar and Companigonj Upazilla | Food security & sustainability through agriculture, Nutrition, Water and Sanitation, women empower & disaster |
| 16 | Disaster Risk Redaction & vulnerable Livelihoods Project (DRR&VLH) in Caring Char | Oxfam-GB | 2009-2010 | 2000 HHs | Disaster risk reduction and alternative Livelihood |
| 17 | Improved Access to water, Sanitation and Hygiene (WASH) in coastal regions of Bangladesh | Oxfam-GB | 1 July 2010 to 31 December 2011, | 10 coastal Chars in Nolerchar and Boyerchar in Hatiya, Noakhali, Ben. 2500 HHs | WatSan and alternative Livelihood. |
| 18 | GRIHAON | Bangladesh Bank | 2001 -2011 | 75 HHs, Subarnachar Upazilla | Beneficiaries house Infrastructure Development |
| 19 | Climate Change Adaptation Among Fisher Communities in Noakhali District | Planning Commission, DANIDA | January-2010-September-2012 | Char Nangolia and Nolerchar, Ben- 500 HHs | Training, input support, Infrastructure dev., awareness building on the effects of climate change and about adaptation measures, establish linkage with service providing agencies etc. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Regional Fisheries and Livestock Development Project through Farmers Field School | DANIDA | Nov, 2008 to Sept, 2012 | Nolerchar , Hatiya Ben-2250 households HHs | Poverty reduction through Fisheries & live stock development. |
| 21 | Climate Change Adaptation among Fishing Communities of Coastal and Charland of Noakhali and Lakshmipur Districts | Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) through Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) | November 2012 to October 2013 | Subarnachar and Ramgoti Upazilla Ben 1000 HHs of Fisherman | Training , input support , household Infrastructure dev. awareness building, establish linkage with service providing agencies etc. |
| 22 | Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society in Water Supply and Sanitation | NGO Forum for Public Health and European Union | Started on 1st January 2013 and closed 31st December 2016. | Wapda, Char Clerk and Mohammadpur Union of Subarnachar Upazilla, 21990 HHs | ■ DTW installation and repairing ■ School and Community latrine construction ■ Awareness on hygiene practice ■ Enhancing Governance and Capacity of Service Society Providers and Civil |
| 23 | Char Development & Settlement Project-IV Social and Livelihoods Support Component | *The government of the Netherlands, International fund for Agriculture Development (IFAD), the government of Bangladesh.* | March'2011 to February'2017 | Nolerchar, Nangolierchar in Hatiya Upazilla, Ben-7304 HHs | • Group formation, micro finance and capacity building . • Health and family planning program .• Water and sanitation program • Legal and human rights.• Disaster management and climate change adaptation |

## Networking:

SSUS has always been maintaining the good relations with government offices and other non-government organization. These are as follows:

- PKSF
- BRAC
- CDSP-IV
- Asian Disaster preparedness Center
- Federation of NGO Network in Bangladesh (FNB)
- Credit and Development Forum

- NGO Forum for Public Health
- Bangladesh Disaster Preparedness Center (BDPC)
- Disaster Forum
- BRCT, IUCN, NACOM, BLAST, ALRD, IFAD
- Coast Trust (Climate Change and Adaptation)
-


সংস্থার কন্ট্রাক্ট পারসন : মো: রুহল মতিন
নির্বাহী পরিচালক

গ্রাম ও পো:- চরবাটা, পো: কোড- ৩৮১৩
থানা- চর জব্বর, উপজেলা- সুবর্ণচর
জেলা-নোয়াখালী।
মোবাইল নং- ০১৭১১-৩৮০৮৬৪
ই-মেইল = matin_ssus@yahoo.com
ওয়েব সাইট= www.sagarika-bd.org


## উপসংহার :

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা টেকসই উন্নয়নের গতি ধারায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার সমূহের চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে পূঁজি করে সংগঠনটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পের বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও নূতন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ ও তফশীলী ব্যাংক এর ঋণ তহবিল সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত তথ্য, পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি বর্ণনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের বাজেট ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য, সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মরত জনবল ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার কার্যক্রমের ফলে উপকারভোগীদের কাঙ্খিত উন্নয়নের চিত্র এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে ।